বিয়ে

রেহনুমা বিনত আনিস

www.islaminonesite.com

বিয়ে

রেহনুমা বিনত আনিস

স্বপ্ন প্রকাশ

www.islaminonesite.com

একটি ডাকটিকিট প্রকাশনা

বিয়ে
রেহনুমা বিনত আনিস

প্রকাশক
স্বপ্নপ্রকাশ
প্লট-১৪, সামাদ ম্যানশন (৩য় তলা)
সেকশন-৬, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
মোবাইলঃ ০১৭২৬-১৬৫৯৩৫
০১৭৫৫-৩২০১০২, ০১৯৩৯-৩৪০৯২৫

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
পীযুষ দস্তিদার

সম্পাদনা ও অক্ষরবিন্যাস
সাইফ বরকতুল্লাহ
এস.এ. ফারুক

মুদ্রণ
শফিক প্রিন্টিং এন্ড সাপ্লায়ার্স
১২ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা

পরিবেশক
বুক ক্লাব, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা
ঝিঙেফুল, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
কথামালা প্রকাশন, ৩৮/৪ (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা
বৈচিত্র্য প্রকাশ, নওগাঁ

মূল্য : ১২৫ টাকা/৫ ইউএস ডলার

Bea by Rehnuma Bint Anis . First Published in February 2012. Published by Shwapnoprokash, House 14, Samad Mansion (2nd Floor), Mirpur Circle-10, Dhaka-1216.
Price : 125 TK./$5

www.islaminonesite.com

উৎসর্গ

বাবা মা, ভালদাদু ও ছোট দাদা– যারা আমার জীবন বইয়ের বাগান দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে। হাফিজ সাহেব, রাদিয়া ও রিহাম যারা আমার জন্য মায়ার বন্ধনের মাঝে রচনা করেছে মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ার জন্য সুনীল স্বাধীন আকাশ।

www.islaminonesite.com

ভূমিকা

বিয়ে– ছোট্ট একটি শব্দ, কিন্তু এর সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন। এ কেবল দু'জন ব্যাক্তির নয়, বরং দু'টি পরিবার এবং অনেক ক্ষেত্রে দু'টি গোষ্ঠীর সম্পর্কের নির্ণায়ক। একটি মেয়ের যখন বিয়ে হয় তখন কেবল একজন পুরুষই নয় বরং একটি পরিবারের মন জয় করার দায়িত্ব তার ওপর আপনিই এসে পড়ে। এই দায়িত্ব পালন করা কতটা সহজ বা কঠিন হবে তা মেয়েটির নিজের সদিচ্ছার ওপর যতটা নির্ভর করে, ততটাই নির্ভর করে যে বাড়িতে সে যাচ্ছে সে পরিবারের মনমানসিকতার ওপর। অনেক ক্ষেত্রেই নবাগতার ওপর তার নতুন পরিবারের আশা আকাঙ্খা চাহিদার যে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়, সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এসে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়তো তার পক্ষে অনেক কঠিন বা ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

একই ব্যাপার ঘটতে পারে শাশুড়ির ক্ষেত্রেও। প্রায়ই দেখা যায় যিনি শাশুড়ি হন তাঁর পূর্বের কোনো অভিজ্ঞতা থাকে না। মেয়ে বিয়ে দিলে তবুও কালেভদ্রে দাওয়াত খাওয়ানো বা তদারক করতে গেলেই দায়িত্ব সম্পাদন হয়। কিন্তু ছেলে বিয়ে দিলে ঘরে এমন এক আগন্তুকের অনুপ্রবেশ ঘটে যে কিনা তার ছেলেকে তার সাথে ভাগ করে নেবে। এত বছরের অধিকার কি একদিনে ছেড়ে দেওয়া যায়? ফলে শুরু হয় নানাপ্রকার দ্বন্দ্ব সংঘাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাশুড়ি মুরুব্বি হওয়ার কারণে তাঁর কাছে আশা থাকে বেশি অথচ তিনি অনুভূতিপ্রবণ হওয়ার কারণে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম থাকেন না। অনেকক্ষেত্রে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন এবং এর ফায়দা তোলার চেষ্টা করেন। তাই বৌদের কষ্ট পাওয়ার কাহিনী যত শোনা যায়, শাশুড়িদের তত না।

তবে মাঝখানে পড়ে কষ্ট পায় শাশুড়ির ছেলে, বৌয়ের স্বামী। বেচারার অবস্থা হয়ে যায় না ঘরকা না ঘাটকা। সে না পারে মাকে সামলাতে আর না পারে বৌকে বোঝাতে। শশুর সাহেব এখানে একটা ভূমিকা রাখতে পারেন হয়তো। কিন্তু নিরপেক্ষতার একটা সমস্যা হল এটা মানুষকে চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হতে দেখেও চুপ করে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

কার্যত এই সম্পূর্ণ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরবর্তী প্রজন্ম। কেননা বিয়ে নিছক দু'জন মানুষের মাঝে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক নয়, বরং দু'জন মানুষ মিলে একটি বাগান রচনা করার প্রচেষ্টা। এই বাগানে যত সার দেওয়া হবে, আগাছা পরিষ্কার করা হবে, পানি দেওয়া হবে বাগানের ফল ততই ভালো মানের হবে। আর বাগান যদি পড়ে থাকে অযত্নে, তাতে ঠিকমতো সার পানি দেওয়া না হয়, আগাছা জন্মায় তাহলে ফল হবে জীর্ণশীর্ণ, পোকায় খাওয়া। সুতরাং ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মনে করে শাশুড়ির চেষ্টা করতে হবে বৌকে আপন করে নিতে। কেননা সৃষ্টিকর্তা তার মাধ্যমেই তাঁর পরিবারকে বর্ধিত করবেন যেমন করেছেন শাশুড়ির মাধ্যমে যখন তিনি বৌ ছিলেন। বৌকে চেষ্টা করতে হবে শাশুড়িকে মায়ের মর্যাদা দিতে কেননা স্বামীকে সে জন্মও দেয়নি মানুষও করেনি। যে

www.islaminonesite.com

স্বামীর সাথে সে জীবন অতিবাহিত করার স্বপ্ন দেখে তার মা-ই তো বৌয়ের কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বড় হকদার! পুরুষকে বুঝতে হবে মায়ের অধিকার মায়ের এবং স্ত্রীর অধিকার স্ত্রীর। একজনের অধিকার আদায় করার জন্য অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা নেই। যে ব্যাক্তি সুবিচার করবে সে সংসারে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তারপরেও কিছু সমস্যা থেকে যায় যা একজন পুত্রের মাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে শ্বশুরের উচিত ভদ্রতার মুখোশ পরে চুপ করে না থেকে উদ্যোগী হওয়া। ঘরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা তখনই সম্ভব যখন পরিবারের প্রত্যেকে আন্তরিক এবং সহনশীল হোন। যখন যেকোনো পরিস্থিতিতে তারা পরস্পরের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান না করে বরং একটি পরিবারের মতো করেই পরিবারের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে কাজ করেন। এই সামান্য প্রচেষ্টা একটি পরিবারকে করতে পারে বেহেস্তের বাগানের মতো সুখময়। আবার এর অভাব একটি পরিবারকে বানায় মূর্তিমান জাহান্নাম।

অভিজ্ঞতার ঝুলি এবং কল্পনার মিশেল থেকে কয়েকটি বিয়ে নিয়ে এবারের উপস্থাপনা– 'বিয়ে'। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ভুল, পরিকল্পনার কিছু ফাঁকফোঁকর, দায়িত্বশীলদের কিছু গাফিলতি বিয়ের ক্ষেত্রে বয়ে আনতে পারে মারাত্মক পরিণতি। আবার ছোটখাটো কিছু পদক্ষেপ, সামান্য বিবেচনা, একটু ছাড় দেওয়া একটি সুন্দর সম্পর্কের গোড়াপত্তন করতে পারে। এই সামান্য কয়টি কথা নিয়ে এবারের আয়োজন।

সৃষ্টিশীলতায় হাতেখড়ি বাবার কাছে। জ্ঞানের জগতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমার দাদার দুই ভাই-বোন ভালদাদু আর ছোটদাদা। চৈত্রের খরতাপে বা আষাঢ়ের বর্ষণমুখর অলস দুপুরে গৃহিনীরা যখন সুখনিদ্রা দিতেন তখন মাকে দেখতাম বইয়ের জগতে হারিয়ে যেতে বা ডায়েরি নিয়ে বসে গল্প লিখতে যা কখনো আলোর মুখ দেখেনি; কিন্তু আমার পরিশ্রমী সত্তাটা বোধ হয় মায়ের কাছেই পাওরা।

ছোটবেলায় শিশু ম্যাগাজিন দেখে লিখতে ইচ্ছে হতো কিন্তু প্রথম লেখা হয় ইউ এ ই'র খালিজ টাইমসের কিশোর ম্যাগাজিন ইয়াং টাইমসে। লেখার পরিধির সাথে বাড়ে পরিচিতের পরিধি, মুখচোরা আমি প্রবেশ করি বাইরের জগতে। নিজে টাইপিং শেখা পর্যন্ত আমার প্রতিটি লেখা টাইপ এবং বানান সংশোধন করে দেওয়া এবং পরবর্তীতে সংরক্ষণ করার জন্য বাবার কাছে কৃতজ্ঞ।

বিদেশ থেকে ফিরে লেখালেখি বন্ধ থাকে বহুদিন। মূলত কানাডায় আসার পর ছাত্রী মায়-মুনা এবং ছোট ভাই তারিকের কারণে ব্লগ জগতে প্রবেশ। হাফিজ সাহেব এবং আমার মেয়ে রাদিয়া যেভাবে আমাকে সময় করে দিয়েছে আমার কাজগুলো ভাগ করে নিয়ে, এমনকি আমার পাঁচ বছর বয়সী পুত্র রিহাম যেভাবে মনে করে আম্মু কম্পিউটারে হোমওয়ার্ক করছে, সুতরাং আম্মুকে ডিস্টার্ব করা যাবে না– তা তুলনাহীন।

বাবার উৎসাহ, হাফিজ সাহেবের আগ্রহ, পাঠকবন্ধুদের অনুপ্রেরণা আমাকে লজ্জার পাহাড় ডিঙিয়ে এই বই প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বইয়ের কাজ হাতে নিয়ে শেষ বাঁধাটি অতিক্রম করতে সহযোগিতা করার জন্য সাইফ ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ।

www.islaminonesite.com

সূচীপত্র

বিয়ে নিয়ে ভাবনা

প্যাকেট না প্রোডাক্ট? - ৯

বিয়ে একটি উত্তম বন্ধুত্ব - ১৩

বিয়ে না হলে নাইবা হল - ১৯

অনেক কিছুই আসে যায় - ২৩

একডজন বিয়ে– আদর্শ বনাম বাস্তবতা

বিয়ে ১ - ২৫

বিয়ে ২ - ৩১

বিয়ে ৩ - ৩৬

বিয়ে ৪ - ৪৩

বিয়ে ৫ - ৪৮

বিয়ে ৬ - ৫২

বিয়ে ৭ - ৫৭

বিয়ে ৮ - ৬২

বিয়ে ৯ - ৬৭

বিয়ে ১০ - ৭৩

বিয়ে ১১ - ৭৯

বিয়ে ১২ - ৮৪

www.islaminonesite.com

প্যাকেট না প্রোডাক্ট?

আপনি কি প্যাকেট দেখে জিনিস কেনেন না প্রোডাক্ট দেখে?

মানে? ধরুন, আপনি নারকেল তেল কিনবেন। আপনি কি তেলের গুণগত মান দেখে– অর্থাৎ এই তেলে আপনার মাথা ঠান্ডা এবং চুল লম্বা ও ঝরঝরে হবে কিনা সেটা বিবেচনা করে তেল কিনবেন, নাকি তেলের বোতলটি কতখানি সুন্দর ও আকর্ষণীয় তা দেখে তেল নির্বাচন করবেন? হাস্যকর মনে হচ্ছে? অথচ এই হাস্যকর কাজটিই আমরা করে থাকি অহরহ।

আমাদের যুগের একটি গুরুতর সমস্যা হল বাহ্যিক সৌন্দর্যপ্রীতি। সুন্দর জিনিস সবার ভালো লাগে, লাগাটাই স্বাভাবিক, এতে দোষের কিছু নেই। এটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখনই যখন কোনো বস্তুর মূল্যায়নে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রাইটেরিয়া হয়ে দাঁড়ায়। যখন এর তুলনায় আর সব বিচার বিবেচনা সচেতনতা ব্যাকসিটে স্থান পায়।

এই অতিরিক্ত সৌন্দর্যপ্রীতির কারণে আমরা অনেক দাম দিয়ে ভেজাল পটেটো চিপস কিনে বাচ্চাদের কচি মুখে তুলে দেই। অথচ বাসায় ক'টা তাজা আলু কেটে তেলে ভেজে দেই না। অনেক দাম দিয়ে লাল টুকটুকে আপেল কিনে আনি যদিও তার ভেতরটা হয় পঁচা, পোকায় খাওয়া অথচ এর চেয়ে তিনগুণ পুষ্টিমানসম্পন্ন তাজা পেয়ারা অনাদরে পড়ে থাকে বাজারের ঝাঁকায়।

খাঁটি জিনিসের মূল্যায়নের এই যোগ্যতা এবং মানসিকতার বিলোপ এখন আর কেবল বস্তুগত নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সীমিত নেই বরং আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা শুধু বাহ্যিক দিক দেখে বিবেচনার ফলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনিত হই। যেমন ধরুন, যখনই কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র বা পাত্রী দেখা হয়– কোনো কিছু জানার আগেই প্রশ্ন আসে– মেয়েটি দেখতে কেমন এবং ছেলে কি করে?

একটু ভেবে দেখুন তো– জীবনের বন্ধুর পথে পরস্পরের হাত ধরে চড়াই উৎড়াই পেরুবার জন্য এর কোনটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক জরিপসমূহের ফলাফলে দেখা যায় বৈবাহিক জীবনে সুখের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের ভূমিকার আয়ু বড়জোর ছয় মাস থেকে এক বছর। তারপরে সম্পর্ক টিকে থাকে স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট এবং গুণাবলিকে কেন্দ্র করে। নতুবা স্বামীর সহনশীলতা এবং মানবিক গুণাবলিকে অবলম্বন

www.islaminonesite.com

করে। আপনারা কি কখনো দেখেননি পরীর মতো সুন্দরী বৌটাকে দু'একবছরের মাথায় মুটিয়ে, মেদবহুল চামড়া ঝুলে পড়ে অন্যরকম হয়ে যেতে? অথবা কালো বৌটিকে ফর্সা সুন্দরী হয়ে যেতে? চাকরি, ব্যবসা, পয়সা? হতেও দেরি নেই, যেতেও দেরী নেই। অনেক ধনী মানুষ মূহূর্তে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন– এমন ঘটনা নিজ চোখে না দেখলেও শোনেননি বা জানেন না এমন মানুষ কমই আছে। জীবনে চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধু পয়সা দিয়ে যদি ভালোবাসা কেনা যেত তাহলে পৃথিবীর সব বড়লোকরাই সুখী বিবাহিত জীবন যাপন করতেন। এটি যে বস্তুত ঘটে না তার ভুরি ভুরি উদাহরণ তো আপনারা সবাই জানেন। তাহলে ভাবুন আমরা কত ঠুনকো কতগুলো বিবেচনার ওপর আমাদের সুখ, শান্তি, স্বস্তি, সাফল্য, ব্যর্থতা, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সন্তানদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখি!

আল্লাহ বলেছেন, 'And among His Signs is this, that He created for you mates from among yourselves, that you may dwell in tranquillity with them, and He has put love and mercy between your (hearts): verily in that are Signs for those who reflect.' (সূরা রূমঃ আয়াত ২১)। তিনি আমাদের জন্য এমন সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে আমরা শান্তি স্বস্থি ভালোবাসা পেতে পারি যা আমাদের পার্থিব জীবনকে অর্থবহ করবে এবং পারলৌকিক জীবনকে করে তুলবে সম্ভাবনাময়। এখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে দু'টি হৃদয়ের মাঝে সৃষ্ট বন্ধনের সাহায্যে শান্তি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে কিছু পেতে হলে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামের একটি মূখ্য নীতি হল পর্দাঃ 'Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty: that will make for greater purity for them: And Allah is well acquainted with all that they do. And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and ornaments except what (must ordinarily) appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers, their husband's fathers, their sons, their husbands' sons, their brothers or their brothers' sons, or their sisters' sons, or their women, or the slaves whom their right hands possess, or male servants free of physical needs, or small children who have no sense of the shame of sex; and that they should not strike their feet in order to draw attention to their hidden ornaments. And O you Believers! turn you all together towards Allah, that you may attain Bliss.' (সূরা নূরঃ আয়াত ৩০-৩১)। এখানে আগে পুরুষদের পর্দার কথা বলা হয়েছে, অতঃপর মহিলাদের। ইসলাম চায় যেন একটি মেয়ে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে বিবেচিত না হয়ে তার স্বীয় গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হবার সুযোগ পায়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই যদি একটি মেয়েকে তার গুণ দেখে বিচার করার ওপর গুরুত্ব

www.islaminonesite.com

দেওয়া হয় তাহলে ভেবে দেখুন বিয়ের ক্ষেত্রে এটি আরো কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ! পুরুষদের দৃষ্টি সংযত করার ব্যাপারে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলঃ পুরুষরা রঙ দেখে আকৃষ্ট হয় আর মেয়েরা আকৃতি দেখে। যেসব মেয়েদের গুণ আছে তারা নিজেদের সৌন্দর্য অ্যাডভার্টাইজ করে বেড়ায় না। সুতরাং পুরুষরা দৃষ্টি সংযত না করলে সেসব মেয়েদের দেখেই মুগ্ধ হবার সম্ভাবনা বেশি যাদের বাইরের সৌন্দর্যটাই সার। আর মহিলাদের নিজেদের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে বলার মূল উদ্দেশ্য তাদের এই সমস্ত চিন্তা এবং বিবেকবর্জিত পুরুষদের থেকে রক্ষা করা।

আবু হুরাইরা (রা) হতে জানা যায়, রাসূল (সা) বলেছেনঃ 'A woman is married for four things, i.e., her wealth, her family status, her beauty and her religion. So you should marry the religious woman (otherwise) you will be a losers. (Volume 007, Book 062, Hadith Number' ০২৭). কেননা একটি মেয়ে তখনই তার স্বামীকে সুখী করতে পারে যখন সে তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়, তার সম্পদ এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। বছরের পর বছর এই কাজটি কেবল তখনই করা সম্ভব যখন মানুষ আল্লাহকে ভয় করে। ভালোবাসা ওঠানামা করে। তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া হলেও পরস্পরকে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে ঐ সময়েও একজন মহিলা তাঁর সংসারের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেন না। একজন ধার্মিক মহিলা নিজগুণে না হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বামী, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন, স্বামীর যাদের পছন্দ– সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহর ভয়েই তিনি কেবল নিজেই যে ভালো থাকেন তাই নয় বরং স্বামীকেও অন্যায় হতে বিরত থাকার পরামর্শ এবং সহযোগিতা দেন। আমার এক ভাই বলেছিল, 'আপা, আমি এমন মেয়ে চাই যে কেবল নিজে নামাজ পড়বে না বরং আমাকে নামাজ পড়ার জন্য তাগাদা দেবে'। আপনারা এমন সুন্দরী বৌ কি দেখেননি যার চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বামী ঘুষ খান আর তিনি স্বামীর কাঁধের ওপর পা রেখে বেহেস্তে যাবার স্বপ্ন দেখেন? এমন পুরুষও বিরল নন যারা নিজেরা দাঁড়ি রেখে টুপি পরে সুন্দরী স্ত্রীকে প্রদর্শনীর সামগ্রীতে পরিণত করে রাখেন। এটিকে কি ভালোবাসা বা ন্যূনপক্ষে পারিবারিক সম্প্রীতি বলা যায়? সেই সুন্দর দিয়ে কি লাভ যা অন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নয়?

পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূল (সা) বলেছেন, 'দরিদ্র পাত্র ধনী পাত্র অপেক্ষা উত্তম যদি সে সৎ এবং নামাজী হয়'। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে সে আপনাকে ভালোবেসে না হোক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও আপনাকে ঠকাতে পারবেনা। ভেবে দেখুন যদি আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ি গাড়ি সম্পদে ভাসিয়ে রেখে অন্যত্র প্রেম করে বেড়ায়, আপনি কি সুখী হবেন? অথচ অনেক দরিদ্র পরিবারেও দেখবেন বাজার থেকে বড় মাছ এনে স্বামী স্ত্রী মিলে যখন গল্প করতে করতে কাটেন সেখানে প্রেমের উৎসব বয়ে যায়। টাকা পয়সা দিয়ে সুখ কেনা যায় না। কারণ চাকরি পরিবর্তন করা যায় কিন্তু চরিত্র পরিবর্তন করা যায় না। একজন ভালো স্বামী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে সেসব সুযোগ সুবিধা দেবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে– শ্বশুরবাড়ির সাথে, স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে যাতে স্ত্রী খুশী থাকে। সে কখনোই স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে না

www.islaminonesite.com

যেহেতু সে জানে এর জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আজকাল দেখা যায় পাত্র পেঁচার মতো হলেও পাত্রী চাই ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, নব্যরুচিশীলা, বড় লোকের কন্যা। কোথাও চরিত্রের বা স্বভাবের ব্যাপারটি গুরুত্ব পায় না। অসংখ্যবার দেখেছি রীতিমতো চারিত্রিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়েদের হটকেকের মতো বিকিয়ে যেতে অথচ বুদ্ধিমতি, সচ্চরিত্র, সুন্দর স্বভাবসম্পন্না মেয়েদের বিয়ে হয় না। অনেক শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ভাইকে জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা, আপনারা শুধু চেহারা দেখে এমন মেয়ে কি করে বিয়ে করেন যাদের এতটুকু বুদ্ধি বা ম্যাচুরিটি নেই যে আপনি দু'ছত্র কবিতা বললে সে তা উপলব্ধি করতে পারে?' অনেকে এড়িয়ে গিয়েছেন, আবার অনেকে সততার সাথে উত্তর দিয়েছেন, 'এদের সহজে ডমিনেট করা যায় যা বুদ্ধিমতি মেয়েদের করা যায় না'। একটি বিয়ের উদ্দেশ্য কি বন্ধুত্ব হওয়া উচিত না স্বৈরাচার, তা আপনাদের বিবেচনায় ছেড়ে দিলাম। তবে যার সাথে মনের কথা শেয়ার করা যায় না, যে আপনার সুবিধা অসুবিধা বোঝার মতো বিবেকবুদ্ধি রাখে না তার চেহারা দেখে সব কষ্ট ভুলে থাকা যার কিনা এটা গবেষণা করার মতো বিষয়!

একইভাবে অনেক মেয়েকে দেখেছি শুধু ভালো চাকরি করে দেখে এমন পাত্রকে বিয়ে করতে যার সাথে কখনো তার মানসিক কোনো বন্ধন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এমনই এক মহিলা বলেছিলেন, 'জানো, আমি আমার ডাক্তার স্বামীর সাথে পঞ্চাশ বছর সংসার করেছি কিন্তু একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি'। এভাবে একমাত্র জীবনটি কাটিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার বিষয় বটে!

যারা বিয়ে করে ফেলেছেন তারা সঙ্গীদের আভ্যন্তরীণ বিকাশে সহযোগিতা করে সুন্দর সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলুন আর যারা এখনো বিয়ে করেননি তারা বিয়ে করার সময় শুধু দৃষ্টি দিয়ে নয়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। এই জীবনকে স্বর্গ বা নরকে পরিণত করার সিদ্ধান্ত আপনার হাতে, ভুল করবেন না।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- একটি উত্তম বন্ধুত্ব

নব্বইয়ের দশকে বিটিভিতে 'ওশিন' নামে একটি জনপ্রিয় জাপানি সিরিয়াল প্রচারিত হত। আমরা তখন সম্ভবত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি। বান্ধবীরা প্রায়ই এর বিভিন্ন এপিসোড নিয়ে আলাপ করতাম। একবার দেখানো হল ওশিন এমন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে চাষবাস করতে শুরু করল যেখানে স্থানীয় স্কুলশিক্ষক ছাড়া আর কোনো উপযুক্ত পুরুষ নেই মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য। সে আর কোনো উপায় না দেখে মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে স্কুলশিক্ষকের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল। একটি সন্তান হওয়ার পর মেয়েটির এমন একজনের সাথে পরিচয় হয় যাকে তার মন থেকে পছন্দ হয়। বেশ কিছুদিন চিন্তাভাবনা করার পর সে সিদ্ধান্ত নেয় যে শিক্ষক স্বামীকে ছেড়ে সে ঐ লোকের সাথে সংসার করবে। ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় সৃষ্টি হল যেন আমাদের পরিচিত কেউ এমনটা করে বসেছে!

আমার কোনো বোন নেই। ভাইদের সাথে বড় হওয়াতেই কিনা জানি না, আমার স্বাভাবিক মেয়েলি বিষয়গুলোতে খুব একটা আগ্রহ ছিল না কখনো। বাস্তব জীবনের চেয়ে বইপত্রের সাথে সম্পর্ক ছিল বেশি। তাই বিবাহ বিষয়ে ধারণা ছিল সিন্ডারেলা মার্কা গল্পে যা লেখা থাকে তেমন। কোনো প্রকারে একবার বিয়ে হয়ে গেলেই 'happily ever after'. আমাদের অধিকাংশ মেয়েদের মধ্যেই এই ধরণের ভুল ধারণা কাজ করে। কারণ রূপকথার বইগুলো আমাদের কোনোভাবেই জীবনের বাস্তবতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে না। তাই বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুষড়ে পড়েছিলাম আমি, 'এমনটা তো হওয়ার কথা না!'

তখন আমার ফিলসফার বান্ধবী শিমু আমাকে খুব ভালো একটা ব্যাখ্যা দিল। সে বলল, 'ইসলামে বিয়ের বিধানের ওপর এত গুরুত্ব দেওয়ার একটা অন্যতম কারণ হল চরিত্র সংরক্ষণ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আমাদের সমাজে আমরা ইসলামের বিধানের চেয়েও আঞ্চলিকভাবে যা চলে এসেছে তাকে বেশি গুরুত্ব দেই, মানুষ কি বলবে তা ভেবে বেশি চিন্তিত হই। তাই দেখা যায়, লোকে কি বলবে ভেবে অনেকে বছরের পর বছর এমন একজনের সাথে আপাতদৃষ্টিতে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখে যেখানে একজনের সাথে আরেকজনের আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকে না। দুজন মানুষ একই বাড়িতে থাকে, একসাথে খায়, ঘুরে। কিন্তু একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না। কেউ কেউ সন্তানদের কথা ভেবে নিজেকে বঞ্চিত করে, চালিয়ে যায় সুখে

www.islaminonesite.com

থাকার নাটক। যারা অতটা দৃঢ় মানসিকতাসম্পন্ন নয়, তারা ডুবে যায় ব্যাভিচার বা অনৈতিক কার্যকলাপের আবর্তে। সেক্ষেত্রে তো বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হচ্ছে! তার চেয়ে কি এটা ভালো নয় যে তারা যেভাবে নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণ করতে পারবে সেভাবেই সিদ্ধান্ত নেবে? তার মানে এই নয় যে তারা যে বৈবাহিক সম্পর্ক আছে তাকে সহজভাবে নেবে। এর মানে হল তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেখবে এই সম্পর্ক কার্যকর করা যার কিনা আর তারপর ব্যর্থ হলেই কেবল আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে।

'এটা অবশ্যই খুব দুঃখজনক অবস্থা যদি কোনো ব্যক্তি সঠিক মানুষটিকে খুঁজে পান তাঁর বিয়ের পর। এজন্যই হয়তো পর্দার ওপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। কিন্তু একইসাথে বিবাহিত ব্যক্তির জন্য ব্যাভিচারের শাস্তি নির্ধারন করা হয়েছে মৃত্যুদন্ড যেখানে অবিবাহিত ব্যক্তির জন্য শাস্তি অপেক্ষাকৃত কম। যেহেতু অবিবাহিত নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সংযমের অভাবের কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু বিবাহিত নারীপুরুষদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পুরুষদের জন্য একাধিক বিয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে যদিও আল্লাহ বলেছেন এক বিয়েই তাঁর কাছে অধিক পছন্দনীয় এবং একাধিক বিয়ের শর্ত এত কঠিন করে দেওয়া হয়েছে যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই ভয় পাবে। কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য এই যে, যদি এই দুর্ঘটনা ঘটেই যায়, তাহলে ব্যভিচারের পরিবর্তে সঠিক পথটিই যেন মানুষ বেছে নেয়।

'সুতরাং, আমাদের সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ আমাদের এমন সঙ্গী মিলিয়ে দেন যার সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য– ঐ সাত ব্যক্তির একজনের মতো যারা কেয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবে যখন বারটি সূর্য ঠিক মাথার ওপর অবস্থান করবে। আল্লাহ যেন আমাদের জন্য বৈবাহিক জীবন এবং দায়িত্ব সহজ এবং আনন্দময় করে দেন যাতে ইসলামের ওপর অবস্থান এবং চরিত্র সংরক্ষণ করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়'।

শিমুর কথায় আমার যে শুধু এই ব্যাপারে ধারণা স্পষ্ট হল তাই নয়, আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা অনেক ফালতু ব্যাপারে দোয়া করতে করতে অস্থির হয়ে যাই। অথচ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে আল্লাহর সাহায্য চাইতে ভুলে যাই! মজার ব্যাপার হল, আমি যখন আমার ছাত্রীদের বলতাম সঠিক বিয়ের জন্য দোয়া করতে, তারা খুব লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলত, 'এটা কি বললেন ম্যাডাম? এ রকম লজ্জাজনক বিষয়ে কি আল্লাহকে বলা যায়?' অথচ ভুড়িভুড়ি ছেলেমেয়ে দেখেছি যারা বাবা-মাকে লুকিয়ে প্রেম করে আর সেই প্রেমে সাফল্য আসার জন্য আল্লাহকে ডাকতে ডাকতে মহাবিশ্ব ফেঁড়ে ফেলার জোগাড়!

তাদের একজনকে বলেছিলাম, 'তুমি আল্লাহকে বল যেটা তোমার জন্য ভালো হবে, আল্লাহ যেন সেটাই তোমাকে দেন। তুমি নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়োনা তুমি কি চাও। কারণ আমরা কেউ জানি না আমরা যা চাই তাতে ভালো আছে না মন্দ'। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। শেষমেশ বহুবছর পর, বহু নিশিথ রজনী অশ্রুব্যাকুল হয়ে দোয়া করার

www.islaminonesite.com

পর আচমকা কিভাবে যেন সব বাঁধা পরিষ্কার হয়ে গেল! তার বিয়ে হয়ে গেল নিজের পছন্দমতো। সে এখনো প্রতিরাতে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে, 'আমি না হয় ভুল করে তাই চেয়েছি যা আমার জন্য ভালো নয়, কিন্তু তুমি কেন আমায় তা দিলে আল্লাহ?' আপনারাই বলুন, আল্লাহ বেচারা কি করবেন?!

আরেকবার এক ভাইয়ের বৌ মারা গেলেন হঠাৎ করে। বাচ্চাদের নিয়ে বেচারা হিমশিম খাচ্ছেন। ভাইয়ের বয়স খুব বেশি না। আমরা বললাম, কত বিধবা মেয়ে আছে যাদের কোনো অভিভাবক নেই, তাদের একজনকে যদি উনি বিয়ে করেন তাহলে দুজনেরই উপকার হতে পারে। স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে অন্যজনের সব প্রয়োজন বা চাহিদা তো আর অদৃশ্য হয়ে যায় না! সংসার চালাতে হবে, সন্তানদের দেখাশোনা করতে হবে, কোনটা বাদ দেয়ার মতো? একজনের জীবনাবসান হয়েছে বলে তো আরেকজন জীবিত মানুষের জীবনের ইতি টেনে দেওয়া যায় না। এর মানে এই নয় যে তাদের সম্পর্কে কোনো ঘাটতি ছিল। বরং কেউ যদি কারো ব্যাপারে সত্যিই শুভাকাঙ্ক্ষী হয় তাহলে সে চাইবে সে মারা গেলে যেন তার সঙ্গী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হয়ে সুখী হয়। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা অনেক সময় ইসলামের তোয়াক্কা না করে চলতি প্রথা অনুসারে চিন্তা করেন। বিধবা বা মৃতদার বিয়ে করবেন এটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। আমার এক বন্ধু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'তারা (আত্মীয়স্বজনরা) বরং এটাই ভালো মনে করে যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী মারা গেছেন তারা অবৈধ কিছু করুক, ওটা হয়তো লোকে দেখতে পাবে না। কিন্তু বৈধ উপায়ে বিয়ে করলে যে লোকে ছি ছি করবে সেটা তারা কিছুতেই সহ্য করতে রাজী না'।

আমাদের সমাজে হয়তো অভাব, হয়তো লোভ থেকে এখন আরেকটা প্রথা প্রচলিত হয়েছে। বিয়ে করে বৌ রেখে বছরের পর বছর বিদেশ থাকা। কেউ টাকার জন্য, কেউ সিটিজেনশিপের জন্য, কেউ একটা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য, কেউ পরিবারের প্রয়োজনে। আবার অনেকে বাড়িতে বৌ রেখে শহরে পড়ে থাকেন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। অথচ আল্লাহ বলেছেন, স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের পরিচ্ছদস্বরূপ। পোশাক যেভাবে আমাদের শীতগ্রীষ্ম, রোদবৃষ্টি, পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে; আমাদের সৌন্দর্য বর্ধিত করে, অসৌন্দর্য ঢেকে রাখে– স্বামী স্ত্রী সেভাবেই একজন আরেকজনকে সাহায্য সহযোগিতা, আলাপ পরামর্শ, সাহস বা সান্ত্বনা দিয়ে পরস্পরকে পরিপূরণ করবে। কিন্তু দুজন যদি বছরের পর বছর পরস্পরকে নাই দেখে, শুধু ফোনে কথা বলে আর আকাশপাতাল কল্পনা করে কি চরিত্র সংরক্ষণ করা যায়? এর ফলশ্রুতিতে আমাদের সমাজে পরকিয়াসহ নানাধরণের বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। মানুষ তাদের প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, আবার এই অবৈধ কার্যকলাপ ঢাকতে গিয়ে আরো বড় পাপের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিদেশেও যে ভাইরা সবসময় নিরাপদ থাকেন, ব্যাপারটা তেমন নয়। বিদেশের মাটিতে মানুষের মন প্রায়ই খারাপ থাকে, তখন প্রলোভন থেকে নিজেকে বিরত রাখা স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকেই পা পিছলে পড়ে যান পঙ্কিলতার পিচ্ছিল পথে। উমার (রা) মুসলিম

www.islaminonesite.com

সৈনিকদের জন্য প্রতি চার মাসে বাড়ি ফিরে আসা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন এই ধরণের সামাজিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য। আমাদের ভাইদের কজন প্রতি চারমাস অন্তর স্ত্রীর সাথে সময় কাটাতে আসেন বা আসতে পারেন? পরিবারের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অনেকেই নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা সাধ আহ্লাদ কোরবানি করে দেন বছরের পর বছর। কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজন মনে করেন, বিদেশে তো টাকা আকাশে বাতাসে ওড়ে, তার কাছে নিশ্চয়ই আরো টাকা আছে কিন্তু সে আমাদের দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসা কঠিন বৈকি! আর দেশে যারা দূরে থেকে কাজ করেন তাদের স্ত্রীদের অনেক সময় বাবা-মা আসতে দেন না, হয়তো এই মনে করে যে তাহলে ছেলে আর বাড়িতে টাকা পাঠাবে না! তাই দেশে থেকেও তারা চরিত্র সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত!

পারিবারিক বা সামাজিক প্রয়োজনে আজকাল আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক মহিলা সংসারের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও কাজ করছেন। কিন্তু আমাদের সামাজিক কাঠামো এখনো তাদের এই উভয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। কাজের লোকের সাহায্য ছাড়া সংসার চালানোর মতো গৃহ, রান্না-ঘর, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, পানির ব্যবস্থা, পারিবারিক কাঠামো, বাচ্চাদের জন্য সুব্যাবস্থা এখনো সুদূরপরাহত। অনেক মহিলারাই কাজ করেন পুরুষপরিবেষ্টিত পরিমন্ডলে যেখানে নারী বলেই তাদের প্রতি সৎমাসুলভ আচরণ করা হয়। অনেকেই সারাদিন এ ধরণের কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে একটু শান্তির আশায় ঘরে ফেরেন। কিন্তু অধিকাংশ মহিলা যৌথ পরিবারে থাকেন বিধায় ঘরে ফিরেও পারিবারিক দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি মিলে না। শাশুড়িকেন্দ্রিক পরিবারে শাশুড়ি বিবেকবতী না হলে মহিলাদের ২৪ ঘণ্টাই কাটে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে। তদুপরি স্বামীও যদি তাদের সময় বা সাহচর্য না দেন, যেটা যৌথ পরিবারে অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে ওঠে না, তখন তাদের দিক হারানোর আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। এটা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই নয়, যে পুরুষ সারাদিন চাকরি করে বাড়ি ফিরে দেখেন বৌ শ্বশুর শাশুড়ির সেবায় নিয়োজিত সম্পূর্ণ সময়, তাঁর সাথে দু'দন্ড বসে কথা বলার সময় নেই স্ত্রীর, তিনিও একইভাবে পথ হারাতে পারেন।

একবার এক ছাত্রী কথাপ্রসঙ্গে বলছিল, 'ম্যাডাম, আমি ইউনিভার্সিটি আসি বলে প্রতিদিন সকালে বাসার সবার জন্য নাস্তা বানাতে পারি না। তাই শাশুড়ি আমাকে নাস্তা খেতে দেননা। আমি এখন পাঁচমাসের প্রেগ্ন্যান্ট। প্রতিদিন খালিপেটে ক্লাসে এসে বমি করি। বাসার গিয়ে রান্না করতে পারলে খাবার জোটে নতুবা নয়। আমার শাশুড়ির যদি ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান থাকত তাহলে কি উনি এরকম করতে পারতেন?' সে যে বর্ণনা দিল তাতে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে শুরু করল। যে মহিলা তার হবু নাতি বা নাতনির মায়ের সাথে এমন আচরণ করছেন, তিনি কি ভাবছেন তিনি এই মেয়েটাকে প্রতিদিন কি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন? নূন্যতম মানবতাবঞ্চিত এই মেয়েটা যদি কারো কাছ থেকে ন্যূনতম মানবিক ব্যবহার পায়, তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে বা তার সাথে পালায়, তাকে কি খুব দোষ দেওয়া যাবে? কি নিশ্চয়তা আছে যে

www.islaminonesite.com

এরকম মানসিক তোলপাড়ের মধ্যে সে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে? তার স্বামী কি ধরেই নিয়েছেন যে এক টুকরা কাগজে দুজনে সই করেছে বলে তিনি এবং তাঁর পরিবারের সবাই এই মেয়েটাই সাথে এমন অমানবিক আচরণ করতে পারবেন অথচ সে তাদের প্রতি অনুরক্ত থাকতে বাধ্য?!

এক বন্ধুকে একবার বলেছিলাম, 'ভাই আপনি এত ভালো মানুষ, এত গুরুত্বপূর্ণ একটা পজিশনে চাকরি করেন, অথচ একটা মেয়েকে নিয়ে আপনাকে ঘুরতে দেখেছে অনেকেই। আপনি তাকে বিয়ে করুন বা বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কিন্তু আপনি যা করছেন তা আপনিও জানেন অন্যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা আপনার মতো একজন অসাধারণ মানুষ যখন এই কাজটা করছেন তখন অন্যদের আমরা আর কিছু বলতে পারছি না যাদের বলা প্রয়োজন'। উনি কিছুক্ষণ কিভাবে বুঝিয়ে বলবেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের বাড়িতে সব ভাইবোন পালিয়ে বিয়ে করেছে। কারণ আমাদের বাবা-মা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং তারা নানাধরনের বাহানা দিয়ে আমাদের সময়মতো বিয়ের ব্যবস্থা করেন না। আমি একটু আধটু ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। তাতে লাভ হয়েছে এই যে আমি পালাইনি, বাবা-মায়ের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছি, বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি, বোনদের বিয়ে দিয়েছি, টাকা-পয়সা দিচ্ছি প্রতিমাসে। কিন্তু তারা আমাকে বিয়ে করতে দিতে রাজি নন। যদি বিয়ের পর এভাবে ওদের জন্য খরচ করতে না পারি! আমার চল্লিশ হতে খুব একটা দেরি নেই। আর চল্লিশের পর আমার আর বিয়ে করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু বাবা-মাকে কে বোঝাবে? আমি এখন আমার 'ভুলের' মাসুল দিচ্ছি। দুনিয়াতেও গুনাহ কামাচ্ছি, আখেরাতেও এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

'এ তো গেল বাবা-মায়ের কথা। যে মেয়ের আমাকে পছন্দ তাকে বললাম, চল আমরা ছোটখাটো করে বিয়ে করে ফেলি। সে তখন বেঁকে বসল। কমপক্ষে দশভরি গহনা আর বড় অনুষ্ঠান না করলে সে বিয়েই করবে না। আপনি তো গোল্ডের দাম জানেন নিশ্চয়ই। বলেন তো আরো কত বছর চাকরি করলে আমার দশ ভরি গোল্ড কেনার সামর্থ্য হবে?' ওনাকে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য ছিলনা। তাই চুপ করে রইলাম।

ছোটবেলায় এক ভদ্রমহিলার কথা শুনেছিলাম যিনি বোনকে তালাক দিইয়ে বোনের স্বামীকে বিয়ে করেছিলেন। বাংলাদেশে ফেরার পর এক পরিবারের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে। পরে জানতে পারলাম এই সেই পরিবার যার কথা আবুধাবীতে বসে শুনেছিলাম। একদিন ওনার বাবার সাথে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বড় বোন স্বামীকে দিয়ে ছোটবোনের আনা নেওয়া থেকে শুরু করে সব কাজ করাতেন। অথচ হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে শালী-দুলাভাই বা দেবর-ভাবির সম্পর্কগুলো থেকে ততটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে যেভাবে আগুন থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু এক্ষেত্রে পর্দা বজায় রাখা অনেক কঠিন, এখানে সাবধানতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় শ্যালিকা বা দেবরদের সাথে দুলাভাই ভাবিদের আজেবাজে দুষ্টুমি করতে, পাশে বসতে বা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে! এই বিষয়ে

www.islaminonesite.com

কেউ কিছু বললে আমরা খুব রেগে যাই বা অপমানিত বোধ করি। আমরা মনে করি এই বিষয়ে এভাবে ভাবাটা নোংরা মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু এই কথাটা আমাদের মাথায় খেলে না যে আমরা সবাই মানুষ, তাই কেউ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে নই। আপনজনদের নিরাপত্তার জন্য এক্ষেত্রে আমাদের আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরন করাটাই শ্রেয়। কারণ সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন সৃষ্টবস্তুর গুণাগুণ সম্পর্কে।

বিয়ে কেবল একটা মৌখিক সম্মতি, এক টুকরো কাগজ, একটা সামাজিক অনুষ্ঠান– যতক্ষণ না উভয় ব্যক্তি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং এই সম্পর্ককে স্থায়ী করার জন্য বুঝেশুনে অগ্রসর হয়। নাটক সিনেমা দেখে আমাদের একটা ধারণা হয়ে যায় যে, বিয়ে হল সব সমস্যার শেষ আর সুখের শুরু। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও তেমন নয়। ব্যাপারটা এমনও নয় যে দেখতে ভালো হলে, সুন্দর জামাকাপড় গহনা মেকাপ পরে সেজেগুজে থাকলেই বিয়ে সুখের হয়। দু'জন মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা দুই পরিবেশ, দুটো পৃথক পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে এসে 'happily ever after' টিকে যাওয়া এতটা সহজ নয়। এর জন্য দুজনকেই প্রতিদিন প্রতিটি মূহূর্ত চেষ্টা করতে হবে একে অপরকে বোঝার, পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা 'রুচি' পছন্দ জানার এবং তাকে সম্মান করার। পরস্পরের পরিবারকে আপন করে নেওয়ার। দুজনকেই সাহায্য করতে হবে একে অপরকে আলাপ আলোচনা সহযোগিতা করে। সবচেয়ে বড় কথা প্রেম সম্পর্কে নাটক সিনেমার বানোয়াট ধারণা ঝেড়ে ফেলে বুঝতে হবে সবার আগে এটা একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব– যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সম্প্রীতি আর সম্মানের মজবুত ভিত্তির ওপর, যা পাকা চুল আর ঝুলে পড়া চামড়ায় পরিবর্তিত হয়ে যায় না।

www.islaminonesite.com

বিয়ে না হলে নাইবা হল!

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের কাছে বিয়ে মানেই ছিল শামিয়ানা টাঙ্গানো বিয়েবাড়ি, লাল শাড়িপড়া কাঁদো কাঁদো বৌ, লজ্জা লজ্জা চেহারা করে বসে থাকা বর, মজার মজার খাবার আর ছুটাছুটি করার অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু বড় হতে হতে, বড়দের অদ্ভুত আচরণ দেখতে দেখতে, পৃথিবীটা একটু একটু করে বিস্বাদ লাগতে লাগতে এক সময় মনে হল এখানে কোনো কিছুই যেমন দেখতে আসলে তেমন নয়। ছোটবেলায় বিয়েটাকে যেমন সহজ আর সুন্দর একটা জিনিস মনে হত, বড় হয়ে দেখি এটা অনেকের কাছে একটা ভালো ব্যবসা আর তখন বিয়ের ওপর থেকে আস্থাই উঠে গেল। আমার self realization খুব ভালো। তাই আমার জন্য যখন প্রস্তাব আসতে শুরু করল তখন আমি চিন্তা করতে শুরু করলাম ওরা কেন আমার ব্যাপারে আগ্রহী হবে? আমি একজন ছাত্রী মাত্র যার এখনো কোনো যোগ্যতা সৃষ্টি হয়নি। দেখতেও ভালো না, কোনো কাজকর্ম পারি না। তাহলে ওরা কি দেখে আমার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে? আমাকে দেখে নিশ্চয়ই নয়!

সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম বিয়ে করব না। বাবার সাথে আলাপ করলাম। বললাম, 'যে টাকাটা তুমি আরেকটা ছেলেকে দেবে কষ্ট করে আমার সাথে থাকার জন্য, সেটা দিয়ে আমাকে একটা ফ্ল্যাট আর একটা দোকান কিনে দাও। আরেকজনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আমি নিজেই এই দিয়ে চলতে পারব'।

যখন সেই আমিই একটা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম তখন সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। পরে কারণটা সবাই বুঝতে পারল যখন দেখা গেল সেই ভদ্রলোক শুধু এই বলেই ক্ষান্ত দেননি যে 'আমি কিছু চাই না'। অনেক ছেলেই বলে, 'আমি কিছুই চাই না, দোয়াই কাম্য'। যারা কিছু চায় তাদের চাহিদা তো পূরণ করা যায়, কিন্তু যারা কিছু চায় না তারা দেখা যায় যাই দেওয়া হয় নিতে থাকে। কখনো বলে না যে, 'ব্যাস, এতেই চলবে'। কিন্তু উনি না নিয়ে প্রমাণ করলেন যে উনি আসলেই কিছু চান না।

আর তাই আমার পরিচিতাদের দেখে আমার খুব কষ্ট লাগে যখন দেখি তারা বিয়ের ব্যাপারে এত অন্ধভাবে এগিয়ে যায় যে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছাড়া আর কিছুই তাদের নজরে আসে না।

আমাদের এক বান্ধবী, অসম্ভব সুন্দরী, বহু প্রস্তাব বেছেবেছে পরে এক ইউনিভার্সিটির

www.islaminonesite.com

লেকচারারের প্রস্তাব ওর পছন্দ হল। আমরা সবাই ওর জন্য উৎফুল্ল। কিন্তু কদিন পর শুনলাম ওর বাবা ওনার একমাত্র প্রপার্টিটা বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। আমরা সবাই ওকে বললাম, 'তুমি তো ছেলের সাথে কথা বল, কথায় কথায় একদিন তাকে বল কিভাবে তোমার বাবা তোমাকে বিয়ে দিচ্ছেন। ওনার প্রপার্টিতে তো তোমার ভাইদেরও হক আছে। তুমি কেন নিজের স্বার্থে তাদের বঞ্চিত করবে? তুমি তাকে বোঝাও যে তুমি একজন চাকরিজীবী মেয়ে। নিজেই ভালো ইনকাম কর। উনি একজন শিক্ষিত লোক, ভালো চাকরি করেন। তোমার বাবার ব্যাপারে কন্সিডার করলে আল্লাহ তোমাদের বরকত দেবেন।' সে ভীষণ গাল ফুলিয়ে অভিমান করে বলল, 'আমি এখন কিছুই বলব না, বিয়ের পর আমি সব বলব'। আমরা সবাই হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। বিয়ের পর বললে কি লাভ হবে? ওর বাবার প্রপার্টি কি ফেরত আসবে না ওরা যা যা নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেবে?!

আরেক বান্ধবীর বিয়ে হয়েছিলো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে। সে একদিন অহংকার করে বোঝাচ্ছিল ওর বিয়ের সময় ওর বাবা-মা কিছুই দেয়নি। কিন্তু যখন কয়েক বছর পর ও শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন ওঁরা ওর বাসার ফার্নিচার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু দিয়েছেন। আমি আমার স্বল্পমস্তিষ্কে বুঝতে পারলাম না এর মাধ্যমে ওর বাবা-মা কি বোঝালেন? ওঁরা কি বোঝালেন যে শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ায় ওঁরা কতখানি খুশি হয়েছেন? নাকি চাকরীজীবী মেয়ে আর জামাইকে তেলা মাথায় তেল দিয়ে ওঁরা প্রমাণ করলেন ওঁদের কত টাকা আছে?

আমার এক ভাই আমাকে এক বিয়ের কাহিনী শুনিয়েছিল। অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এক বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়ে সে দেখল বরপক্ষ আর কনে পক্ষের মধ্যে তুমুল বিতর্ক চলছে। ঘটনা কি? বিতর্কের বিষয় হল কতটুকু নগদ দেওয়া হবে আর কতটুকু পরে দিলেও বরপক্ষ কন্সিডার করবে। বর নিজেও রয়েছে তার্কিকদের মধ্যে। কনে অশ্রুসিক্ত নয়নে চেয়ে আছে তার বাবার লাঞ্ছনা আর গ্লানির দৃশ্যের প্রতি। অনেকক্ষণ পর ঠিক হল যেভাবেই হোক অর্ধেক টাকা দেওয়া হলে বিয়ে হবে নতুবা নয়। বাবা ভাবছেন কি করে এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই উনি টাকা সংগ্রহ করবেন। বর গিয়ে কনেকে বলল, 'আমি দয়া করে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হলাম'। সবাই স্তম্ভিত হয়ে শুনল, কনে বলল, 'আমি রাজি হলাম না'। মেয়ের বাবাসহ সবাই কনেকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এই বিয়ে ভেঙে গেলে হয়তো মেয়ের বদনাম হয়ে যাবে, আর কখনো বিয়ে হবে না। কিন্তু মেয়ে বলল, 'বিয়ে না হলে নাইবা হল। বিয়ে হতেই হবে বলে তো কোনো কথা নেই। ওঁরা বিয়ের আসরেই এরকম আচরণ করছেন, বিয়ের পর কেমন আচরণ করবেন?' বরপক্ষের লোকজন হম্বিতম্বি করে চলে গেল কিন্তু মেয়ে কিছুতেই রাজি হল না। মেয়ের বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, কনেপক্ষের লোকজন বিমর্ষ। এমনসময় আমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছেলে এসে বলল, 'আমার খুব একটা টাকাপয়সা নেই, কিন্তু লেখাপড়া জানি, একটা ছোটখাট চাকরি আছে। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি বিনা যৌতুকে ওকে বিয়ে করতে চাই'। বিয়ে হয়ে গেল! আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাসের কথা বলি কিন্তু কার্যত এতটুকু বিশ্বাসের পরিচয় আমরা

www.islaminonesite.com

অনেকেই দিতে পারি না। পারলে হয়তো আমাদের জীবনগুলো অন্যরকম হত।

আমাদের বিয়ের পর আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব অনুপ্রাণিত হয়ে যৌতুকবিহীন বিয়ে করলেন। তাদের মধ্যে এক ভাইয়ের কাহিনী খুব মজার। উনি গোঁড়া থেকে বলে আসছেন উনি ওনার শ্বশুরকে বলেছেন উনি যৌতুক নেবেন না। আর ওনার বন্ধু আমাদের বলে চলেছেন, 'আপনারা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না'। বিয়ের দিন গিয়ে দেখি ওনার শ্বশুর ওনার চাহিদার তালিকায় অতিষ্ঠ হয়ে সব দিয়েছেন। কমিউনিটি সেন্টারে পুরুষ আর মহিলাদের খাবারের জায়গার ঠিক মধ্যখানে বিশাল জায়গা জুড়ে গাড়ি থেকে শুরু করে ছুরি বটি পর্যন্ত যা যা দিয়েছেন সব সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন যেন সবাই বুঝতে পারে ছেলে কিরকম যৌতুকবিহীন বিবাহ করছে! বর লজ্জায় মাথাই তুলতে পারলনা সম্পূর্ণ বিয়েতে!

ছেলেমেয়েদের বিয়েতে বাবামা খুশি হয়ে কিছু দিলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েরাই আশু আনন্দের ঝোঁকে ভুলে যায় তাদের বাবা-মায়ের সামর্থ্যের কথা, তাদের খুশির কথা ভেবে মুখ বুজে অনেক দুঃখ কষ্ট চেপে যাওয়ার কথা। সারাজীবন পেলেপুষে, লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করার পর এই কি হওয়া উচিত তাদের ভালোবাসার প্রতিদান? মানলাম অনেকের বাবা-মা সামর্থ্যবান। কিন্তু তারা তাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে যা করতে পারছেন তা অনেকেই তাদের সন্তানদের জন্য করতে পারেন না। তখন তা পরিবারের অবুঝ সদস্যদের জন্য মর্মবেদনা আর অসহায় দায়িত্বশীলদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তার চেয়েও যারা দরিদ্র তারা যৌতুকের জন্য হয় মেয়ে বিয়ে দিতে পারেন না, নয় যৌতুকের ওয়াদা পূরণ করতে গিয়ে ধারকর্জ করে দেউলিয়া হন, নতুবা তাদের মেয়েরা কষ্ট পেতে থাকে এই ওয়াদা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আর কপাল খারাপ হলে ঘরে আসে মেয়ের লাশ অথবা তার আত্মহত্যার খবর। ভালো করে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এর দায়ভার আমাদের। আমরা আমাদের অর্থসম্পদের জৌলুস দেখাতে গিয়ে অনেক অনেক মানুষকে হতাশা, গ্লানি এমনকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের শুধু ভালোবেসেই কিছু দেই, তাহলে লোকের জানার দরকার কি আমরা কি দিচ্ছি বা আদৌ দিচ্ছি কিনা? আর সব ভালোবাসা বিয়ের দিনই দিয়ে দিতে হবে বলে কি কোনো কথা আছে? তার শ্বশুরবাড়ির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তার সুবিধা অসুবিধা দেখা, তার যেকোনো প্রয়োজনে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এভাবে কি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো যায় না?

এর উল্টোটাও আমাদের সমাজে খুব কমন। ইসলামে তো যৌতুকপ্রথা নেইই, তবুও এর কথা সব বিয়েতেই একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মোহরানা নির্ধারণ করার সময়ও ছেলের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঠিক করা হয় না। ফলে কার্যত খুব কম মেয়েই তাদের মোহরানা বুঝে পায়। অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন, অল্প মোহরানার বিয়েই অধিক বরকতপূর্ণ! মোহরানা যথা সম্ভব দ্রুত আদায় করার মধ্যেই মেয়ের সম্মান।

আমাদের এক ভাইয়ের কাহিনী শুনে খুব মজা পেয়েছিলাম। শুনলাম বিয়ের আসরে

www.islaminonesite.com

বসে পকেট থেকে ৫০ হাজার টাকা বের করে তিনি বললেন, 'আমি এতটুকুই মোহরানা দিতে পারব, এখন আপনারা মেয়ে দিতে রাজি থাকলে দেন, নইলে আমি চলি'। কনেপক্ষ আর কি বলবে? একসাথে মোহরানা আদায়ে ওনার বিয়ে হয়ে গেল! কেউ কেউ মনে করেন এটা একপ্রকার ব্যাকমেইল, কিন্তু তারা এটা ভাবছেন না যে প্রায় মহিলাই শুধু মোহরানার প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই পান না!

আমার এক বান্ধবীর বাসায় গিয়ে আমার খুব ভালো লাগত। প্রথম যেদিন ওনার বাসায় গেলাম, উনি বললেন, 'আমার বাসায় কোন দুটা জিনিস একরকম দেখবেন না। আমরা বিয়ের পর একটা পাটি কিনে জীবন শুরু করেছিলাম। তারপর যখন যেভাবে প্রয়োজন হয়েছে, সামর্থ্যমতো কিনেছি। আজ আমরা দুজনেই অনেক ভালো চাকরি করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এখন যা ইচ্ছা তাই কেনার সামর্থ্য আছে। কিন্তু আমার ঘরের প্রতিটি জিনিসের সাথে অর্জনের যে সুখ আর মর্যাদা জড়িয়ে আছে তার সাথে কি কোনো কিছুর তুলনা হয়?' ওনার ঘরে ঢুকলেই যে শান্তির পরশ পাওয়া যায় সেটা আরো অতুলনীয়।

আমাদের বিয়েতে কোনো গান বাজনা লাইটিং হয়নি, আমরা চাইনি। কারণ এসব দিয়ে আমাদের বৈবাহিক জীবনে সুখ নিশ্চিত করা যাবে না। কিন্তু ঐ টাকাটা দিয়ে একটা গরীব মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়। আর তার বরকতের ছোঁয়া আমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।

জীবনে অনেক সময় অল্প ছাড় দিলে আরো অনেক ভালো কিছু পাওয়া যায়। প্রতিদিন দুজনে মিলে তিল তিল করে একটা সংসার গড়ে তোলার, সমস্ত সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার যে আনন্দ, দুজনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার যে সুযোগ, রেডিমেড সংসারে তার স্থান কোথায়? যে বিয়ে পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ আর দায়িত্বের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর যে বিয়ে লোভ আর ভীতির ওপর স্থাপিত, দুটোর মধ্যে কি কোনো তুলনা হয়?

আমাদের বাবা-মা তখনই সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ পাবেন যখন আমরা তাদের সাহস দেব ধৈর্য্য আর স্থিরতার সাথে, 'বিয়ে না হলে নাইবা হল, বিয়ে হতেই হবে বলে তো কোনো কথা নেই।' আর বিয়ে হলে যেন সম্মানের সাথে হয়। এতটুকু আত্মসম্মান কি আমরা অর্জন করতে পারি না?

www.islaminonesite.com

অনেক কিছুই আসে যায়

লেকচারার হওয়ার একটা বিশেষ সমস্যা হল অনেক সময় নিজের অজান্তেই লেকচার দেওয়া হয়ে যায়। এই যেমন আমি আইআইইউসি'র বেতনের জন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতে গেলাম। তখন আমার বিয়ে হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করছি। হাফিজ সাহেবের মতো লোকের সাথে বিয়ে হওয়ায় একটা বিশেষ সমস্যা হল ওনার এত বেশি বন্ধু-পরিচিত যে কোথাও গিয়ে একটু প্রাইভেসী পাওয়া যায় না। আমরা দুজনেই এত ব্যস্ত থাকতাম যে দুজনের দেখাসাক্ষাতই হত না। বাসায় যেটুকু সময় থাকতাম সেটাও থাকত ওনার বন্ধুদের টেলিফোনের দখলে। ব্যাংকে এসেও দেখি যে ভদ্রলোক আমার অ্যাকাউন্টের কাজ করছেন তিনি হাফিজ সাহেবকে চেনেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ ফর্ম ফিলাপ করতে লাগলাম। কথায় কথায় ব্যাংকার ভাই বললেন, 'ভাবী তো দেখছি নাম চেঞ্জ করেননি!' আর পায় কে? কলম রেখে বক্তৃতা শুরু করলাম, 'ভাই, আপনি এ কথা বলবেন তা আশা করিনি। আমার বাপ আমাকে জন্ম দিল, পেলেপুষে বড় করল, লেখাপড়া শেখাল, বিয়ে দিল আর আমি আজকে একটা স্বামী পেয়ে বাপের নাম বাদ দিয়ে দেব?! পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো স্বামী কে ছিল বলেন তো? রাসুল (সা.), তাইনা? অথচ আয়শা (রা)'র নাম তো মিসেস আয়শা মুহাম্মাদ ছিল না! তাঁর নাম বিয়ের আগে পরে আয়শা বিন্ত আবু বকরই ছিল। নাম পরিবর্তন করে ফেলা আমাদের সংস্কৃতি না। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। স্বামীর সাথে সম্পর্ক তিনটা শব্দ উচ্চারণ করলে পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু বাপের সাথে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয়না'। উনি ভড়কে গিয়ে, 'ঠিক, ঠিক' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি আমার অ্যাকাউন্ট করিয়ে দিলেন।

আমার মেয়ের জন্মের পর আমি ঠিক উল্টো সমস্যায় পড়লাম। মেয়ে হবার আগে কোরআন থেকে সুন্দর সুন্দর শব্দগুলো বেছে বেছে দশটা ছেলের আর দশটা মেয়ের নাম ঠিক করলাম। মেয়ের নাম নির্বাচন করা হল ঐ তালিকা থেকেই। কিন্তু শেষের নাম কি হবে তা নিয়ে বিশাল গোলযোগ বেঁধে গেল। ওদের পরিবারে ট্রেডিশনালি ছেলেদের নামের সাথে পারিবারিক টাইটেল যোগ করা হয়। কিন্তু মেয়েদের নামের সাথে 'সুলতানা' লাগিয়ে দিয়েই কর্মসম্পাদন করা হয়। আমি হাফিজ সাহেবকে বললাম, 'আজকে যদি আমার ছেলে হত তাহলে তার নাম হত অমুক রহমান, কিন্তু আমার মেয়েকে যদি রাদিয়া সুলতানা ডাকা হয় তাহলে তার পরিচয় কি? সে কার মেয়ে, কোন পরিবারের মেয়ে? সুলতানা মানে রাজকন্যা– খুব ভালো কথা। কিন্তু এটা

www.islaminonesite.com

একটা মেয়ের প্রথম নাম হতে পারে, শেষ নাম হিসেবে এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। ফাতিমা (রা)'র নাম কি ফাতিমা খাতুন বা বেগম বা সুলতানা ছিল? তাঁর নাম ছিল ফাতিমা বিন্ত মুহাম্মাদ। তাঁর পিতৃপরিচয় ছিল তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহলে আমার মেয়ে কেন তার হক থেকে বঞ্চিত হবে?' শেষ পর্যন্ত অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর আমার সন্তান তার অধিকার পেল।

আমাদের এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের সময় সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা ছিল আমাদের এক বান্ধবীর নামের এন্ট্রি। ওর বাবা লিখে দিয়েছেন ওর নাম 'স্বর্না', শুধুই স্বর্না! প্রিন্সিপাল স্যার পর্যন্ত আংকেলকে ফোন করে বললেন ওকে একটা 'লাস্ট নেম' দেওয়ার জন্য। কিন্তু উনি শুধু বললেন, 'ওর কিছুদিন পর 'লাস্ট নেম' হয়ে যাবে, এখন শুধু স্বর্নাই যথেষ্ট'! বেচারীর এই নামে বোঝার কি কোনো উপায় আছে ও কার মেয়ে, কোন পরিবারের মেয়ে, মুসলিম না হিন্দু? এটা তো শুধু একটা ঘটনা। এরকম যে আরো কত দেখেছি! সেদিক থেকে চিন্তা করলে আমি খুব ভাগ্যবতী ছিলাম।

আমরা প্রায়ই ছেলেদের নাম রাখার সময় অনেক চিন্তাভাবনা করে সুন্দর নাম রাখার চেষ্টা করি। তার নামের সাথে কি করে পরিবারের বা অন্তত বাপের নামের যোগসূত্র স্থাপন করা যায় তা নিয়ে ভাবিত হই। অথচ মেয়েদের নাম রাখার সময় প্রায়ই তাতে ইসলামের ছোঁয়া থাকে না। নামের শেষেও কোনো রকমে একটা কিছু দিয়ে দেওয়া হয়। ধরে নেওয়া হয় বিয়ের পর তো তার নাম পরিবর্তন হয়েই যাবে। তাকে কোনো এক সময় অন্য পরিবারে স্থানান্তর করা হবে ভেবে প্রথম থেকেই তাকে পরিবারের নাম থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়। অথচ সে যাকেই বিয়ে করুক না কেন আল্লাহ তাকে আমার ঘরেই পাঠিয়েছেন। তার প্রতি আমি ন্যায় আচরণ করলাম কিনা তার ওপর আমার বেহেশত দোযখ নির্ভর করছে। একটা মেয়ের আগমনের সাথে সাথে তাকে পর করে না দিয়ে যদি সে কোনো দিন চলে যাবে ভেবে তাকে আমরা আরেকটু বেশি আদর করতাম তাহলে কি আমাদের খুব ক্ষতি হত? সামান্য একটা নাম, তাতে আমার উভয়প্রকার সন্তানের সমাধিকার নিশ্চিত করাটা কি খুব কঠিন কোনো কাজ? আমাদের এই মানসিকতার পরিবর্তন হোক। আমরা যেন এই ব্যাপারে আরো সচেতন হই।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ১

বরযাত্রীদের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে আছে সায়মা। তাদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ রাস্তা থেকে ওদের উঠোনে প্রবেশপথের দু'ধারে অনেক বড় বড় গাছ। গাছগুলো বাড়িগুলোকে যেমন রাস্তা থেকে আড়াল করে রাখে, তেমনি রাস্তাটিকেও বাড়ি থেকে অদৃশ্য করে রাখে। এই উঠোনের চারপাশ ঘিরে ওদের বাপ-চাচাদের পাঁচ ভাইয়ের বসবাস ওর দাদার ভিটেয়। পাঁচ ভাই প্রচন্ড মেজাজি হলেও তাদের মধ্যকার প্রবল ভালোবাসার টান ওদের এই উঠোনটাকে ঘিরে তৈরি করেছে এক স্বর্গীয় সুখের পরিবেশ। মা-চাচিদের মধ্যেও কোনোদিন এই সদ্ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। আগে দাদি এই সুসম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বড় চাচিই যেন পুরো পরিবারটাকে হাতের মুঠোয় একত্রিত করে ধরে রেখেছেন। অথচ উনি ভীষণ হাসি খুশি হালকা মেজাজের মানুষ। মায়ের কাছে সায়মা যে প্রশ্রয় পায় না তা সে পায় বড় চাচির কাছে। বংশের বড় মেয়ে হওয়ায় পরিবারের সবার অনেকখানি আদরস্নেহ মায়া মমতা সে পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে।

এক্ষেত্রে ওর একমাত্র প্রতিযোগী বড় চাচির বড়ছেলে রিদওয়ান। ওকে কে যে বলেছে সায়মার আগে জন্মাতে! তবে স্বার্থ বাদ দিয়ে দেখলে বলতে হয় রিদওয়ান যে আদর পায় তা সে নিজগুণেই পায়। সে মোটেই বাপচাচাদের মতো বদ মেজাজি হয়নি বরং চাচির মতো হাসি খুশি আর দায়িত্বশীল হবার কারণে শুধু মুরুব্বিরাই নয় ওরা ভাই-বোনেরাও ওর ওপর নির্ভর করে ভীষণভাবে। সে সবসময় ভাবে ওর বর যেন রিদওয়ানের মতোই দায়িত্বশীল ভালো মানুষ হয়। কিন্তু বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই ওর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। এই বাড়ির আঙিনা পেরিয়ে বাইরের যে পৃথিবী তাতে এত মায়া আর ভালোবাসা কোথায়? এই পরিচিত অঙ্গনের বাইরে তাকে এত আহ্লাদ আদর দেবে কে? তারপর সে হঠাৎ বাস্তবে ফিরে আসে। হাহ! বাপ-চাচা যেখানে বলবে সেখানে চোখমুখ বন্ধ করে বসে পড়ব বাবাজি! নিজে পছন্দ করতে গিয়ে কোনো কাক বা পেঁচা ধরে নিয়ে আসি! এসব বাজে চিন্তায় মিছে সময় নষ্ট করার সময় নেই। বড় চাচি তাকে বিশ্বাস করে অনেক বড় দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। রিদওয়ানের বিয়ে উপলক্ষে বাড়ির সব পুরুষ আর কিছু মহিলা নোয়াখালী গেল। ওরা ফিরে আসবে আজ সন্ধ্যায় বা রাতেই। বড় চাচি তাঁর মেয়ে নাজিয়াকে রেখে গেছেন সায়মাকে পুরো ঘর, উঠোন সাজিয়ে বধূবরণের ব্যবস্থা করার জন্য সাহায্য করতে। সাথে আরো কিছু পিচ্চিপাচা আর সদ্য মা হওয়া ছোট চাচি। সব করতে করতে সন্ধ্যা হয়েই যাবে।

www.islaminonesite.com

সুতরাং সায়মা আর সময় নষ্ট না করে নাজিয়াকে নিয়ে কাজে লেগে গেল।

হবু ভাবীর জন্য রুম সাজাতে সাজাতে সায়মা নাজিয়াকে বলল, 'জানিস, ভাবীকে আমি দেখিওনি কিন্তু ওর জন্য আমার কি যে খারাপ লাগছে!'

নাজিয়া বলল, 'কেন আপু? আমার ভাইয়া কি এত খারাপ যে ভাবীকে কষ্ট দেবে?'

সায়মা হেসে ফেলল, 'ধ্যাৎ, আমি কি তাই বলেছি নাকি? বন্ধুকে বিয়ে করলে যেকোনো মেয়েই সুখী হবে। কিন্তু চিন্তা কর মেয়েটা ওর বাবা-মা ভাই-বোন সবাইকে ফেলে আমাদের বাড়িতে চলে আসবে অথচ সে আমাদের কাউকে চেনে না জানে না।'

ছোটবেলায় সব বাচ্চারা যেমন করে থাকে, সায়মা রিদওয়ানকে নাম ধরে ডাকত, ভাইয়া ডাকতে বললে কিছুতেই রাজি হত না। তাই দাদু বুদ্ধি করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওকে 'বন্ধু' ডাকতে। এই স্বভাবটা ওর আর গেল না।

নাজিয়া বলল, 'আপু, তুমি খুব ভালো ননদ হবে'।

সায়মা অবাক হয়ে বলল, 'কেন রে? কিসে তোর এই ধারণা হল?'

নাজিয়া মিষ্টি হেসে বলল, 'সবাই অন্যের মেয়ের কথা ভাবে না, কিন্তু তুমি নতুন ভাবীর কাছে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা না ভেবে ওর কষ্টের কথা ভাবছ। তুমি আমাদের সবার কথা ভাব, তাই বললাম'।

'বড় ভাই-বোনরা সবসময় ছোটদের কথা ভাবে, ভাবতে হয়– বন্ধু তো আমার চেয়েও বেশি করে তোদের সবার জন্য!'

নাজিয়া মাথা দোলালো। তারপর সেজচাচার মেয়ে নাবিলাকে নিয়ে বারান্দা সাজাতে চলে গেল।

পুরো বাড়ি সাজানো শেষ। মাগরিবের নামাজ পড়ে সায়মার মনে হল হাত-পা আর চলে না। কিন্তু কবে আবার নতুন ভাবী চলে আসে এই টেনশনে সে বিশ্রামও নিতে পারছেনা।

নাজিয়া বলল, 'আপু, বরযাত্রীরা কনেসহ ফিরে এলে তুমি আবার কাজে ব্যাস্ত হয়ে পড়বে। এখন বাড়ি ঠান্ডা, তুমি আমার রুমে গিয়ে ঘুমাও। ওরা এলে আমি তোমাকে ডেকে দেব'।

বুদ্ধিটা সায়মার খুব পছন্দ হল।

ঘুমের মধ্যে হঠাৎ অনেক শব্দ শুনে সায়মা ধরমর করে উঠে বসল কিন্তু ওর মাথা থেকে ঘুমটা কিছুতেই যেন তাড়াতে পারছে না। ঢুলু ঢুলু চোখে দেখে মা-চাচিরা সব এই রুমে– ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সবাই চলে এসেছে অথচ নাজিয়া ওকে ডাকেনি, কি রকম দায়িত্বহীন মনে করবে ওকে সবাই! সে উঠে

www.islaminonesite.com

দাঁড়াতে গিয়ে পড়েই যাচ্ছিল, সারা দিনের খাটুনির পর সম্ভবত যতটুকু ঘুমিয়েছে তা যথেষ্ট হয়নি, শরীর কিছুতেই আড়মোড়া ভাঙতে রাজি নয়। এর মধ্যেই হঠাৎ ওর মা একখানা সোনালী শাড়ি এনে বলল, 'ধর, তাড়াতাড়ি এইটা পর'। এ কেমন আবদার! নতুন বৌ দেখার জন্য ওর শাড়ি পরতে হবে কেন?

চাচিরা সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেলেন। নাজিয়া রুমে ঢুকল। সে বেশ হাসিহাসি মুখ করে বলল, 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করছি'। কিন্তু ওকে দেখে সায়মার মেজাজটা ভীষণ খারাপ হল, 'অ্যাই মেয়ে, তুই আমাকে ডাকিসনি কেন? কি মনে করছে সবাই? বড় চাচি আমাকে পুরো ঘরের দায়িত্ব দিয়ে গেল আর এসে দেখে আমি ঘুম!'

'কি করব বল, ওরা গেট দিয়ে ঢুকার আগে যে শোরগোল শুরু করল– হট্টগোলের মধ্যে তোমাকে ডাকার কথা ভুলেই গেছি!'

'কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম রে? আমার মাথাটাথা ভোঁ ভোঁ করছে। মনে হচ্ছে রোবট হয়ে গেছি'।

'বেশি না, হয়তো বিশ মিনিট। জান আপু, আজ তোমার বিয়ে!'

সায়মার ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গিয়ে বিস্ময় ছেয়ে গেল চেহারায়। কারণ নাজিয়ার চেহারায় সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে ফাজলামি করছে না। সে জানে এমন ঘটনা ওদের বাড়িতে ঘটা অসম্ভব নয়। সে জানে কোনো কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু ওর মাথাটা গরম হয়ে গেল। সব রিদওয়ানের দোষ! নিশ্চয়ই ওর বিয়েতে গিয়ে কাউকে পছন্দ হয়েছে চাচাদের! ঐ ছেলেই বা কেমন যে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেল? বিয়ে একসময় করতে হবে, করতে ওর আপত্তি নেই। কিন্তু তাই বলে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে?! নাজিয়া যেহেতু বাসায় ছিল সেও কোনো তথ্য সরবরাহ করে সহযোগিতা করতে পারবে না। অথচ ছাগলটা কি খুশি! পরিস্থিতি অন্যরকম হলে অবশ্য সেও খুব খুশি হত। একদিনে দু'দুটো ভাইবোনের বিয়ে কি আর সবসময় ঘটে! কিন্তু ওর কষ্ট লাগল নতুন ভাবীটার চেহারা দেখার আগেই তাকে এই প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে এমন এক জায়গায় চলে যেতে হবে এমন একজনের হাত ধরে যার নামটা পর্যন্ত সে জানে না!

কিছু বলার আগেই চাচিরা রুমে ঢুকলেন গহনা আর ওড়না নিয়ে। এক এক চাচি এক এক দিকে কাজে লেগে গেলেন। কেউ কানের দুল পরাচ্ছেন, কেউ গলার হার, কেউ বা চুল বাঁধছেন। বড় চাচি বললেন, 'মা, তোর বাপ-চাচাদের তো চিনিস। আমরা কত করে বললাম, আমরা সবাই খুশি এবং রাজি। এত বড় একটা ঝামেলার পর বিয়েটা অন্তত তিনদিন পরে হোক। কে শোনে কার কথা? সেজ বৌ, কাজী সাহেব ওপরে চলে এলেন বলে। ওড়না আটকাতে না পারলে আপাতত হাত দিয়ে ধরে রাখো'। সাথে সাথে নাজিয়ার রুমের দরজায় ছোট চাচার গলা শোনা গেল, 'কাজী সাহেব এসেছেন, ভেতরে আনব?'

সায়মার মনে হল সে ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে যেমন কেবল নড়াচড়া

www.islaminonesite.com

দেখা যায় শব্দ শোনা যায় না, তেমনি সে ইমাম সাহেবকে দেখতে পাচ্ছে. ওনার ঠোঁট দু'টোর নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারছে উনি কিছু বলছেন, কিন্তু মাথার ভেতরে শোঁ শোঁ শব্দের জন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কাজী সাহেবের কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব সে দিতে পারল না। শেষে মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বাবা, বড় চাচা, ছোট চাচা আর কাজী সাহেব চলে গেলেন।

চাচিরা সবাই তাকে আরেক রুমে নিয়ে গেল। একটু পরে বর আসবে তাই। হঠাৎ সে বুঝতে পারল এতক্ষণ সে ঘোরের মধ্যে টের পায়নি। সে এখন বিবাহিত! একটু পরে একজন অপরিচিত লোকের সাথে ওর দেখা হবে যার সাথে বাকী জীবন তাকে কাটাতে হবে। লোকটার নাম কি, বাস কোথায়, তার পরিবারে কে কে আছে, লোকটার স্বভাব কেমন, সে দেখতে কেমন– কিছুই সে জানে না!

খানিক পর রিদওয়ান রুমে এসে ঢুকল। সায়মার ওকে দেখে খেয়াল হল, 'কি রে! এ তো রিদওয়ানের জন্য সাজানো রুম! কিন্তু সায়মাকে এই রুম দেওয়া হলে নতুন বৌকে তবে কোথায় দেওয়া হল?' সে রিদওয়ানকে বলল, 'বন্ধু, তুমি ভুল রুমে এসেছ। তবে আমি জানি না ভাবীকে কোন রুমে দেওয়া হয়েছে। দেখ তোমার জন্য আমার কি অবস্থা! তোমার বিয়েতে গিয়ে চাচাদের কাকে না কাকে পছন্দ হয়েছে আর আমাকে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে দিয়ে দিল!'

রিদওয়ান নির্লিপ্তভাবে বলল, 'তাই?'

ওর রি-অ্যাকশনের অভাব দেখে সায়মার মাথার রাগ চড়ে গেল, 'আমি ভাবলাম তুমি আমাকে সহানুভূতি জানাতে এসেছ। তোমার যদি কোনো মাথাব্যাথা না থাকে তাহলে বৌয়ের কাছে যাও। আমার বর যেকোনো সময় এসে পড়বে, তাকেই বলব এসব কথা'।

রিদওয়ান তখন হেসে বলল, 'বরের সাথে কথা বলার জন্য এত উতলা! আগে আমার কথা শোন। আমার বিয়েতে কি হয়েছে তুই তো জানিস না'।

সায়মা ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'তোমার বৌয়ের সাথে ঝামেলা করতে না পারার জন্যই তো ভাবীর চেহারা পর্যন্ত দেখার আগে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিলে। বিয়েতে তো যেতে পারলামই না, সারাদিন খেটেখুটে বিয়ের খাবার পর্যন্ত পেলাম না! শুকনা গল্প বলে এখন কি হবে?'

রিদওয়ান বলল, 'তোর শ্বশুরবাড়ির কারো সাথে দেখাসাক্ষাৎ বা কথা হয়েছে?'

সায়মার এতক্ষণে মনে হল, 'তাই তো, ওদের বাড়ি থেকে কি কোনো মহিলা আসেন নি?' সে আনমনে বলল, 'না বন্ধু, সব তো আমাদের বাড়ির লোক'। তাহলে কি তারা এই বিয়েতে খুশি নয়? ব্যাপারটা তাকে খুব চিন্তায় ফেলে দিল।

সায়মার নিরবতার সুযোগে রিদওয়ান ওর বিয়ের কাহিনী বলতে শুরু করল, 'তুই তো

www.islaminonesite.com

জানিস, আমার একটা মেয়েকে পছন্দ ছিল কিন্তু বলতে পারিনি। মেয়েটা খুব ভালো যদিও একটু বদরাগী। ওকে বিয়ে করতে না পারলে শুধু শুধু জানিয়ে মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? আজ বিয়েতে যেতে যেতে ভাবছিলাম, 'আল্লাহ, কিছু একটা কর'। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট, ট্রেন মিস মায় লেট পর্যন্ত হল না। বিয়েবাড়িতে পৌঁছলে দেখি লোকজনের চোখমুখ বেজাড়। বলল, ওদের মেয়ের জন্য আমি উপযুক্ত পাত্র নই'।

সায়মা তো ভীষণ অবাক! নিজের দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে সে বলল, 'বন্ধু, তোমার ব্যাপারে এ কথা ওরা কি করে বলল? এটা বাজে কথা। তোমার চেয়ে ভালো পাত্র হতেই পারেনা! কিন্তু তাহলে ওরা রাজি হয়েছিলেন কেন?'

রিদওয়ান বলল, 'আরে বাবা! আগে গল্পটা তো বলে শেষ করতে দে! প্রথমে ভাবলাম, যা বলে বলুক, বিয়ে যেহেতু হচ্ছে না, আমার একটা চান্স আছে। কিন্তু তুই তো জানিস আমাদের বাপ-চাচারা কি পরিমাণ বদরাগী। বিয়ের আসরে বাবা চিৎকার করে বলে ফেলল, 'আমি যদি আজই আমার ছেলের বিয়ে না দিয়েছি তাহলে আমার নাম পরিবর্তন করে ফেলব!' ব্যাস, আর পায় কে? সাথে সাথে অ্যাবাউট টার্ন। ট্রেনে বসেই পাত্রী সাব্যস্ত!'

সায়মা চোখ গোল গোল করে বলল, 'তার মানে এই সময়ের মধ্যে ওরা তোমার আমার দু'জনের জন্যই পাত্র পাত্রী ঠিক করে ফেলেছে? আমি জানতাম সব তোমার দোষ! তোমার জন্যই আমাকে এইভাবে বিয়ে করতে হল'।

রিদওয়ান মুখ গম্ভীর করে বলল, 'ঠিক বলেছিস। তোর কথা জানি না, তবে আমি খুশি। যেভাবেই হোক, আমি আমার পছন্দের মেয়েটিকে পেয়েছি।'

সায়মা বলল, 'তাই? অন্তত আমাদের একজন তো খুশি! তা মেয়েটি কে এবার তো বলতে পারো'।

রিদওয়ান বলল, 'আমার যার সাথে বিয়ে হয়েছে সে!'

'ফাজলামি রাখ তো', রেগে গেল সায়মা। 'ভাবী কোথায়? চল দেখে আসি'।

রিদওয়ান বলল, 'কোথাও যেতে হবে না, সে এখানেই আছে'।

সায়মা অনেকক্ষণ বুঝে পেলনা এ কেমন ধাঁধাঁ। তারপর হঠাৎ যেন সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। কেন তাকে ঘুম থেকে তুলে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল। কেন নিজেদের লোকজন ছাড়া আর কাউকে বিয়েতে দেখেনি। কেন বাড়ির লোকজন এত হুলস্থুলের মধ্যেও এত খুশি। কেন তাকে এই রুমে থাকতে দেয়া হয়েছে, কেন তাকে আর কোনদিন আপনজনদের সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে হবে না! ওর চেহারায় এত বেশি অনুভূতি এত দ্রুত রঙ বদলাতে লাগল যে সে নিজেই বুঝে পেল না কোথায় মুখ লুকাবে।

www.islaminonesite.com

রিদওয়ান বলল, 'আরেকটা কথা, তুই তো আবার মানুষের চিন্তায় অস্থির হয়ে যাস তাই বলি, যে মেয়েটাকে আমার জন্য ঠিক করা হয়েছিল তার অন্য জায়গায় পছন্দ ছিল। সে বিয়ে করবে না বলে বেঁকে বসলে ওর পরিবারের লোকজন জনসমক্ষে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্যই মেয়ের নারাজির কথা না বলে পাত্র উপযুক্ত নয় বলেছে। সুতরাং, আমার জন্য না হলেও ওর জন্য তুই খুশি হতে পারিস। তবে আমাকে যে তুই পাত্র হিসেবে খুব একটা খারাপ মনে করিস না এটা জানতে পেরে আশ্বস্ত হলাম। অনেক ধকল গেছেরে আজ। তোর সাথে কথা বলার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে। এবার বকবক থামা। আমাকে একটু ঘুমোতে দে!'

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ২

আজ কয়েক সপ্তাহ পর ঘরে ফিরে রাহির প্রথমেই মনে হল মিনার কথা। কতদিন মিনার সাথে কথা হয় না! অথচ বাসায় থাকলে দুজনে প্রতিদিন দেখা হয় বা নিদেনপক্ষে ফোনে কথা হয়। বহুদিন পর ছুটি পেয়ে দাদুর বাড়িতে থাকতে ভালোই লাগছিল, কিন্তু মিনাকে ভীষণ মিস করছিল সে।

হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলেই মিনাকে ফোন করল রাহি। মায়ের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে ফোনটা নিয়ে ড্রইং রুমে আয়েশ করে বসল। লম্বা আলাপের প্রস্তুতি। ওদিক থেকে মিনার কথা যেন উপচে পড়ছে!

'কিরে, কোথায় যে গেলি! ফোন নেই, মোবাইল নেই। মনে হয় একেবারে পৃথিবীর বাইরে!'

'নারে, তোর কথা প্রতিদিন মনে হয়েছে। কিন্তু তুই তো জানিস আমরা ছাড়া আমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ চট্টগ্রামে থাকে না। এতদিন পর আমাকে পেয়ে কোনো ছাড়াছাড়ি নেই। সবাই মিলে খাওরা-দাওয়া, বেড়ানো– তবে তোকে সত্যিই খুব মিস করেছি রে! দেখছিস না, এইমাত্র এলাম, ভাতও খাইনি, ফোন নিয়ে বসলাম। আম্মু চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে আছে– হি হি হি"

'তাহলে যা, তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে আয়। তারপর আমি ফোন করব, কথা আছে'।

'তাহলে তো যাওয়াই যাবে না, কথা না শুনে ভাত খেতে গেলে আমার পেটের গন্ডগোল হয়ে যাবে! –তাড়াতাড়ি বলা শুরু কর'।

'কি মুশকিল! আচ্ছা শোন তাহলে, আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে'।

"মিনাআআআ", খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রাহি, 'তুই এতক্ষণ কি করে এই কথাটা চেপে রাখলি? কবে কি হল? ছেলে কেমন? আংকেল আন্টি খুশি?'

'আগে বলতে দে রে বাবা! গত সপ্তাহে ওরা আমাকে দেখতে এল। গতকাল ওরা এসে আংটি পরিয়ে দিয়ে গেল। ছেলে ডাক্তার, সুতরাং বুঝতেই পারছিস আম্মু খুশিতে আটখানা'।

'তুই খুশি?'

www.islaminonesite.com

'হ্যাঁ, অবশ্যই' ।

'ছেলের সাথে কথা বলেছিস?'

'নাহ, আমার বোন বলেছে' ।

'ছেলে দেখতে কেমন?'

'জানি না, আমি দেখিনি। আমার বোন দেখেছে, ও বলেছে ভালোই' ।

'আমি বুঝলাম না, বিয়ে কি তোর না তোর বোনের? তুই তো ইসলাম সম্পর্কে আমার চেয়ে ভালো জানিস। যার সাথে সারাজীবন থাকবি তাকে একনজর দেখবি না? একবার কথা বলে বোঝার চেষ্টা করবি না তার সাথে তোর মনের মিল হবে কিনা? ছেলে ডাক্তার, ফেরেশতা তো না!'

'সত্যি কথা বলি, কথাটা আমারও মনে এসেছে। কিন্তু আব্বু আম্মুকে কি করে বলি?'

'আন্টিকে ফোন দে, আমি বলছি' ।

'ধুর, তুই আসায় এখন আমি সাহস পাচ্ছি। তুই ভাত খেতে যা, আমি আম্মুর সাথে কথা বলে তোকে জানাচ্ছি' ।

রাহি ভাত বেড়ে নিতে নিতেই মিনার ফোন এলো। আম্মুর একটা ভ্রু একটু উঁচু হয়ে গেল। কিন্তু তিনি তাঁর মেয়েকে জানেন। তাই কিছু বললেন না। ওপাশ থেকে মিনার স্বর শুনে ওর মনের ভেতরকার আন্দোলন বোঝা যাচ্ছে, 'আম্মুকে বলার সাথে সাথে আম্মু রাজি হয়ে গেল যেহেতু অলরেডি আংটি পরানো হয়ে গিয়েছে। ঘটক পাশের বাসার আমীন চাচা। ওনার সাথে কথা বলতেই উনি জানালেন ছেলে এখন ওনার বাসায়ই আছে। আমি এখন যাচ্ছি আমার ভবিষ্যতকে নিজ চোখে দেখতে। দোয়া করিস যেন প্রথম দেখাতেই ভালো লাগে। আমি এসেই তোকে ফোন করব' ।

ভাতের টেবিলে ফিরে গিয়ে রাহি যেন কল্পনার রাজ্যে অবগাহন করতে লাগল। ওর বান্ধবীটি হবু স্বামীর সাথে কথা বলে আবেগে আপ্লুত। ওর শ্বশুরবাড়ি যাবার ব্যাপারে যে ভয়, দ্বিধা, সংকোচ সব এই সাক্ষাতের মাধ্যমে দূর হয়ে গেল। ওর কল্পনার ছেদ ঘটিয়ে মিনার ফোন এল। এবার আম্মু টেবিল থেকে উঠেই চলে গেলেন। বেচারি! রাহির জ্বালায় তাঁর জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেল! কিন্তু ওপাশে মিনার অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর রাহিকে আপাতত আম্মুর দুশ্চিন্তার কথা ভুলিয়ে দিল।

'কিরে! তুই গেলি কখন, এলি কখন, কথা বললি কখন?'

মিনা হাঁপাচ্ছিল, 'তুই চুপচাপ আমার কথা শোন। তারপর বল আমার কি করা উচিত' ।

ওর সিরিয়াসনেস রাহিকে সটান অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড় করিয়ে দিল, 'বল' ।

www.islaminonesite.com

'আমি দু'রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করলাম যেন আমার ছেলেকে পছন্দ হয়, তারপর পাশের বাসায় গেলাম। চাচা বাসায় ছিল না। চাচি দরজা খুলে দিয়ে হয়তো আমাদের কিছুটা আড়াল দেয়ার জন্য বেডরুমে চলে গেলেন। বুয়া ডাইনিং টেবিল মুছে রান্নাঘরে চলে গেল। ড্রইংরুমে কেউ নেই। ডাইনিং রুমে দেখি হুজুর বসা। আমি কিছুক্ষণ এদিক সেদিক তাকিয়ে আর কাউকে দেখলাম না। তারপর চিন্তা করলাম এ বাসায় তো কোনো বাচ্চা নেই। তাহলে ঐ হুজুরই নিশ্চয় আমার হবু বর! তুই তো জানিস আমি দাড়ি পছন্দ করি। কিন্তু এই লোকটার গুটিকয়েক দাঁড়ি, অযত্নে এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে– তার না আছে ছাঁট, না আছে যত্ন! লোকটা একটা পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরে আছে না জানি কতদিন মার দেয়া বা ইস্ত্রি করা হয় না। কে বলবে সে একজন ডাক্তার? পরে জানলাম সে সবসময় পাজামা পাঞ্জাবিই পরে। পাজামা পাঞ্জাবির ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু একটা পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার আছে না? মনে মনে ভাবলাম, 'যাই হোক, বিয়ের পর দাঁড়ি ঠিকঠাক করে আড়ং থেকে পাঞ্জাবি পাজামা কিনে লোকটাকে মানুষ করতে হবে'।

'দেখা হবার পর সালাম দিলাম, সে কোনো জবাব দিল না। যেন সালামটা তার প্রাপ্য। বসে থেকেই বলল, 'বস'। আমার তো অতটুকুতেই মাথা খারাপ! প্রথমত, এই লোক মহিলাদের সম্মান করতে জানে না; দ্বিতীয়ত, এঙ্গেজমেন্ট হতেই সে ধরে নিয়েছে সে একটা অপরিচিত মেয়েকে প্রথম দেখাতেই 'তুমি' বলতে পারে! বিয়ে হলে তো এই লোক আমাকে পাত্তাই দেবে না!

'তুই যদি ভাবিস এতটুকুতেই আমি ভেঙে পড়লাম, তাহলে শোন তারপর কি হল। আমাকে কিচ্ছু জিজ্ঞেস না করে সে নিজেই গড়গড় করে বলতে শুরু করল, 'তোমাকে পর্দা করতে হবে, নামাজ পড়তে হবে, বাসায় টিভি রাখা যাবে না। সুতরাং তোমাকে টিভি দেখা ছেড়ে দিতে হবে"। সে দেখতেই পাচ্ছে আমি পর্দা করি, এতে ধরে নেওয়া যায় আমি নামাজ পড়ি। আর টিভি দেখার প্রতি আমার তেমন নেশা নেই। অনার্সের ছাত্রীদের এত সময় কোথায়? কিন্তু যে লোকের অ্যাটিচুড প্রথম থেকেই স্বৈরাচারী ধরণের, তার সাথে কি করে ঘর করব? সবশেষে সে আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে কিনা বা আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, 'এবার তুমি যেতে পার'। আমি হতভম্ব হয়ে চলে এলাম।

'সত্যি কথা রাহি, আমি যদি বাসর রাতে এই লোককে প্রথম দেখতাম তবে হার্টফেল করে মারা যেতাম! আল্লাহ তোকে রহমত করুন যে তুই আমাকে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলি। আমি এখন বুঝলাম নিজে দেখা আর এমনকি আমার কাছের মানুষের দেখাতেও অনেক তফাত। আব্বুর সামনে নিশ্চয় সে খুব ভদ্র ছেলের মতো চুপচাপ বসে ছিল, সুতরাং আব্বুর মনে হয়েছে, 'বাহ, কত ভালো ছেলে, মুরুব্বিদের কত সম্মান করে!' আম্মুর ডাক্তার দেখে আর কোনো কিছু জানার বা চাওয়ার নেই। আর আমার বোন যেহেতু ইসলাম সম্পর্কে অতটা সচেতন নয়, ওর হয়তো মনে হয়েছে মিনা যেহেতু পর্দা করে ওর নিশ্চয় অ্যাপিয়ারেন্সের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যাথা নেই! সবচেয়ে বড়

www.islaminonesite.com

কথা যেসব সে আমাকে বলেছে এসব তো আর কারো সাথে বলার কথা না। তাহলে ওরা বুঝবে কি করে যে এরকম একজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এমন এক এক সত্ত্বা লুকিয়ে আছে?

'রাহি, আমি এই বিয়ে করতে পারব না! সারাজীবন আগুনের মধ্যে বসবাস করা কি সম্ভব? কিন্তু আম্মুকে বোঝাবে কে?'

রাহি শেষপর্যন্ত কথা বলল, 'মিনা, তুই যদি মনে করিস তুই কোনভাবেই এই লোকের সাথে সংসার করতে পারবি না তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই সময়। তুই আন্টির সাথে কথা বল। সংসার যেহেতু তুই করবি, তোর হক সবার আগে'।

তারপর তিনদিন মিনাদের বাসায় ঝড় চলল। মিনার আম্মু কিছুতেই এই বিয়ে ভাঙতে দেবেন না। মিনার রাজ্যের বান্ধবীরা এসে ওর আম্মুকে বোঝানোর চেষ্টা করল। ওনার এক কথা, 'ছেলে ডাক্তার। তাছাড়া আংটি পরানো হয়ে গিয়েছে। এখন এই বিয়ে হবেই'।

তিনদিন পর মিনা রাহিকে ফোন করে বলল, 'এবার তোকে আসতে হবে, আমি জানি আম্মু তোর ছাড়া আর কারো কথা শুনবে না'। রাহি এই জিনিসটাই ভয় পাচ্ছিল। আন্টি রাহিকে এত ভালোবাসেন যে তাঁকে কষ্ট দিতে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল না। কিন্তু মিনাকে সাহায্য করতে হলে ওকে এই কঠিন কাজটিই করতে হবে।

সেদিন বিকেলে সে মিনাদের বাসায় গেল। ঘরভর্তি মিনার বান্ধবীদের দল, মাঝখানে আন্টি অনড়। রাহিকে দেখে আন্টি সম্বিত ফিরে পাবার মতো দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, 'কেমন আছিস মা? এতদিন পর এলি? আর, আগে ভাত খাবি।' বলতে বলতে রাহিকে নিয়ে আন্টি ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে দিলেন। আন্টিকে কি বলবে এই টেনশনে রাহি তখনো খেতে পারেনি কিন্তু কথাগুলো সে সবার সামনে বলতে চাইছিল না। তাই খাবার ছলে সে কিছু সময় ব্যয় করতে চাইল যেন অন্যরা সবাই চলে যায়। আন্টি সবসময়কার মতো আদর করে ওকে মুরগির রান তুলে দিয়ে অন্যদের বিদায় করতে চলে গেলেন। সে এতবছরে যা বলতে পারেনি তা আজও বলতে পারল না, 'আন্টি, আমি রান পছন্দ করিনা, বুকের মাংস পছন্দ করি'।

আন্টি চলে যেতেই মিনা কাছে এল। আস্তে করে বলল, 'thank you!' রাহি বলল, 'শোন, তাড়াতাড়ি সবাইকে বিদায় কর। আমি আন্টির সাথে একা কথা বলব। তুই তো জানিস আমার বাসায় সান্ধ্য আইন, মাগরিবের আগেই ফিরতে হবে'।

মিনার বান্ধবীরা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যাবার সময় ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে করুণ চেহারা করে রাহির কাছে বিদায় নিয়ে যেতে লাগল। সবাই চলে গেলে আন্টি এসে ওর পাশে বসলেন, 'দেখ তো মা মিনা কি শুরু করেছে! ডাক্তার ছেলে, সে বলে কিনা সে বিয়ে করবেনা! বল তো মা আমি ওকে কি করে বোঝাই?'

www.islaminonesite.com

মিনা কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাহি ওকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিল। একটু হেসে বলল, 'আন্টি আপনার খুশি দেখে আমার যে কি মজা লাগছে! মনে হচ্ছে আপনারই বিয়ে হচ্ছে!'

আন্টি একগাল হেসে বললেন, 'তুই বড় দুষ্টুমি করিস। তবে এই বিয়েতে আমি খুব খুশি, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু আন্টি একটা জিনিস ভেবে দেখুন তো– সংসার তো আপনি করবেন না, করবে মিনা। তাহলে আপনার পছন্দের পাশাপাশি ওর পছন্দ হওয়াটাও কি জরুরি নয়?'

আন্টি মাথা ঝাঁকালেন, 'কিন্তু সে তো শুধু শুধুই বিয়েতে অমত করছে!'

রাহি বলে চলল, 'আন্টি, ধরুন ছেলের সবকিছু ভালো। তারপরও মিনা তাকে সহ্য করতে পারে না। কি হবে বলুন তো? সে অসুখী হবে, কদিন পরপর বাপের বাড়ি চলে আসবে। ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনি ওকে আবার ফেরত পাঠাতে বাধ্য হবেন। সে কান্নাকাটি করে আপনাকে দোষারোপ করবে। এটা তো সারাজীবনের ব্যাপার আন্টি! বলুন তো আন্টি, আপনার মেয়ে যদি সুখী না হয়, আপনি কি সুখী হবেন?'

আন্টি মরিয়া হয়ে বললেন, 'কিন্তু ছেলে যে ডাক্তার!'

আন্টির ছেলেমানুষী দেখে হাসল রাহি। 'আন্টি, ডাক্তার তো বাংলাদেশে অনেক আছে। হয়তো ওর জন্য এমন ডাক্তার আপনি পেয়ে যেতে পারেন যাকে ওর পছন্দ হবে। আর যদি কোনো ডাক্তার পাওয়া না-ই যায়, তাহলে বলুন তো ওর খুশি বড় না জামাই ডাক্তার হওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যে মেয়েকে আপনি এত আদর দিয়ে যত্ন করে বড় করেছেন, তাকে চোখের সামনে অশান্তির আগুনে জ্বলতে দেখে শুধু ডাক্তার জামাই বলে কি আপনি শান্তি পাবেন, আন্টি?'

আন্টি কিছুক্ষণ ভাবলেন, একবার মিনার দিকে আরেকবার রাহির দিকে তাকালেন, তারপর অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে উঠে বেডরুমে চলে গেলেন।

পরদিন মিনা আংটি ফেরত দিয়ে দিল।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৩

বরষাকে দেখলে মহাকাব্যের নায়িকা মনে হত। একটা প্রেম ছিল। ছেলেটা আচমকা মারা যাবার পর ওর নায়িকাসুলভ চেহারায় বিষন্নতার ছাপ মেঘনাদপ্রিয়ার কথাই মনে করিয়ে দিত। সে কারো সাথে খুব একটা কথা বলত না, কলেজে আসত কদাচিৎ।

রাহির সাথে বরষার কথাবার্তা 'কেমন আছ, ভালো আছি'র গন্ডি পেরিয়ে কলেজে এইচএসসি'র মার্কশিট আনতে গিয়ে। দু'জনে দুই কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছে, এই নিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক কথা হয়ে গেল। বরষা রাহির ফোন নাম্বার চাইলে ও মনে মনে ভাবল, 'দুই বছরে তোমার কারো সাথে কথা বলার সময় হয়নি, আর তুমি করবে আমাকে ফোন!', কিন্তু নাম্বার দিয়ে দিল।

রাহিকে অবাক করে দিয়ে সেদিন বিকেলেই বরষা ওকে ফোন করল। তারপর থেকে প্রতিদিনই সে ফোন করত। রাহি বুঝতে পারল, বহুদিন পর বিষন্নতা কাটিয়ে উঠে বরষা হঠাৎ যখন আবিষ্কার করল ওর আশেপাশে আর কেউ অবশিষ্ট নেই তখন সে বন্ধুত্বের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। রাহির তাতে সমস্যা নেই। কিভাবে কিভাবে যেন সব সমস্যাগুলো খুঁজে পেতে ওর কাছে চলে আসে! সে এতে এত অভ্যস্ত যে ওর কাছে এখন এটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়।

অতিরিক্ত সুন্দরী মেয়েদের বেলা যা হয়, ছাত্রীত্ব বজায় রাখার জন্য যতটুকু ক্লাস না করলেই নয় তার বাইরে বরষা কোথাও যেতে পারত না। রাহি মাঝে মধ্যে বরষার বাসায় যেত বটে কিন্তু বিশাল বন্ধুগোষ্ঠীর সবাইকে সবসময় খুশি করা সম্ভব হত না। তাই ওদের দু'জনের বন্ধুত্ব মূলত ফোনে ফোনেই অগ্রসর হতে থাকে। এভাবেই ওরা জেনে যায় পরস্পরের সমস্ত খবর, আদান প্রদান হয় সকল সংবাদ।

প্রায় একবছর পর একদিন বরষা রাহিকে ফোন করে জানায়, 'আজ আমাকে দেখতে আসবে'।

এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়, ওর জন্য প্রায় প্রতিদিনই নিদেনপক্ষে একহালি প্রস্তাব আসত, তার মধ্যে অনেক বেছেবুছেও ওকে প্রায়ই জনসমক্ষে প্রদর্শনী দিতে হত। তবে এবার ওকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল। রাহি খুব খুশি হল বান্ধবীকে আনন্দিত দেখে।

হঠাৎ বরষা বলে বসল, 'জানো? তোমার বিবেচনার ওপর আমার ভীষণ আস্থা। তুমি রাজি হলেই কেবল আমি এই বিয়েতে মত দেব, নতুবা নয়'।

www.islaminonesite.com

বরষার শিশুসুলভ সরলতায় রাহি হেসে ফেলল, 'শোন, সংসার আমি করব না, করবে তুমি– পছন্দ করার দায়িত্ব তোমার আর তোমার পরিবারের। তারপর যেখানে যা সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আমি আছি ইনশাল্লাহ'।

বরপক্ষ চলে যাওয়ামাত্র রাহিকে ফোন করল বরষা। ওর কথা শুনেই রাহি বেশ বুঝতে পারছিল এই বিয়ের ব্যাপারে বরষার কোনোপ্রকার দ্বিধা নেই। ওকে দেখার জন্য ওর হবু শ্বশুরবাড়ির সবাই এসেছিল। সে তাদের আচরণে মুগ্ধ আর হবু শাশুড়িকে সে তখন থেকেই মা ডাকতে শুরু করে দিয়েছে! ওর গলায় উচ্ছ্বাস শুনে রাহির মনে হল বহুদিন পর বরষা স্বাভাবিক তরুণীসুলভ উচ্ছলতায় জেগে উঠেছে, যে বিষণ্নতা ওকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখত তার লেশমাত্র নেই এই নতুন বরষায়! মন থেকে বান্ধবীর হবু শ্বশুরবাড়ির সবাইকে পছন্দ করে ফেলল রাহি।

সাতদিন পর হঠাৎ বরষায় গলার সেই উচ্ছ্বাস কেমন যেন স্তিমিত মনে হল।

'কি হয়েছে বরষা?', উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল রাহি।

'এমন লজ্জার কথা কি করে বলি রাহি? কি করে আব্বা আম্মাকে বোঝাই?'

'আগে বল তো কি হয়েছে?'

'আমার আপা এই বিয়ে ভেঙে দিতে চায়'।

'যাহ!'

'তুমিও যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর তাহলে কে করবে বল?', হতাশ হয়ে যায় বরষা।

'আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করলাম। কিন্তু তোমার এমন কেন মনে হল আমাকে বুঝিয়ে বল। আমার তো মনে হয় বড় আপা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন'।

'তা তো করেই, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও কিছুতেই হিংসা দমন করতে পারছেনা।'

'হিংসা?'

'তোমাকে তো বলেছি ও পালিয়ে বিয়ে করেছে। সেজন্য ও আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়িতে বৌয়ের মর্যাদা পায়নি। আব্বা আম্মাও ওর সাথে বহুবছর যোগাযোগ রাখেননি। মাত্র গত বছর থেকে ওর অসহায়ত্বের কথা ভেবে ওরা ওকে বাসায় আসতে দিচ্ছেন। তাও আমাকে দেখানোর সময় ওকে ডাকা হয়নি। ওর বিয়েতে কেউ যায়নি ও ছাড়া। আর আমার বিয়েতে শুধু দেখার জন্যই সম্পূর্ণ শ্বশুরকুল এসেছিল। আব্বা-আম্মা আমার বিয়েতে এমন ধূমধাম করছেন যা মানুষ সচরাচর বড় মেয়ের বিয়েতে করে। ও কিছুতেই এসব হজম করতে পারছে না। আমাকে দেখে যাবার চারদিন পর যেদিন ওরা

www.islaminonesite.com

আংটি পরাতে এল, আপা দুপুর থেকেই বাসায় এসে বসে রইল। আম্মা মানা করার পরও সে অনুষ্ঠানে সবার সামনে এসে বসল। তখন ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে হল। পরদিন ও এসে আম্মাকে বলে, 'এই বিয়ে ভেঙে দাও'। আম্মা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?' ও বলল, 'ছেলের ফিগার ভালো না'। আম্মা বলল, 'এতে বরষার যদি সমস্যা না হয় তো তোর সমস্যা কি? ওর শাশুড়ি তো প্রতিদিন ফোন করে ওর সাথে কথা বলেন। ও যেখানে খুশি সেখানে ফিগার দিয়ে কি হবে?' কিন্তু আপাকে তো আমি চিনি। ও যা ঠিক করে তা করেই ছাড়ে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ও এই বিয়ে হতে দেবে না'।

রাহি বলল, 'তুমি তোমার আব্বা আম্মাকে জানিয়ে রাখ যে তোমার এই প্রস্তাব কতটা পছন্দ। শান্ত থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ'।

কিন্তু ঠিক হল না। সাতদিন প্রতিদিনই বরষা রাহিকে বড় আপার নানান কার্যক্রমের বিবরণ শোনাতে লাগল। মহিলার ধৈর্য্য এবং অধ্যাবসায়ে রাহি মুগ্ধ! অষ্টম দিন বরষা ফোন করে বলল, 'রাহি, আমি আংটি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় আপা বিশ্বস্তসূত্রে খবর এনেছে ছেলের চারিত্রিক সমস্যা আছে'।

রাহি একটু অবাক হল। আর যাই হোক, চারিত্রিক বিষয়ে মানুষ সহজে মিথ্যা বলে না। সুতরাং, বড় আপা হয়তো এ ব্যাপারে মিথ্যা বলেন নি। তবু সে বরষাকে জিজ্ঞেস করল, 'বিশ্বস্ত সূত্রটা কে, তুমি চেন?'

সে বলল, 'মলি আপা, যিনি আমাদের বিয়ের ঘটকালী করেছেন।'

ব্যাপারটা রাহির কাছে বেখাপ্পা মনে হল। কোন মহিলা কি জেনেশুনে আরেকজন মহিলার ক্ষতি করতে পারে? রাহি বলল, 'বরষা, তুমি একবার মলি আপাকে ফোন করে জিজ্ঞেস কর। বল, বড় আপাকে উনি কি বলেছেন তুমি নিজে শুনতে চাও'।

'কি লাভ রাহি? আমি এই বিয়ের চিন্তা বাদ দিয়েছি'।

'তারপরও তুমি একটা ফোন কর'।

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ আমি ফোন করে কথা বলছি'।

একঘন্টা পর বরষা ফোন করে কাঁদতে কাঁদতে অস্থির, 'রাহি, আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার আপা আমার এতবড় ক্ষতি করবে! মলি আপার সাথে ওর দেখাই হয়নি! আর উনি বলছেন, 'তোমার আংটি পেয়েছি কিন্তু তুমি কি করে ধারণা করলে আমি তোমার এমন সর্বনাশ করতে পারি? এমন ছেলে তুমি আরেকটা পাবে না'। কিন্তু আমি তো নিজের হাতে সব শেষ করে দিলাম! এখন আমি কি করব রাহি?'

রাহি সান্তনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেল না।

দু'দিন পর বরষা ফোন করে জানালো ছেলে ওকে আংটি ফেরত পাঠিয়েছে। সাথে সাথে

www.islaminonesite.com

ওর আব্বাকে ফোন করে অনুমতি নিয়ে ওর সাথে কথা বলেছে। জীবনে প্রথম আলাপ। অথচ সে কি বকা! 'আপনাকে আংটি কি মলি আপা পরিয়েছিল? আপনি কি বুঝে ওনাকে আংটি ফেরত পাঠালেন? ভাগ্য ভালো যে উনি আমার মাকে জানানোর আগে আমাকে খবর দিয়েছিলেন! আপনি জানেন আমার মা এই খবর পেলে কি পরিমাণ কষ্ট পেতেন? নিন, আমার ফোন নাম্বার রাখুন। ভবিষ্যতে আমার চরিত্র নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ হলে সরাসরি আমাকে ফোন করে জেনে নেবেন। তারপর সন্তুষ্ট না হলে আমি নিজে এসে আংটি ফেরত নিয়ে যাব। শুনুন, আপনার এই কান্ডকীর্তির ব্যাপারে আমার মাকে জানানোর প্রয়োজন নেই। আরেকটা কথা, আপনি কি সারাজীবন এভাবে মানুষের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন না নিজেও কিছু বুদ্ধি খরচ করবেন?' বকা খেয়েও বরষা খুশি হল। ওর ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা গেল এবং হবু শাশুড়িকে কষ্ট দেয় হল না। ওর গল্প শুনে রাহিও বান্ধবীর খুশিতে আপ্লুত হল।

বড় আপার চেষ্টা অব্যাহত রইল। আব্বা আম্মা সাবধান হয়ে যাওয়াতে উনি সুবিধা করতে পারছিলেন না। সাতদিন পর উনি অস্থির হয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিলেন। বরষা বুঝতে পারছিল ওনার উদ্দেশ্য সুবিধার নয়। কিন্তু বুঝে উঠার আগেই উনি ওর আব্বা আম্মার রুমে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা আটকে দিলেন। ভেতর থেকে ফোন করার শব্দ পেয়ে সে দৌড়ে ড্রয়িং রুমের ফোন তুলেই ওপাশ থেকে ওর হবু বরের গলা শুনতে পেল, 'হ্যালো'।

বড় আপা নিজের পরিচয় দিলেন, তারপর বরষার চরিত্র নিয়ে যে বানোয়াট ফিরিস্তি শুরু করলেন তাতে বরষার দুচোখে প্লাবন নেমে এল।

অনেকক্ষণ পর হবু বর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এসব কথা আমাকে কেন বলছেন'।

বড় আপা মোহনীয় কণ্ঠে বললেন, 'আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনার উপকার করতে চাই'।

হবু বর বললেন, 'সরি, যিনি নিজের বোনের ক্ষতি করেন, তার উপকার আমি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই'।

বরষার হৃদয় দুলে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে বড় আপা প্রচন্ড কর্কশ স্বরে এমন সব গালিগালাজ শুরু করেছে যা শুনে বরষার গা রি রি করতে লাগল। ভদ্রলোক কেন ফোন রেখে দিচ্ছেন না সে বুঝতে পারল না। কিন্তু উনি কোনো জবাবও দিচ্ছেন না। প্রায় পনেরো মিনিট পর আপা নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনি আছেন না রণে ভঙ্গ দিয়েছেন?'

হবু বর বললনে, 'আছি'।

বড় আপা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাহলে কিছু বলছেন না যে?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'আপনি তো পাগল, পাগলের কথায় কোনো জবাব দিতে হয়

www.islaminonesite.com

না'।

বড় আপা ফোন ছুঁড়ে মেরে তারস্বরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। বরষা ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'ফোন রাখবেন না, প্লিজ। আমি জানি আপনি শুরু থেকেই শুনছেন'।

বরষা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'বড় আপার আচরণের জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত। বিশ্বাস করুন, আমি ওকে থামাতে গিয়েছিলাম কিন্তু ও ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে'।

হবু বর বললেন, 'কোনো সমস্যা নেই। উনি যেকোনো কারণেই চান না আমাদের বিয়েটা হোক। আপনি যে কাজটা করবেন তা হল, এই ব্যাপারে আপনি কাউকে জানাবেন না, আপার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করবেন। ওনাকে সফল হতে দেওয়া যাবে না, সুতরাং খেয়াল রাখবেন ওনার কারণে যেন বিয়েটা না ভাঙ্গে'।

বরষা অবাক হয়ে বলল, 'এইমাত্র ও যা যা বলল, যা করল তারপরও আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

হবু বর বললেন, "উনি যা বলেছেন সব মিথ্যা– আপনিও জানেন, আমিও জানি। উনি তো এমন বাজে কথা আমার ব্যাপারেও বলেছিলেন। তারপরও তো আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন, তাহলে আমি কেন আপনাকে অবিশ্বাস করব?'

'কিন্তু'

'কিন্তু কি?'

'বিয়ের পর আপনি আমাকে কথা শোনাবেন না তো?'

'শুনুন, আপনার বোন পাগল– আমি সুস্থ মস্তিষ্কের। আপনার কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে এখনই বলতে পারেন'।

বরষা হাসতে হাসতে ফোন রেখে দিল। পরে রাহি আর বরষা কথা বলতে বলতে হাসি থামাতেই পারছিল না!

বিয়ের আর সাত দিন বাকী। বরষা রাহিকে ফোন করে ক্লান্ত গলায় বলল, 'আমি আর পারিনা রে!'

রাহি বলল, 'আবার কি হল?'

'বড় আপা আম্মাকে আল্টিমেটাম দিয়েছে এই বিয়ে হতে পারবে না। হলে সে আর কোনো দিন এই বাসায় আসবে না। আব্বা বাড়ি গিয়েছিলেন তা তো জান। উনি বাড়ি থেকে রওয়ানা দিয়েছেন। আব্বা এলেই আব্বা-আম্মা ওদের বাসায় গিয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে আসবে'।

রাহি কি করবে বুঝে পেল না। এতদিন পর মেয়েটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল, ওর

www.islaminonesite.com

বোন নিজের হিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে ওকে নিজ হাতে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছেন। বাসায় আবার সান্ধ্য আইন। মাগরিবের পর বের হওয়া যাবে না। কিচ্ছু না ভেবে সে বরষাকে বলল, 'আমি আসছি'।

তখন মাগরিব পার হয়ে প্রায় এশার সময় হয়ে এসেছে। বহুকষ্টে আম্মুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একজন escort জোগাড় করে রাহি যখন বরষার বাসায় এসে পৌঁছল তখন এশার আজান হচ্ছে। সে কখনো আব্বু আম্মুকে ছাড়া রাতে বের হয়নি। ওর নিজেরই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। তবুও বান্ধবীকে সাহায্য করার তাগিদে সে যখন বরষাদের ঘরে ঢুকল তখন শুধু ড্রইং রুম ছাড়া সর্বত্র অন্ধকার। বরষার ভাইরা বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। আন্টি বেডরুমে শোয়া। বরষা আন্টির দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁদছে। বড় আপা বিজয় সেলিব্রেট করার জন্য বাসায় চলে গিয়েছেন।

রাহির আওয়াজ পেতেই আন্টি এসে ওকে বেডরুমে নিয়ে বসালেন। বেচারিকে পুরো পাগলের মতো দেখাচ্ছে।

উনি রাহিকে সামনে বসিয়ে বললেন, 'মাগো, আমার দুই মেয়ের মাঝে পড়ে আমি শেষ! ছোট মেয়ে বলে এখানে বিয়ে না হলে ও আর বিয়েই করবে না। বড়টা বলে এখানে বিয়ে হলে সে আর বাসায় আসবে না। এখন আমি কি করি বল তো?'

রাহি ঢোক গিলে বলল, 'আন্টি, আমি অনেক ছোট। কিন্তু আপনি আনুমতি দিলে আমি ক'টা কথা বলতাম।'

'বল মা!'

'আপনার বা আংকেলের কি ছেলে বা ছেলের পরিবারের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা আপত্তি আছে?'

'না রে মা, আমাদের তো ঐ বাড়ির সবাইকে খুব পছন্দ আর আমার মেয়ে তো যেদিন ওকে দেখতে এল সেদিন থেকেই শাশুড়িকে মা ডাকতে শুরু করেছে! জান, ভদ্রমহিলা ওকে প্রতিদিন ফোন করেন?'

'তার মানে এখানে আপত্তি শুধু বড় আপার, তাইতো?'

'জ্বি'।

'বিয়েটা কি বড় আপার না বরষার?'

'বিয়ে তো বরষার'

'বড় আপা তো বিয়ে করে ফেলেছেন, তাই না আন্টি? উনি বিয়ে করার সময় কার কার পরামর্শ নিয়েছিলেন?'

'কারোর না! জানায়ও তো নাই!'

www.islaminonesite.com

'তাহলে আপনারা বরষার বিয়েতে ওনার কথাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন?'

'ও যে নাছোড়বান্দা মা! বলছে এই বিয়ে হলে ও আর আসবে না।'

'আপনারা তো স্বেচ্ছায় ওনাকে বহু বছর এই বাসায় আসতে দেননি। আরো কিছুদিন না আসুক। বরষার বিয়েটা হয়ে গেলেই উনি আবার আসা শুরু করবেন। কিন্তু ওনার একটা অহেতুক আবদারের জন্য আপনারা বরষার জীবনটা কেন নষ্ট করবেন? সে তো আপনাদের সবাইকে নিয়ে, সবার মানসম্মানের প্রতি খেয়াল রেখেই সুখী হতে চায়। সে যখন আপনাদের এত খেয়াল রাখে, আপনি কি চান না আপনার এই মেয়েটি সুখী হোক?'

আন্টি মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'আমার মাথা আর কাজ করে না মা। তুমি বল আমি কি করব, যা বলবে তাই করব'।

'ঠিক তো আন্টি? ওয়াদা?'

'হ্যাঁ মা, ওয়াদা'।

'আপনি বিসমিল্লাহ বলে বরষার বিয়েটা দিয়ে দেন। বড় আপা আসতে চাইলে আসবে, না এলে না এল। ওনার বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে গিয়েছে না? বরষার বিয়ের পরেও সব ঠিক হয়ে যাবে'।

রাহির কথাটা আন্টির খুব পছন্দ হল। কিছুক্ষণ পর আংকেল এসে পৌঁছলে সে তাঁকেও একই কথা বলল। আংকেল ওকে বসিয়ে রেখেই বরষার হবু শ্বশুরবাড়িতে ফোন করলেন, 'বাড়ি থেকে এসেছি তো, অনেক ক্লান্ত লাগছে। আজকে আর না আসি। না না, তেমন জরুরি কিছু না। এমনেই দেখাসাক্ষাতের জন্য আসতে চাচ্ছিলাম। এখন ইনশাল্লাহ বিয়ের আসরেই দেখা হবে বেয়াই। আসসালামু আলাইকুম'।

সাতদিন পর বরষার বিয়ে হয়ে গেল।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৪

রাশিদ ভাইকে নিয়ে অফিসে হাসাহাসির অন্ত নেই। মানুষটা হঠাৎ করেই দিনরাত এক্সারসাইজ করছে, মাপঝোঁক করে খাওয়া দাওয়া করছে। অথচ উনি পারলে দুই কদমও হাঁটেন না! একদিন রাহি ঠাট্টাচ্ছলে বলেই ফেলল, 'কি রাশিদ ভাই, আমাদের হবু ভাবীকে ইম্প্রেস করার জন্যই কি এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা?' রাশিদ ভাই ভীষণ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'অনেকটা তাই'। এত্তবড় লোকটাকে মেয়েদের মতো লজ্জা পেতে দেখে সে হাসি সামলাতে পারল না। ওর উচ্ছসিত হাসি শুনে রাশিদ ভাই পালিয়ে বাঁচলেন।

এবার অফিসে জল্পনা কল্পনা শুরু হল রাশিদ ভাই কাকে বিয়ে করার জন্য ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডসাম হবার চেষ্টা করছেন। তিনি কিছুদিন আগে বাড়ি থেকে ফিরলেন। তাই অধিকাংশ ধারণা করল তিনি মেয়ে দেখার জন্য বাড়ি গিয়েছিলেন। কেউ কেউ ধারণা করল অফিসের সুন্দরী ফারহানা– যে তাকে প্রায়ই ফুল দিয়ে যায় আর তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিকটস্থ কোনো পুরুষ বন্ধুকে সমর্পণ করে কৃতার্থ করেন, হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁর মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে।

রাহির অতসব ভাবাভাবিতে কাজ নেই। রাশিদ ভাই বিয়ে করবেন জেনে সে চটপট কয়েকটা হিসেব করে নিল। প্রথমত যে মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করবেন সে কয়েকটি ফ্রি উপহার পাবে। যেমন কেউ কখনো রাশিদ ভাইকে নামাজ কাজা করতে দেখেনি। যায় জবাবদিহিতার ভয় আছে সে নিশ্চয়ই একটি মেয়েকে ঠকাবে না। তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত তাতে তিনি চাইলে ঘুষ খেয়ে লাল হয়ে যেতে পারেন কিন্তু তিনি একটি পয়সাও কখনো খেয়েছেন বলে কেউ বলতে পারবে না। বরং রাহিকে তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ম্যাডাম, পৈত্রিক সূত্রে একখানা বাড়ি পেয়েছি, যা বেতন পাই তাতে বাবা মা, দুটো বোন আর আমার খাওয়া পরা হয়ে কিছু বাঁচে। মানুষের সুখী হওয়ার জন্য আর কত চাই বলুন?' এটা রাশিদ ভাইয়ের আরেকটা গুণ। অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে বড় সাহেব পর্যন্ত সবার সাথে তিনি একই ব্যবহার করেন। তাই সবাই এই সদালাপী আর হাসিখুশি মানুষটাকে খুব পছন্দ করে। দ্বিতীয়ত, কোনো মেয়েকে সুখী এবং সৌভাগ্যবতী করার এটা মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং, রাহি হিসেব করতে শুরু করল আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে কাকে কাকে রাশিদ ভাইয়ের জন্য দেখা যায়।

www.islaminonesite.com

হিসেব নিকেশ করে দুজনকে ওর পছন্দ হল। ব্যাস, যেই ভাবা সেই কাজ। রাশিদ সাহেবের মাকে ফোন করে জানাল, 'আন্টি, আমার পরিচিত এই দুজন মেয়ে অসম্ভব ভালো। এদের মধ্যে একজনকে আপনি রাশিদ ভাইয়ের জন্য দেখতে পারেন'। কিন্তু আন্টি শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ফোন রেখে দিলেন, এত ভালো দুটো প্রস্তাব দিল সে, অথচ তিনি কোনো আগ্রহ দেখালেন না! ভীষণ রাগ হল ওর। কিন্তু পরে ভাবল হয়তো তিনি মেয়ে দেখে ফেলেছেন।

ওদিকে দুদিন পর বাসায় একটা ফোন এলো। আব্বুর চেহারা দেখেই সে বুঝতে পারল ওর জন্য কোনো প্রস্তাব এসেছে। সে মনে মনে আরেকটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।

রাহিদের পরিবার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। এখানে ধর্ম নিতান্ত অপাংক্তেয় বা একেবারেই অনুপস্থিত। যারা ধর্ম পালন করে তারাও ধর্মের ব্যাপারে স্বচ্ছ কোনো ধারণা না থাকায় এ ব্যাপারে লজ্জিত থাকে। এর মধ্যে রাহি ধর্ম নিয়ে অল্পস্বল্প লেখাপড়া করে যখন পুরোপুরি ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল তখন এই ব্যাকওয়ার্ড মেয়েকে নিয়ে আত্মীয়স্বজন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন– এর কি হবে গো?! প্রথমে উপদেশ, তারপর অনুরোধ, তারপর আদেশ, শেষমেশ গালাগাল করেও যখন তাকে পর্দার মতো বাড়াবাড়ি থেকে নিভৃত করা গেল না তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন রাহিকে বিয়ের মাধ্যমেই সংশোধন করতে হবে। সুতরাং, রাহিও যথারীতি যেকোনো প্রস্তাব এলেই যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠত– বিয়ে না করার যুদ্ধ।

তবে এক্ষেত্রে ওর বিশেষ একটা সুবিধা ছিল। ওর আব্বু সবসময় ওর সাথে খোলাখুলি আলাপ করতেন, মাঝে মাঝে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করতেন, কিন্তু ওর মতামত পছন্দ হোক বা না হোক তিনি রাহির সিদ্ধান্তকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। তাই বরাবরের মতোই তিনি ওকে জানালেন, 'তোমার জন্য একটা প্রস্তাব এসেছে। রাশিদের আব্বা রাশিদের জন্য তোমার কথা বললেন। এখন তুমি হ্যাঁ বললে আমি আলাপ করতে পারি'। রাহি প্রথমে বুঝতে পারল না, 'কোনো রাশিদ?' এবার আব্বু একটু অবাক হলেন, 'তোমার অফিসের রাশিদ। তুমি কিছু জান না?' রাহি হতভম্ব হয়ে গেল, 'বলে কি? প্রতিদিন দেখা হয় লোকটার সাথে, কই উনি তো কিছু বলেননি!' সে আব্বুকে বলল, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে কাল বা পরশু জানাব'।

পরদিন অফিসে গিয়ে রাহি সম্পূর্ণ অফিস তোলপাড় করে ফেলল, 'রাশিদ সাহেব কই?' শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া গেলে সে ডেকে মিটিং রুমে নিয়ে গেল। বেচারার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোথায় লুকাবেন খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু রাহির তখন আহ্লাদিপনার মুড নেই। সে চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঘটনা কি বলুন তো?'

রাশিদ সাহেব খুব গোবেচারা চেহারা করে বললেন, 'কি ঘটনা ম্যাডাম?'

www.islaminonesite.com

রাহির মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল, 'আপনি কি করার চেষ্টা করছেন?'

রাশিদ সাহেব আরো মিইয়ে গিয়ে বললেন, 'কই কিছু না তো!'

রাহি এবার ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'আপনি আমাদের বাসায় প্রস্তাব পাঠালেন কি বুঝে?'

রাশিদ সাহেব ইতস্তত করে বললেন, 'ম্যাডাম, জবাব দেব কি? আপনার চেহারা দেখেই তো ভয় লাগছে!'

হঠাৎ রাহির হাসি পেয়ে গেল। সে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'এবার বলুন আপনার উদ্দেশ্য কি?'

'ম্যাডাম, আমার উদ্দেশ্য আপনি সদয় হলে আপনাকে বিয়ে করা'।

'মানে?', খিঁচিয়ে উঠল রাহি।

কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল যে ও রেগে গেলে রাশিদ সাহেবের কথা গুলিয়ে যায়। বহু কষ্টে চেহারাসুরত ঠিক করে সে যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'শুনুন, আমি বিয়ে করব না। শুধু আপনাকে না, কাউকেই করব না। আপনি বরং আমার ফুফাত বোন বা বান্ধবীকে দেখুন। আমি আপনার আম্মাকে ওদের ব্যাপারে জানিয়েছি'।

'ঠিক আছে, তবে কেন করবেন না যদি একটু জানাতেন'।

'পুরুষরা বিয়ে করলে মনে করে মেয়েটাকে কিনে ফেলেছে। তার কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি পছন্দ, স্বাধীনতা থাকে না– আমি ঐভাবে থাকতে পারব না, তাই বিয়ে করব না।"

'আমি আপনার স্বাধীনতায় কোথাও কখনো হস্তক্ষেপ করব না, আমি আপনাকে আকাশে মুক্ত স্বাধীন ঘুড়ির মতো উড়তে দেব, তারপর বলুন।"

রাশিদ সাহেবের গলার স্বরে, চেহারায় আত্মবিশ্বাসের ছাপ– কেমন যেন অন্যরকম লাগছে! রাহি খুব অবাক হয়ে গেল, উনি হঠাৎ এত কনফিডেন্স পেলেন কোথা থেকে?! সেও সিরিয়াস হয়ে বলল, 'আপনি আসলে কি করতে চাচ্ছেন বলেন তো?'

এবার রাশিদ সাহেবকে দেখতে তেমনই গম্ভীর দেখাচ্ছে যেমন তিনি কাজের সময় হয়ে যান, 'শুনুন ম্যাডাম। আপনি সবার সমস্যা সমাধান করেন। কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে আপনারও কোনো সমস্যা থাকতে পারে, থাকতে পারে কোনো কষ্ট বা কোনো অনুভূতি। আমি জানতে পেরেছি আপনি ইসলাম পালন করার জন্য কি struggle করছেন। আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে চাই। নতুবা আমার এই মূহূর্তে বিয়ে করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না'।

রাহি এ প্রথম কিছু বলার মতো ভাষা হারিয়ে ফেলল।

www.islaminonesite.com

বাসায় গিয়ে রাহি আব্বুকে জানাল সে এই বিয়ের প্রস্তাবে আগ্রহী। আব্বু ভীষণ অবাক হলেন। কারণ সে কখনো কোনো প্রস্তাবে ন্যূনতম আগ্রহ দেখায়নি। এত বন্ধুবান্ধবের মাঝে কখনো কোনো ছেলেকে ভালোলাগার কথা বলেনি। কোনো পেশার লোক তাকে আকর্ষণ করেনি– বরং একবার এক ডাক্তারের ব্যাপারে তাকে বোঝাতে গেলে সে ছুরি নিয়ে বলেছিল, 'ঠিক আছে, আমি এই ছুরি দিয়ে ঐ ডাক্তারের পেট চিরে দেব, তারপর যদি সে নিজে নিজে জোড়া দিতে পারে তাহলেই বুঝব সে কত বড় ডাক্তার'। তারপর থেকে তিনি আর রাহিকে ঘাটান না। এই প্রস্তাবে আগ্রহ দেখানোতে তিনি ঠিক ধারণা করলেন তাঁর মেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করেছে। কিন্তু রাহির কিছু করার নেই।

দুদিন পর রাশিদের বাবা চাচা এল, ওর আব্বু আর চাচার সাথে কথা বলে ওদের বাসায় যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে গেল। পরদিন ওদের বাসা থেকে এসে রাহির আম্মু হুলস্থুল ক্ষেপে গেলেন। এই বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না! ঐ বাড়িতে সব মহিলা পর্দা করে। তাঁর মেয়ে গেঁয়ো ভূত হয়ে যাবে। রাহির আব্বু বললেন, 'বিয়ে তো তোমার না, দেখি রাহি কি বলে'। 'রাহি কি বলে মানে? বললাম তো এই বিয়ে হবে না'। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। চাচা সবাইকে শান্ত হতে বলে রাহিকে নিয়ে আলাদা ঘরে চলে গেলেন।

রাহির মাথায় হাত দিয়ে চাচা বললেন, 'মারে, আমি কখনো আমার নাজনীনের সাথে তোকে আলাদা করে দেখিনি। বাপ হিসেবেই তোকে কটা কথা বলি। রাশিদ খুব ভালো ছেলে, ওর পরিবারকেও আমার খুব ভালো লেগেছে যদিও ওরা চালচলনে আমাদের থেকে আলাদা। তবে কি জানিস মা, তুই চাইলে আরো ওপরে যেতে পারিস। বাকিটা তুই যা সিদ্ধান্ত নিবি আমি তোর সাথে পথের শেষ পর্যন্ত আছি'।

আম্মুর পাগলামীর পর চাচার এই কথায় রাহির চোখে পানি এসে গেল। সে বলল, 'চাচা, এর পরে যাই হোক, তোমার একথা আমি সারাজীবন মনে রাখব'।

একটু পর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'চাচা, একেক জনের কাছে একেকটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। যে যা চায় তার কাছে বিবেচনার দিক থেকে সেটাই ওপরে। তোমরা ভাবছ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, টাকা-পয়সা, গাড়ি বাড়ি যার আছে সে ওপরে। আর আমি ভাবছি যে ইসলামের পথে আমার সঙ্গী হবে সে আমার বিবেচনার সবার ওপরে। পৃথিবীতে স্বল্পকালীন কিছু কষ্ট করে নেওয়া যায়, কিন্তু অল্প সুখের জন্য অনন্তকাল কষ্টভোগ করার কি কোনো অর্থ আছে বল? আমি এখানেই বিয়ে করতে চাই'।

'ঠিক আছে মা, আমার আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই। বাকিটা আমি দেখব'।

চাচার পরামর্শে আব্বু রাশিদের সাথে কথা বললেন। বাসায় ফিরে তিনি রাহিকে বললেন, 'এই ছেলে তোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আর সম্মান দেবে– আমি জানি সুখী

www.islaminonesite.com

হওয়ার জন্য আমার মেয়ের কাছে এই স্বাধীনতা আর সম্মান কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমার এই বিয়েতে আর কোনো আপত্তি নেই'। স্বামীকেও ঝুঁকে পড়তে দেখে রাহির আম্মু ক্ষেপে গিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। রাহির এঙ্গেজমেন্টের সময় তিনি এলেন না। মেহেদি লাগানোর ব্যবস্থা করলেন আব্বু আর বান্ধবীরা মিলে। শেষ পর্যন্ত বিয়ের আগের দিন চাচা অনেক সাধ্য সাধনা করে ভাবীকে ঘরে ফিরিয়ে আনলেন।

হলভর্তি লোকজনের সামনে সং সেজে বসে থাকা রাহির কাছে এত বিরক্তিকর ছিল যে সে বিয়ে বাড়িতে যেতে আগ্রহী ছিল না। তবু যেতে হল। বিয়ে বাড়িতে দুইপক্ষের পার্থক্য ওর কাছে স্পষ্ট ধরা পড়ল। নদীর দুই ধারকে মেলানো হয়তো এর চেয়ে সহজ! সে বুঝতে পারল এ বিয়ে যুদ্ধের শেষ নয়, শুরু। তবে এবার সে একা নয়, সাথে আছে এমন এক বন্ধু যে তার সাথে পথের শেষ পর্যন্ত যাবে।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৫

বহুদিন পর দুই বান্ধবী মন ভরে গল্প করার সুযোগ পেল। মিনা বাপের বাড়ি এসেছে কদিন থাকতে। রাহির বর গেছে ঢাকায়। এ সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? দু'জনেই এখন মিনার বাপের বাড়ি। বসে আছে ড্রইং রুমের ঝুল বারান্দায়। গভীর রাত। বাসার আর সবাই ঘুমে অচেতন। কিন্তু দুই বান্ধবীর তাতে ন্যূনতম মাথা ব্যাথা নেই। মিনাদের বাড়ির আশপাশটা কেমন যেন একটু গ্রাম গ্রাম ধরণের, রাতের বেলা ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জোনাকির আলো দেখা যায়। সাথে শেষরাত্রির একটু একটু বাতাস, আকাশে চাঁদের আলোর বন্যার মাঝে তারাদের সাঁতার কাটা। চমৎকার লাগে রাহির।

'তুই কেমন আছিস সত্যি করে বল তো রাহি?', তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মিনা, যেন দৃষ্টি দিয়েই সত্যটা উদ্ঘাটন করে নেবে আজ।

ওর অনুসন্ধিৎসু চেহারা দেখে হাসি সামলাতে পারে না রাহি, 'কি বললে তোরা সবাই বিশ্বাস করবি যে আমি ভালো আছি?'

'আচ্ছা, তুই হলি একটা আগুনের গোলা আর রাশিদ ভাই হলেন পানির ড্রাম; তুই অসম্ভব রকম স্বাধীনতা পেয়ে বড় হয়েছিস– যেমন তুই রাজি বলে আঙ্কেল বিয়ে দিয়ে দিলেন। আর দেখ ডাক্তার সাহেবের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার তোকে ভাড়া করে আনতে হয়েছে! তারপর একটা কনজার্ভেটিভ পরিবেশে গিয়ে তুই কি করছিস– এসব নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি রে!'

'শোন, লেকচার দিচ্ছি না, তবে আমার অভিজ্ঞতা বলে দু'জনের বেসিক মানসিকতায় মিল থাকলে আর বাকি ব্যাপারগুলো উল্টো হলে সম্পর্কটা ভালো হয়, বৈচিত্র আসে, একজন অপরজনের থেকে কিছু শিখতে পারে। ভেবে দেখ আমরা দু'জনেই হুলস্থুল মেজাজি হলে কবে একজন আরেকজনকে খুন করে ফেলতাম!'

মিনা হাসতে হাসতে বলে, 'এখনো যে করিসনি তাতেই তো আমরা অবাক হয়ে যাই! আর পারিবারিক ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য, সেগুলো সামাল দিস কিভাবে?'

রাহি গম্ভীর হয়ে বলে, 'একেবারে ভিন্ন দুই পরিবেশ থেকে এসে একে অপরের সাথে একেবারে মিশ খেয়ে যাওয়া সহজ নয়। এর জন্য উভয় পক্ষের সময় প্রয়োজন, সহনশীলতার প্রয়োজন আর দরকার একে অপরকে বোঝার আগ্রহ। তবে ইসলাম আমাদের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে, পরস্পরকে সম্মান করতে, একে অপরের

www.islaminonesite.com

প্রতি সহনশীল হতে শেখায়। রাশিদ সাহেব খেয়াল রাখেন তাঁর পরিবার যেন আমাকে ভুল না বোঝে, আর আমাকে আগে ভাগে বলে দেন কার কি পছন্দ, কেমন মনোভাব। তাহলে যেকোনো পরিস্থিতি বোঝা, সামাল দেওয়া সহজ হয়ে যায়'।

'মজার পার্টনারশিপ তো তোদের! আহারে আমার খালাত ভাইটা যদি একটু বুদ্ধি খরচ করত!'

অবাক হয় রাহি, 'কেন রে, ভাইজান আবার কি অন্যায় করল?'

'তুই চাকরিতে ঢুকার পর থেকে তো তোকে পাওয়াই মুশকিল। কত কথা যে জমে আছে! জানিস তো ভাইজান বিয়ে করেছে।'

'হ্যাঁ'।

বিয়ের আগে ভাইজান বলত, 'মিনা, দেখিস আমি এমন মেয়ে বিয়ে করব যে আমার সাথে মিলে আমাদের পরিবারটাকে সংশোধন করে ইসলামের পথে নিয়ে আসবে'। ওর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে খুঁজে পেতে এ রকম একটা মেয়ে ঠিক করলাম। খালা, খালাত বোনরা কিছুতেই রাজি না। এই মেয়ে তাদের সাথে মিশ খাবে না– ওরা সিরিয়াল দেখতে গেলে এই মেয়ে ওদের নামাজের জন্য ডেকে নিয়ে যাবে, ওরা বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য পার্লারে সাজতে যাবে আর এই মেয়ে ঢেকে ঢুকে ওদের সাথে গেলে ওদের স্মার্ট ইমেজের বড্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। ওরা ভাইজানকে বলল, 'তুমি আগে আমাদের পছন্দের একটা মেয়ে দেখ, তারপর তোমার ভালো না লাগলে না হয় ঐ মেয়েকেই বিয়ে কর'। ওরা দেখে শুনে এক অসাধারণ সুন্দরীকে দেখাল আর ভাইজান এক বলেই কুপোকাত! বিলকুল ভুলে গেল ওর সমস্ত সংকল্প, পরিকল্পনা। ভাবী খুবই ভালো মেয়ে, খালা আর খালাত বোনদের সাথে ওর সম্পর্ক খুব ভালো– বাসার সবাইকে দাওয়াত দিয়ে সিরিয়াল দেখতে বসে, প্রত্যেক বিয়েতে নতুন কাপড়, নতুন সাজ। কিন্তু ভাইজান কি পেল? ওর পরিবার কি পেল?'

রাহি কি উত্তর দেবে খুঁজে পায় না।

হঠাৎ ফুঁসে ওঠে মিনা, 'সেদিন ভাইজান দেখা করতে এসেছিল। বলে, 'আমার বৌ আমাকে ভালোবাসে না– নামাজ পড়ার ব্যাপারে গাফলতি করে, মাথায় তো দূরে থাক গায়ে পর্যন্ত ঠিকভাবে ওড়না দেয় না, কত বইপত্র এনে দেই কিন্তু ওর পড়ার কোনো ইচ্ছা বা জানার কোনো কৌতুহল নেই'। মনে মনে বলি, 'ব্যাটা তুই মেয়েদের কি মনে করিস? যে পাত্রে রাখা হবে সেই পাত্রের আকৃতি ধারণ করবে? মেয়েরা কি মানুষ নয়? এতদিন সে যে বিশ্বাস, ধ্যানধারণা নিয়ে বেড়ে উঠেছে, তুমি বলবে আর সে সুবোধ বালিকার মতো সব ত্যাগ করে নিজেকে তোমার রংয়ে রাঙিয়ে নেবে? কোথায় পেয়েছ এসব ফালতু ফিলসফি? বেচারি নিজের সৃষ্টিকর্তাকেই ভালোবাসতে শেখেনি, তোমাকে ভালোবাসবে কোথা থেকে?' বাইরে বললাম, 'বিয়ে যখন করে ফেলেছ শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর'। রাহি, 'ঘোড়াকে পানির কাছে নিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু তাকে জোর

www.islaminonesite.com

করে পানি খাওয়ানো যায় না। ওকে এই ভুলের মাশুল সারা জীবন গুণতে হবে'।

বেশ কিছুক্ষণ দু'জনেই নীরব। তারপর কি যেন ভেবে মিনা একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। রাহি চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায়, 'কি ভাবছিস?'

'এই যে যারা ইসলাম বোঝে তারা বিয়ে করার সময় ইসলামকে প্রাধান্য দেয় না, ফলে দু'জনেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়'।

'বুঝলাম না'।

'শোন, এমনিতেই আমরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করলেও ইসলাম প্রকৃতপক্ষে বুঝে, জানে বা মানে এমন মানুষের সংখ্যা কজন? তার ওপর ভাইজানের মতো ছেলেরা, যারা নিজেরা ইসলাম বোঝে, তারা এমন মেয়েদের বিয়ে করছে যাদের প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। ফলে না তারা নিজেরা সুখী হতে পারছে না পারছে স্ত্রীদের সুখী করতে। যখন তাদের সন্তান হচ্ছে তখন সন্তানেরা মায়ের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা পাচ্ছে না আর বাবা-মায়ের প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বে সন্তান সবসময় মায়ের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তাছাড়া ভেবে দেখ, যে পুরুষ বিয়ে করার সময় উদাসীন– তুই কি মনে করিস সে সন্তানের জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য তৎপর হয়? ফলে দ্বিতীয় জেনারেশনে যেতে না যেতেই ঐ পরিবার থেকে ইসলামের বিলুপ্তি। তারপর দেখ এর উল্টো চিত্র। সামান্য কটা ইসলাম জানা ছেলে যখন অন্যত্র বিয়ে করছে তখন যে কটা মেয়ে ইসলাম জানে তাদের বিয়ে করতে হচ্ছে এমন ছেলেদের যারা ইসলাম বোঝে না। ফলে তারা প্রথমেই মেয়েগুলোকে পর্দা ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। আমাদের মেয়েদের ছোটবেলা থেকে স্বামীর অধিকার সম্পর্কে এমন আকাশচুম্বি ধারণা দেওয়া হয় যে তা স্বয়ং কোরআনে কি আছে তাকেও ছাড়িয়ে যায়। ফলে যদি আল্লাহর কথা আর স্বামীর কথা দ্বান্দ্বিক হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সে যে স্বামীকে 'না' বলার অধিকার রাখে, এটুকু অধিকার সে প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সামাজিক একটা চাপ তো আছেই। একটা ঘরের একটা পিলার যদি তুই ফেলে দিস আগে পরে পুরো ঘরটাই ড্যামেজ হয়ে যাবে। সুতরাং যে মেয়েটা তার জীবনের সবচেয়ে অর্থবহ অবদান রাখার সম্ভাবনার শুরুতেই কম্প্রোমাইজ করে, সে আর কখনো উঠে দাঁড়াতে পারে না। ফলাফল, এই পরিবারে প্রথম জেনারেশন থেকেই ইসলামের বিলুপ্তি। বৃহত্তর পরিসরে গিয়ে দেখ এক বিশাল নামধারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে যাদের অধিকাংশই কালিমা পর্যন্ত জানে না। ফলে জনসংখ্যা জরিপে মুসলিমদের যে বিশাল সংখ্যা দেখে আমরা আনন্দিত হই সেটাই তো আসলে আমাদের দুঃখিত হবার কারণ!'

মিনার চিন্তার গভীরতায় রাহির মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছিল।

কিছুক্ষণ চিন্তায় মশগুল থেকে রাহি বলল, 'মিনা, আমাদের ছেলেরা এভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিয়ের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কেন সেটা তো একটু ভাববি!'

www.islaminonesite.com

মিনা বলল, 'ওদের মাথার সমস্যা তাই'।

'হেসে ফেলল রাহি, 'তুই হুলস্থুল রেগে আছিস, নইলে তুই নিজেও দেখতে পেতি। মাথার সমস্যাই বটে! আমাদের বাপ মায়েরা নিজেরা অল্পবয়সে বিয়ে করেছে। তারপর খুব তাড়াতাড়িই ভুলে গিয়েছে অল্পবয়সে মানুষের চিন্তাভাবনা অনুভূতিগুলো কেমন থাকে। আমাদের এই সমাজে এতরকম প্রলোভন, পথভ্রষ্ট হওয়ার এত বেশি সুযোগ যে আমাদের এই ভাইবোনগুলোকে বাঁচানোর জন্য যথাসময়ে বিয়ে দেওয়ার বিকল্প নেই। কিন্তু আমাদের গার্ডিয়ানদের আমাদের পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, বিদেশ যাওয়া নিয়ে যত টেনশন তার ১% টেনশনও নেই তাদের সন্তানদের চরিত্র বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারে। ছেলেমেয়েরা লজ্জায় বলতে পারে না আর বাবা-মায়েরা ভাব করে তারা কিছু বোঝে না। এই লজ্জা লজ্জা খেলায় একসময় বলি হয়ে যায় চরিত্র বা সংকল্প– যে উইকেট আগে পড়ে। বাবা-মায়েদের বললে বলে, 'সে কি চাকরি করে? ওর বৌকে খাওয়াবে কি?' আচ্ছা বাবা, আমার বোন যদি বিয়ের পরেও মাসের পর মাস জামাই নিয়ে বাচ্চা নিয়ে আমাদের বাসায় থাকে, খায়, লেখাপড়া করে তাতে তোমাদের গায়ে লাগে না আর ছেলের বৌ এলেই যত সমস্যা? সে তো নিজের রিজিক নিয়েই আসে। কিন্তু আমাদের সমাজে এখনো ছেলের বৌদের মনে করা হয় সে পরিবারে দেবে কিন্তু পরিবার থেকে পাওয়ার তার কোনো হক নেই– যতদিন সে কর্মক্ষম থাকে ততদিন তার শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হয়। আর অসুস্থ হলেই দাও পাঠিয়ে বাপের বাড়ি! মাঝখানে ছেলেটার চরিত্র মাটি হয়ে যায়'।

মিনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বুঝি রে রাহি, সব বুঝি। আমাদের এই মধ্যরাতের আড্ডায় আমরা দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করে ফেলি অথচ বাস্তবে আমরা কতটুকুই বা করতে পারি?'

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে দুই বান্ধবী পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, কবে সেখানে আলো ফুটবে?

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৬

মাহমুদ আর ওর মা যেন দুই দেহ একপ্রাণ। এই ছেলেটিকে মা যেমন ভালোবাসেন, তেমনি ছেলেও মায়ের প্রতি বিশেষ যত্নশীল। সে কখনো মাকে নিরাশ হতে দেয়নি। লেখাপড়ায় যেমন এগিয়ে ছিল সবসময়, ঠিক তেমনি পড়ালেখা শেষ করেই ভালো চাকরি পেয়েছে নিজ যোগ্যতায়। মাহমুদের মা, সুলতানা বেগমের অনেক আশা এবার ছেলেকে বিয়ে করাবেন। সে চাকরি পাওয়া মাত্র উনি মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন। অনেক দেখেশুনে ওনার বান্ধবী শায়লার মেয়েকে পছন্দ হল।

একদিন মাহমুদ অফিস থেকে আসতেই উনি খাবার টেবিলে কথাটা তুললেন। মা-ছেলের মাঝে কোনো ব্যাবধান ছিল না। মাহমুদ বলল, 'বেশ তো, তোমার পছন্দ হলে আমার তো মনে হয় পছন্দ হবে'।

মা বললেন, 'আমি ওর একটা ছবি এনেছি, দেখবি?'

মাহমুদ বলল, 'নাহ, চেহারা দেখে কি হবে? তবে ওর সাথে একবার কথা বলা গেলে ভালো হত। যার সাথে সারা জীবন থাকব তার মনমানসিকতা আমার সাথে মিলবে কিনা সেটা একটু যাচাই করে নিলে মনে হয় খারাপ হয় না'।

ছেলে আপত্তি করেনি তাতেই মা খুশি। বললেন, 'আমি কালই শায়লার সাথে কথা বলে মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করছি'।

শায়লা জানালেন, 'কাল মেয়ের রেজাল্ট দেবে, অনার্স থার্ড ইয়ার। দুপুর নাগাদ সে বাসায় চলে আসবে। তোমরা মা ছেলে বিকেলে চলে আস। তাহলে আমরা দুই বান্ধবী ডাইনিং রুমে বসে গল্প করব আর ওরা ড্রইং রুমে বসে যা বলার, যা জানার সব সেরে নিতে পারবে। আমরা ওদের দেখতে পেলাম আর ওরা ওদের মতো কথা বলতে পারল'।

প্রস্তাবটা সুলতানার পছন্দ হল। মাহমুদকে বললে সেও জানাল কাল বৃহস্পতিবার বলে অফিসে কাজের চাপ বিশেষ নেই। সুতরাং সে একটু আগে আগে চলে আসতে পারবে।

পরদিন মাহমুদ আর সুলতানা বেগম মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে চললেন মেয়ে দেখতে। শায়লা প্রস্তুত ছিলেন। মেহমানদের যথাযথ অপ্যায়ন করে উনি মেয়েকে ডাকলেন। মেয়ে এলে উনি মাহমুদের সাথে মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুলতানাকে বললেন,

www.islaminonesite.com

'চল তো আমরা খাবারগুলো ভেতরে নিয়ে যাই!' মাহমুদ ইশারা বুঝতে পারল। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সাথে ভনিতা করে লাভ নেই, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমাদের মায়েরা এত বছর ধরে বান্ধবী হওয়ার পরও আমাদের কেন আজই প্রথম দেখা হচ্ছে?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল।

সে বলল, 'আমার মনে হয় প্রথমে নিজের ব্যাপারে কিছু বলা উচিত। বাবা নেই। মা অনেক কষ্ট করে আমাকে মানুষ করেছেন। সুতরাং, আমার প্রথম প্রায়োরিটি থাকবে আমার মাকে দেখাশোনা করা। দেখাশোনা আমিই করব, কিন্তু আমার স্ত্রীকে এই ব্যাপারে সহনশীল হতে হবে। আমার মায়ের পেছনে আমার সময় বা টাকা-পয়সা ব্যয় নিয়ে বাড়াবাড়ি বা অশান্তি করা যাবে না'।

মেয়েটি আবার মাথা নাড়ল।

মেয়েটির চুপচাপ ভাব দেখে মাহমুদের কেমন যেন খটকা লাগল, সে বলল, 'আপনার কি কোথাও পছন্দ আছে? থাকলে বলুন, আমি কাউকে জানাব না, বলব আমার এখানে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই'।

এবার মেয়েটি নড়েচড়ে বসল, 'নাহ, আমার কোথাও পছন্দ নেই'।

'আপনার যদি আমাকে পছন্দ না হয় তাও আপনি সরাসরি বলতে পারেন। বিয়ে তো আর বারবার করা যাবে না, সুতরাং মনে কোনো অশান্তি রেখে রাজি হবেন না'।

মেয়েটি কিছু বলল না। এই অবস্থায় মাহমুদ কি বলবে খুঁজে পেলনা। শেষমেশ বলল, 'আপনার আজ রেজাল্ট দেওয়ার কথা ছিল, রেজাল্ট কেমন হল?'

মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

মেয়েটির ইতস্তত ভাব মাহমুদের চোখ এড়াল না। সে বলল, 'দেখুন, আমি আবারও বলছি। বিয়ে আমার কাছে অত্যন্ত সিরিয়াস একটা ব্যাপার। আশা করছি আপনিও ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না। আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?'

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল।

বাসায় এসে সুলতানা বেগম গদগদ হয়ে ছেলেকে বললেন, 'কি? মেয়েটা অসম্ভব সুন্দর না?'

মাহমুদ বলল, 'হ্যাঁ'।

'ওরা খুব ভদ্রলোক'।

'জ্বি মা, শায়লা আন্টিকে দেখলে বোঝা যায়'।

www.islaminonesite.com

'ওদের আর্থিক অবস্থাও আমাদের মতোই, সুতরাং তোকে কেউ ছোট করবে না'।

'জ্বী মা'।

'তাহলে শায়লাকে হ্যাঁ বলে দেই?'

'না মা'।

'সে কি? কেন?'

'আমি আরেকটু ভেবে দেখি'।

'কেন বাবা? বলছিস তো পছন্দ হয়েছে। তাহলে এত ভাবাভাবির কি আছে?'

'এত না মা একটু। কি যেন একটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। আমাকে দু'টা দিন সময় দাও'।

মা চোখ কপালে তুলে চলে গেলেন।

পরদিন মাহমুদ মায়ের কাছে মেয়েটির ছবি চেয়ে নিল। মা খুশি হয়ে গেলেন যে ছেলে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। মাহমুদ ছবি নিয়ে বন্ধু হাবিবের বাসায় গেল। জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হল যে হাবিবের বোন আর তার দেখা মেয়েটি একসাথে পড়ে। সে হাবিবকে বলল, 'তোর যদি আপত্তি না থাকে আমি একটু দিশার সাথে কথা বলতে চাই'।

হাবিব বলল, 'আপত্তি কিসের? দিশা, একটু এদিকে আর তো! মাহমুদ একটু কথা বলবে', মাহমুদকে চোখ টিপে বলল, 'এই উসিলায় যদি ওকে পড়ার টেবিল থেকে তোলা যায়!'

দিশা এসে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, ভাইয়া! মিষ্টি খান। আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি'।

চমকে উঠল মাহমুদ। কিন্তু কেউ কিছু বোঝার আগে সে মুখে একটা আস্ত মিষ্টি পুরে দিয়ে ভাবতে লাগল এর পরে কথা কিভাবে এগোনো যায়।

মিষ্টি শেষ করে সে দিশাকে বলল, 'আচ্ছা, এই ছবিটা দেখ তো! এই মেয়েটাকে আমাদের এক আত্মীয়ের জন্য দেখা হচ্ছে। শুনলাম সে তোমার সাথে পড়ে। ওর ব্যাপারে কি জানো বল তো?'

দিশা ছবি দেখে একটু ইতস্তত করতে লাগল। মাহমুদ বুঝতে পারল না কি সমস্যা।

সে বলল, 'কি দিশা? মেয়েটার কি বয়ফ্রেন্ড আছে?'

দিশা তাড়াতাড়ি বল, 'নাহ ভাইয়া। ও ভালো মেয়ে'।

'তাহলে কি?'

www.islaminonesite.com

'আপনি তো বরপক্ষের লোক। আপনাকে বলা যাবে না'।

মাহমুদ মরিয়া হয়ে উঠল, 'শোন, বিয়ের ব্যাপারে লুকোচুরি করতে হয় না। তুমি নির্দ্বিধায় বল। বরপক্ষকে কি বলতে হবে আমি বুঝে শুনে বলব'।

দিশাও সমান মরিয়া হয়ে বলল, 'আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। ভাইয়া, আমি বলতে চাচ্ছি না'।

মাহমুদের এবার আরো খটকা লাগল। সে বলল, 'দিশা, আমার জানা প্রয়োজন কি এমন ঘটনা যা তুমি বলতে চাইছ না!'

হাবিব বলল, 'বলে দে দিশা, তুই না বললেও কেউ না কেউ বলবে। মাহমুদ দায়িত্বশীল ছেলে। সে বরপক্ষকে বুঝে শুনে যা বলার তাই বলবে'।

দিশা মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাইয়া, প্লিজ আপনি কাউকে বলবেন না। ও ভালো মেয়ে কিন্তু পড়াশোনায় মন নেই। প্রতিবার কোনোক্রমে থার্ড ক্লাসে পাশ করে আসছে কিন্তু বাবা-মায়ের ভয়ে বাসায় গিয়ে বলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। গতকাল কে যেন ওকে দেখতে এসেছে। ও বলে দিয়েছে ও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। পরে আমাকে ফোন করে বলল। আমার ব্যাপারটা ভালো লাগেনি ভাইয়া। সে যা বলেছে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সে বাবা-মাকে মিথ্যা বলছে সেটাই যথেষ্ট খারাপ কথা। তার ওপর একটা বাইরের মানুষকে এ রকম একটা মিথ্যা বলা আমার ঠিক মনে হয়নি। এই বিয়েটা হলে ঐ ভদ্রলোক সব জানতে পারবেন। তখন উনি ওর বাবা-মাকে প্রতারক মনে করবেন। এটা কি ওর বাবা-মায়ের প্রতি সুবিচার হবে?'

মাহমুদ দিশাকে আশ্বস্ত করে চলে এল।

বাসায় এসে মাহমুদ মাকে জানিয়ে দিল সে এ বিয়ে করবে না। সুলতানা বেগমের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এটুকু ব্যাপারে বিয়ে না করার কোনো যুক্তি নেই। আবার চিন্তায় পড়ে গেলেন ছেলে কিছুতেই রাজি না হলে তিনি বান্ধবীকে কি বলবেন। শেষে রাগ করে তিনি মাহমুদের সাথে কথা বন্ধ করে দিলেন, অসুস্থতার ভান করলেন। কিন্তু ছেলে কিছুতেই গলল না।

কয়েকদিন পর খাবার টেবিলে সুলতানা বেগম চুপচাপ খাচ্ছেন আর মাহমুদ চোখে কৌতুক নিয়ে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে বলল, 'মা, সত্যি করে বল তো, তুমি কি শায়লা আন্টিকে কি বলবে সেটা নিয়ে বেশি চিন্তিত নাকি তোমার ছেলে সুখী হবে কিনা সেটা নিয়ে?'

সুলতানা বেগমের গলায় ভাত যেন আটকে গেল। ছেলের সাথে কথা না বলার সংকল্প ভুলে গিয়ে উনি বললেন, 'বাবা, তোর সুখই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তুই কেন এটুকু কথার ওপর বিয়েতে নারাজ সেটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বল। আমি তো এই মেয়ের আর কোনো ত্রুটি দেখি না'।

www.islaminonesite.com

'দেখ না সেটা ঠিক না মা, বল দেখতে চাও না। দেখ মা, কথাটা এটুকু আবার অনেক বড়ও বটে। আমিও জানি আমাদের সাংসারিক জীবনে সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলেও যা ফেল করলেও তা। ওর রেজাল্টের ফলে আমাদের দাম্পত্য জীবনে কোনো হেরফের হবে না। কিন্তু আমি যার সাথে সারাজীবন সংসার করব তার ওপর আস্থা রাখতে পারাটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে যদি আমাকে জানাত সে ফেল করেছে তাহলেও আমি বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হতাম। কিন্তু যে আমাকে এত তুচ্ছ একটা বিষয়ে মিথ্যা বলল তাকে আমি আমার জীবন দিয়ে কিভাবে বিশ্বাস করব? আমি কি করে বুঝব যে সে আমাকে অন্যান্য ব্যাপারেও মিথ্যা বলছে না?'

মা তার ভুল বুঝতে পেরে নিজের ভুলের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। কিন্তু মাহমুদ তাঁর চেহারা দেখে বুঝতে পারল এই ভাবনাটা মায়ের মনেও দোলা দিয়েছে আবার তিনি এটাও চিন্তা করেছেন যে বান্ধবীকে কি বলবেন।

মাহমুদ চেয়ার ছেড়ে মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে বসল, মায়ের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মা, আমি তো তোমারই ছেলে, তুমি না বললেও বুঝি তোমার মনে কি কাজ করছে। শায়লা আন্টিকে আমাদের বলার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা কেন রাজি না। মেয়েটার রেজাল্ট বিষয়ে কিছু বলে ওর জীবনটা বিষিয়ে দেয়ার কোনো দরকার নেই আমাদের। আন্টিকে বল, আমার ছেলে খারাপ, সে এক জায়গায় প্রেম করে, বা যা তোমার বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এটুকুর জন্য আমাকে এমন বিয়ে করতে বাধ্য কর না মা যাকে তোমার ছেলে কোনো দিন মন থেকে বিশ্বাস করতে পারবে না'।

সুলতানা বেগমের চোখে পানি চলে এল। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে উনি বললেন, 'আজ আমার ছেলেই আমাকে শেখাল কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল! আজকে আমার খুশির অন্ত নেই রে বাবা! তুই চিন্তা করিস না। আমি তোকে কোনো কিছুতে বাধ্য করব না। এ কদিন তোকে যে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য তুই আমাকে মাফ করে দে বাবা। আমি এখনই শায়লার সাথে কথা বলছি'।

মাহমুদ শুনতে পেল মা ফোনে বলছেন, 'শায়লা? হ্যাঁ, সুলতানা বলছি। না রে বোন। আমার ছেলেটা একটা আস্ত পাগল। কিছুতেই সে এখন বিয়ে করতে রাজি হয় না। বলে নতুন চাকরি, এখন ওখানেই কনসেন্ট্রেশন দেওয়া জরুরি। যাক, সময় তো পড়েই আছে। তোমার মেয়েরও অনার্স শেষ হতে আরো একবছর বাকি। দেখা যাক এই এক বছরে ওরা বিয়ের জন্য প্রস্তুত হয় কিনা। ঠিক আছে বোন, রাখি। আবার পরে কথা হবে'।

মাহমুদ মুচকি হেসে শুতে চলে গেল। মায়েরা বোঝে সবই, কিন্তু কেন যে পাগলামী করে!

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৭

মাহমুদ বুঝতে পারছে না কান্নার শব্দ কোথা থেকে আসছে। দেখার চেষ্টা করছে, কিন্তু চোখ ফেরাতে পারছে না। ওর চোখ আটকে আছে দিশার চেহারায়। চেহারাটা সুন্দর না। চোখের নিচে গাঢ় নীলবর্ণের কালি পড়েছে, ঠোঁট ফেটে চৌচির, মুখ শুকিয়ে চিমসে গেছে। কিন্তু ওর চোখ দু'টো– আহ! যে চোখ দুটো তাকিয়ে আছে ওর মরণাপন্ন বাবার চেহারার দিকে, সে চোখের মায়া আর সবকিছু মলিন করে দিয়েছে যেন! এই মায়া যেন পৃথিবীর সব গতি থমকে দেবে, এই প্রচন্ড ভালোবাসা বুঝি ওর বাবাকে বাঁচিয়ে তুলবে এই মরণব্যাধি থেকে! কিন্তু কান্নাটা থামছেই না! কাঁদছে কে? দিশার চেহারা থেকে চোখ না সরিয়েই মাহমুদ কি যেন একটা সুইচ চাপ দিল আর সাথে সাথে শুনতে পেল হাবিবের কণ্ঠ, 'মাহমুদ, বাবা আর নেই!' মাহমুদের ঘুম ছুটে গেল। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসে সে বলল, 'আমি এক্ষুণি আসছি'।

হাবিবের বাবা সাত দিন আগে স্ট্রোক করেছেন। হাবিব প্রথমেই মাহমুদকে ফোন করল গাড়ির জন্য। ওরা ছোটবেলা থেকেই একসাথে পড়েছে, একসাথে খেলেছে, দুজনে সব দুঃখকষ্ট ভাগ করে নিয়েছে। দুজনের সামাজিক স্ট্যাটাসের বৈষম্য সবার চোখে ধরা পড়লেও ওরা দুজন কেন যেন ব্যাপারটা কখনো খেয়ালই করেনি। মাহমুদ সারাজীবন সবকিছুতে এগিয়ে থেকেও কখনো লেখাপড়ায় হাবিবকে টপকাতে পারেনি। হাবিব সবসময় বলত, 'তোর তো বাবা ছাড়া আর কোনো কিছুর অভাব নেই আর আমাদের মেধা ছাড়া আর সবকিছুর অভাব– এভাবেই আল্লাহ ভারসাম্য বজায় রাখেন, হা হা হা'। হাবিবের বাবাকে হাসপাতালে নেওয়ার মূহূর্ত থেকে মাহমুদ হাবিবের পাশেই ছিল এই সাতটা দিন। এমনকি রাতে বাসায় ফিরে শুতে গেলেও সেলফোনটা বালিশের পাশে রাখত যেন হাবিব ফোন করলেই ধরতে পারে। রেডি হওয়ার জন্য আলো জ্বালাতেই ঘড়িতে চোখ পড়ল, রাত দুটো বেজে তের মিনিট।

হাবিবের বাবা মাহমুদের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকদের কখনো খুব একটা টাকাপয়সা হয় না, তাঁরও হয়নি। তবে সম্মান ছিল সবার কাছে। তিনি ছেলেমেয়েদের আর কিছু দিতে না পারলেও উত্তম শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন। হাবিব ভালো রেজাল্ট করে চাকরি পাওয়ার পর থেকে পরিবারটি কেবল একটু সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্যারের ভাগ্যে এই সুখ বেশিদিন ছিল না হয়তো।

হাসপাতালে পৌঁছেই মাহমুদ দেখতে পেল এরই মাঝে একটা ছোটখাট ভিড় জমে

www.islaminonesite.com

উঠতে শুরু করেছে। হাবিবের করুণ মুখটা দেখে সে আশ্বস্ত করল, 'তুই বস, আমি সব ব্যবস্থা করছি'। স্যারকে শেষবারের মতো দেখার জন্য বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সে দেখতে পেল চাচি অবুঝ শিশুর মতো কাঁদছেন, 'তুমি কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে!...' যে মেয়েটা গত সাতটা দিন বাবার পাশ ছেড়ে এক মূহূর্তের জন্য নড়েনি, সেই দিশাকে কোথাও দেখা গেল না।

মাহমুদ জানে এখন অনেক কাজ। দাফন-কাফন থেকে শুরু করে হাসপাতালের বিল দেওয়া পর্যন্ত সব যথাসম্ভব দ্রুত সারতে হবে। কিন্তু মনটা এত খারাপ! কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে নিজেকে সামলে নেওয়ার জন্য একটা মূহূর্ত নেওয়া কি খুব অন্যায় হবে? সে ভিড় কাটিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। মৃদু হাওয়া বইছে, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। মারা যাওয়ার জন্য সুন্দর একটি রাত। নাহ্! সময় নষ্ট করলে চলবে না। যাওয়া দরকার। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চাঁদের দিকে পেছন ফিরতেই মনে হল দেয়ালের সাথে কিসের যেন ছায়া। দিশা না? হ্যাঁ, দিশাই তো! মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে সে। নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে কে জানে কোন মহাশূন্যের পানে। ওকে দেখেছে বলে মনে হল না।

মাহমুদ ছোটবেলা থেকে হাবিবের বন্ধু হলেও দিশাকে খুব একটা দেখার সুযোগ হয়নি। মেয়েটাকে মনে হয় কেউই খুব একটা ঘুরাঘুরি করতে দেখেনি। বইপত্র নিয়েই থাকত। মাহমুদ ওর মায়ের দেখা মেয়ের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া ছাড়া ওর সাথে খুব একটা কথা হয়েছে বলেও মনে করতে পারল না। কিন্তু এই মেয়েটাই গত কদিন স্যারের পাশে থেকে যা করেছে, মাহমুদ কল্পনা করার চেষ্টা করেছে সে নিজের মায়ের জন্য এতটা করতে পারত কিনা। সে একবার ভাবল চলে যাবে, কারো গভীর কষ্টের মূহূর্তে তাকে একা ছেড়ে দেওয়াই হয়তো শ্রেয়। কিন্তু কেন যেন ওর মনে হল এই মেয়েটার আর কষ্ট পাওয়ার ক্ষমতা নেই– স্বপ্নের কথাটা মনে করেই কি?

সে ডাকল, 'দিশা'।

দিশা কেমন যেন ফাঁকা চোখে তাকাল, যেন চিনতে পারেনি। সে আবার বলল, 'দিশা, চাচি প্রচন্ড কান্নাকাটি করছেন, তোমার মনে হয় ওনার সাথে থাকা উচিত'।

দিশা কিচ্ছু না বলে টলতে টলতে মায়ের কাছে চলে গেল। মাহমুদের হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল। একজন মানুষ কি করে সর্বাবস্থায় নিজের চেয়ে অপরকে অগ্রাধিকার দেয়? সে কেন এই পরিবারটার মতো হতে পারে না?

পরদিন স্যারের দাফন হয়ে গেল। সবাই বাড়ি চলে গেল। একটা জলজ্যান্ত মানুষের শুধু কিছু স্মৃতি ছাড়া আর কোনো চিহ্ন রইল না।

একমাস পর সুলতানা বেগম আবার ছেলের কাছে বিয়ের কথা পাড়লেন। এবার যে মেয়ে পাওয়া গেছে তাতে তিনি খুশিতে গদ গদ। মেয়ে সুন্দরি, আগেই খোঁজ নিয়ে নিয়েছেন লেখাপড়ায় আহামরি না হলেও খারাপ নয়, অনেক বড়লোকের কন্যা। মাহমুদ বলল, 'মা, তোমার দেখা মেয়ে আমি দেখব, অবশ্যই দেখব। কিন্তু আমি একটা মেয়ে

www.islaminonesite.com

দেখেছি, তুমি দেখবে?'

সুলতানা বেগম মুচকি হেসে বললেন, 'বাহ! আমার ছেলে প্রেম করছে আর আমি টেরই পাইনি!'

মাহমুদ বলল, 'না মা, তুমি যা ভাবছ তা না। আমি একটা মেয়ে দেখেছি। মেয়েটা আহামরি সুন্দর না কিন্তু মায়া আছে। লেখাপড়ায় তুখোড়, কিন্তু অহংকার নেই। বাবা-মায়ের টাকা-পয়সার গরম নেই, কিন্তু আদব-কায়দায় জুড়ি নেই। আমার মনে হয় তোমার পছন্দ হবে'।

সুলতানা বেগম বললেন, 'আচ্ছা, দেখব আর কি'।

মাহমুদ বুঝল, মা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছেন না। সে বলল, 'মা, আমি আজিম স্যারের মেয়ে, হাবিবের বোনের কথা বলছি'।

মা চলে যাচ্ছিলেন, সটান দাঁড়িয়ে গেলেন। একমূহূর্ত পর উনি যখন ওর দিকে ঘুরলেন মাহমুদ স্পষ্ট দেখতে পেলেন মায়ের চোখে অবিশ্বাস, 'তুই বলছিস কি? ওরা তো গরীব! মেয়ের বাবাও নেই। তুই কি ওর সাথে প্রেম করছিস?'

মাহমুদের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা, আমি প্রেম করলে সবার আগে তুমি জানতে। মেয়েটা জানেও না আমি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবছি, জানলে ও রাজি হবে কিনা তাও জানি না। হাবিবের সাথে পর্যন্ত আমার এ ব্যাপারে কোনো কথা হয়নি। আর তুমি কি আবোল তাবোল ভাবছ! তুমিই আমাকে শিখিয়েছ সব মানুষই সমান, গরীবের জন্য তোমার মন কাঁদে, অথচ নিজের ছেলের বেলা তুমি গরীব বলে একটা মেয়ের শিক্ষা-দিক্ষা, পরিবার, স্বভাবচরিত্র সব তুচ্ছ করে কেবল তার আর্থিক অবস্থাটাই দেখলে?! আর বাবার কথা বলছ? বাবা তো আমারও নেই!...'

বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে মাহমুদ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাত দিন পর মা আর মাহমুদ খেতে বসেছে। গত সাত দিন মা খুব একটা কথা বলেননি মাহমুদের সাথে। খাবার মাঝখানে মা ইতস্তত করে ভাতের গ্রাসটা মুখে দিতে গিয়েও নামিয়ে রাখলেন। ভাতের প্লেটের দিকে তাকিয়েই বলতে শুরু করলেন, 'বাবা, তুই আমাকে আবারও শেখালি। ছোটবেলা থেকে তোকে শিখিয়ে আসছি ইসলামে ধনী গরীব, কালো-ধলোর কোনো পার্থক্য নেই। অথচ আমি মেয়ে দেখার সময় ঠিকই এই পার্থক্য করেছি। আজ বিশ বছর ধরে এই পাড়ায় আছি, কোনো দিন দিশার ব্যাপারে বা ওর পরিবারের ব্যাপারে খারাপ কিছু শুনিনি। আজিম স্যারের দুই ছেলেমেয়েই লেখাপড়ায়, আদব-কায়দায় শ্রেয়। আর ওদের পরিবার যে নিজেরা কষ্ট করেও অন্যের কষ্ট লাঘব করার জন্য ছুটে আসে তা তো কতবার স্বচক্ষে দেখেছি! নইলে ওরা অনেক ভালো অবস্থায় থাকতে পারত। হাবিব ছেলেটা ওর বাবার অসুস্থতার সময় আমাদের

www.islaminonesite.com

কাছ থেকে যা টাকা ধার করেছিল, না চাইতেই শোধ করতে শুরু করেছে সেই প্রথম সপ্তাহ থেকে। অথচ কত বড়লোকের কাছে টাকার জন্য ধর্ণা দিতে হয় কতবার! কি আশ্চর্য! এই মেয়েটাকে আমি চোখের সামনে দেখেও ওকে কখনো আমার ছেলের জন্য কল্পনাও করিনি'। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সুলতানা বেগম, 'কত ক্ষুদ্র মন আমার! বলা কত সহজ অথচ কার্যত আমি প্রমাণ করলাম বলা আর করা এক জিনিস নয়!...'

মাহমুদ চেয়ার ছেড়ে মায়ের পায়ের কাছে বসে মায়ের চোখের দিকে তাকাল যেখানে চিকচিক করছে ক'ফোঁটা অশ্রু, 'মা, তোমার মন যে কত বড় তুমি নিজেই জান না! মানুষ ভুল করে আবার সেই ভুলের ওপরেই দণ্ডায়মান থাকে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছি তুমি নিজেকে বিশ্লেষণ কর, সংশোধন কর, নিজের ভুল অকপটে স্বীকার কর। আমার এই মাকে আমি এমন এক বৌ এনে দিতে চাই যে তাকে দেখেশুনে রাখবে, কোনো কষ্ট পেতে দেবে না। আর কষ্ট যদি আসেই তবে তা তোমার সাথে ভাগ করে নেবে। মা, যে নিজের বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে সে অন্যের বাবা-মাকেও সম্মান করতে জানে। আমার দিশার সাথে কখনো কোনো আলাপচারিতা হয়নি। কিন্তু ও ওর বাবার জন্য যা করেছে, আমি তখনই ভেবেছি আমার মায়ের জন্য আমি এমনই এক দরদি মেয়েকে চাই'।

ছেলের কথায় মা আর অশ্রু সামলাতে পারলেন না, ভাত হাতেই ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

দুদিন পর মাহমুদ আর ওর মা হাবিবের বাসায় গেল। হাবিবের মা স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাদের অপ্যায়ন করলেন, স্বামীর শেষ দিনগুলোতে তাদের সাহায্যের কথা স্মরণ করে তাদের ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু মাহমুদের মা দিশার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কথা জানাতে চাচি কেমন যেন ভড়কে গেলেন। 'আপা, আপনারা অনেক বড়লোক। আপনি বলেছেন এটাই আমাদের জন্য অনেক বড় ব্যাপার', চাচির গলার স্বর মিইয়ে গেল। মা কি বলতে চাইছেন বুঝতে পেরে হাবিব বলল, 'আন্টি, আমরা আপনাদের কাছে যারপরনাই কৃতজ্ঞ, মাহমুদ আমার বাবার জন্য যা করেছে তা কেবল একজন আপন ভাইই করতে পারে। কিন্তু আমরা সামাজিকভাবে আপনাদের অনেক নিচে। আমি চাই না আমার বোন মনে করুক আমরা আপনাদের থেকে কোনো ফায়দা নেওয়ার জন্য তাকে আপনাদের কাছে বিয়ে দিচ্ছি'। সুলতানা বেগম আর যাই মনে করে আসুন না কেন, এমন বাঁধার সম্মুখীন হবেন ভাবেননি। তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন।

মাহমুদ মায়ের পাশ থেকে উঠে হাবিবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'চাচি, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, দিশাকে ডাকুন। ওর ব্যাপারে কথা হচ্ছে সুতরাং ওর শোনা দরকার'।

চাচি ইতস্তত করে দিশাকে ডাকলেন। দিশা কিছুক্ষণ পর ওড়না ঠিক করতে করতে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করল, চোখে ঘুম ঘুম ভাব। সুলতানা বেগম এই প্রথম মনোযোগ দিয়ে মেয়েটিকে দেখলেন। হালকা পাতলা, মায়াবী চেহারা, বাবার চেহারার ছাপ আছে, লেখাপড়া করতে করতে নিজের যত্ন নেওয়া হয় না কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন ঠিক

www.islaminonesite.com

মতো যত্ন নিলে মেয়েটির স্বাস্থ্য চেহারা দেখার মতো হবে। আফসোস হল কেন তিনি চোখের সামনে থাকা এই মেয়েটির কথা আগে ভাবেননি। হাবিব দিশাকে সব খুলে বলল। দিশা হতবাক হয়ে মাহমুদের দিকে তাকাল। সুলতানা বেগমের কোনো সন্দেহ রইল না যে আসলেই এমনকি দিশার সাথেও মাহমুদের কোনো আলাপ হয়নি।

সুলতানা বেগম উঠে মেয়েটির কাছে গিয়ে চিবুক ধরে তাকে আদর করলেন। তাঁর মনে হল এটি যেন তাঁর নিজেরই মেয়ে! তিনি ওর পাশেই বসে পড়লেন, 'আপা, আমার কোনো মেয়ে নেই। আপনার মেয়েটি আমাকে দিন। আমি বৌ নয় মেয়ে চাইতে এসেছি। সেক্ষেত্রে কোনো সামাজিক পার্থক্য বা দেনাপাওনার হিসেব আমাদের মাঝে বাঁধার দেয়াল রচনা করতে পারে না, তাই না?'

চাচির চোখের কোণ থেকে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হাবিব মাহমুদকে জড়িয়ে ধরল, দিশা সুলতানা বেগমের আঁচলে মুখ লুকাল– মা ছেলে দুই ভাইবোনের কাঁধের ওপর থেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল– সে হাসিতে আত্মার বন্ধন।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৮

একদিন অফিসে কাজ করছি, এমন সময় পিয়ন এসে বলল, 'আপা, এক মহিলা এসেছেন আপনার সাথে দেখা করতে, ভিজিটর্স রুমে বসে আছেন'। আমি হাতের কাজটা গুছিয়ে নিতে নিতে সে ফিক করে হেসে বলল, 'আপা, মহিলা মনে হয় পাগল!', তারপর হঠাৎ আমার ঈষৎ বিরক্ত চেহারার দিকে চোখ পড়তে সে আর কথা না বলে কেটে পড়ল।

দু'মিনিট পর ভিজিটর্স রুমের দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখি বিরাটকায় এক মহিলা, দেখেই বোঝা যাচ্ছে গর্ভবতী, উদভ্রান্তের মতো চুল, ওড়না মাটিতে গড়াচ্ছে কোনো খেয়াল নেই- মহিলা কে চিনতে পারলাম না। ভেতরে ঢুকতেই সে হঠাৎ তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতো আমার হাত দু'টো চেপে ধরে বলল, 'রেহনুমা, তুই আমাকে বাঁচা!' কোনো সম্ভাষন নেই, পরিচিতি নেই, চেহারাটা কাছে থেকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, 'রিমা না? কি রে তোর এই অবস্থা হয়েছে কি করে? কি হয়েছে তোর?'

এই বান্ধবীকে আমি কোনোদিন একটা চুল এদিক ওদিক হতে দেখিনি। ভীষণ রুচিশীল আর শৈল্পিক একটা মেয়ে ছিল সে। বিয়ে হয়েছিল আপন ফুপাত ভাইয়ের সাথে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম সে ভালো আছে যেহেতু ফুফু নিজে ওকে চেয়ে নিয়েছিলেন। বিবাহিতা বান্ধবীদের সবার খোঁজখবর করা হত ওরা ভালো আছে কি'না, রিমার খোঁজ কোনোদিন করা হয়নি। সে নিজেও সব বান্ধবীদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে কেউ ভাবেনি সে কষ্টে আছে। এখন ওকে দেখে ভীষণ অপরাধবোধ হতে লাগল। তাড়াতাড়ি ওকে বসালাম। ওর জন্য নাস্তা পানির ব্যবস্থা করলাম। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওর এই অবস্থা হোল কি করে।

রিমার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। সে যা বলল তার সারমর্ম হোল, বিয়ের পরদিন থেকেই ফুফু কেবল শাশুড়িই হয়ে গেলেন, যেই ফুফু ওকে এত আদর করতেন তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। উনি উঠতে বসতে ওকে কথা শোনাতেন, জ্বালাতন করতেন, অন্য বৌদের ওর সামনে আদর করতেন আর ওদের সামনে ওকে হেয় করতেন। ও নিজেই বুঝে পেলনা ও কি অন্যায় করেছে। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হযে মনে করে ও ওর বাবামা বা আর কোনো আত্মীয় পরিজনকেই একথা বলতে পারল না। বান্ধবীরা শুনলে কি মনে করবে ভেবে সে আমাদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এক সময় ওর নিজের ওপরেই ঘৃণা চলে এলো, 'আমি যদি এতই

www.islaminonesite.com

খারাপ হই তাহলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি?' স্বামীর কাছ থেকেও সে কোনো সহযোগিতা পেল না, পেল সহানুভূতি কিন্তু সেটা ওকে এই সার্বক্ষণিক মানসিক অত্যাচার থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখে না।

একসময় ও বুঝতে পারল ওর মধ্যে আরেকটি জীবনের অস্তিত্ব। এ সময় মেয়েরা শারিরীক মানসিক উভয় দিক থেকে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অত্যাচার কমল না। এমতাবস্থায় সে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে শুরু করল। হঠাৎ একদিন পেপারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখে ওর মনে হল নিজের জন্য না হোক, ওর অনাগত সন্তানের জন্য ওকে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। তাই সে এসেছে আমার কাছে। আমি তখন নিজেই লজ্জায় মারা যাচ্ছি যে এত কিছু হয়ে গেল অথচ আমরা কেউ ওর একটা খবর পর্যন্ত নিলাম না। জিজ্ঞেস করলাম আমি কিভাবে ওকে সাহায্য করতে পারি।

ও বলল, 'তুই যেভাবেই হোক আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা কর। আমার পাগল হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে হবে। যেকোনো উসিলায় আমার দিনের অন্তত কিছুটা সময় বাসার বাইরে থাকা দরকার। প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণ আমি স্বাভাবিক লোকজনের সাথে মিশতে চাই, স্বাভাবিক কাকে বলে আমি ভুলেই গেছি'।

একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, 'তুই যেটা চাচ্ছিস সেটা যে আমার জন্য কত কঠিন ব্যাপার! দু'মাস পরে বাচ্চা হবে এমন কাউকে কোনো প্রতিষ্ঠানেই নিতে চাইবে না কারণ এর সাথে আছে ম্যাটার্নিটি লীভ, বেতন আর ঈদ বোনাসের ব্যাপার'। কিন্তু ওর চেহারা দেখে সাহস হল না ওকে ক'মাস পর আসতে বলি, হয়তো ততদিনে সে আত্মহত্যা করে বসবে!

ওকে বসিয়ে রেখে ভেতরে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের সবার সাথে কথা বললাম। সবার আগেই উঠে আসল ম্যাটার্নিটি লীভ, বেতন আর ঈদ বোনাসের ব্যাপারটা। চাকরির দু'মাসের ভেতর যাকে এতসব সুবিধা দিতে হবে তাকে নেওয়া আদৌ যৌক্তিক কি না। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল আগে পরীক্ষা নিয়ে দেখা যাক আদৌ সে চাকরির জন্য উপযুক্ত কিনা। ওকে তিনদিন পর পরীক্ষার জন্য আসতে বললাম প্রস্তুতি নিয়ে, পরিপাটি হয়ে।

আশা মানুষের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে স্বচক্ষে দেখলাম তিনদিন পর। রিমাকে দেখে মনে হল যেন আমাদের আগের সেই রিমা। সে পরীক্ষা দিল এমনভাবে যেন এর ওপর ওর জীবনমরণ নির্ভর করছে। লৈখিক পরীক্ষার অসম্ভব ভালো করাতে প্রতিষ্ঠান ওকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকতে বাধ্য হল। আমি ওকে বলে দিলাম যে এই ইন্টারভিউর ওপরেই নির্ভর করছে ওর চাকরি পাওয়া না পাওয়া– আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকব সুতরাং ওর উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, কিন্তু ইন্টারভিউ ভালো না হলে আমি বোর্ডে থেকেও ওকে কোনো সাহায্য করতে পারব না।

সে আমাকে নিরাশ করল না। ইন্টারভিউতে সে বলল, 'এই চাকরিটাই হবে আমার

www.islaminonesite.com

আসল জীবন, সুতরাং আমি যে সিন্সিয়ারলি কাজ করব এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমি চেষ্টা করব ম্যাটার্নিটি লীভ সংক্ষিপ্ত করতে আর আমাকে এ সময় বেতন বা ঈদ বোনাস না দিলেও আমার কোনো সমস্যা নেই'। ওর চাকরি হয়ে গেল।

রিমা এত ভালো কাজ করতে লাগল যে অল্প দিনের মধ্যেই ওর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। ওকে অনেক স্বাভাবিক আর প্রাণবন্ত মনে হতে লাগল। দিনের একটা সময় হাসিখুশি থাকায় এবং লোকজন ওকে অ্যাপ্রিশিয়েট করায়, বাসায় যেসব নেতিবাচক কথাবার্তা ওকে আগে কষ্ট দিত সেগুলো ওকে আর ওভাবে স্পর্শ করতে পারত না। দু'মাস পর ওর একটা ফুটফুটে ছেলে হোল। সাতদিন পরই ও আবার ছেলে নিয়ে আসতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ওকে মানা করা হল, জানানো হল ও তিনমাস থেকে চার মাস ছুটির হকদার। কিন্তু ও আমাকে ডেকে বলল, 'তুই কি ভাবিস আমি তোদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সাতদিনের মধ্যে চলে এসেছি? আমি বাসায় থাকলে মরে যাবো রে!'

আমার প্রথম সন্তান হবার পর আমাদের প্রতিষ্ঠানে বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। খুব বেশি কিছু না, একটা রুম, রুমজোড়া বিছানা আর বাচ্চা দেখার জন্য একজন মানুষ। খেলনা আর খাবার মায়েরা নিয়ে আসবে। আমার সন্তানের জন্য এসব ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। আমার মেয়ে বড় হয়ে যাবার পর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই লোক রাখা হয়। তারপর থেকে মহিলা কর্মীরা তাদের শিশু সন্তানদের সাথে নিয়ে আসতে পারতেন। তাহলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজেরাই সন্তানদের তদারক করতে পারতেন। এতে যেটা লাভ হয় তা হল মায়েরা তাদের কাজের ব্যাপারে আরো আন্তরিক হয়ে যান এবং বাসায় ফেরার কোনো তাড়া থাকে না। রিমা এখানে বাচ্চা রাখতে শুরু করল আর ওর কাজ কমিয়ে দেওয়া হল যেন সে যথেষ্ট বিশ্রাম পায়।

দিনে দিনে ওর সুনাম আরো বাড়তে লাগল, ওর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, ওর স্বামী ওকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে শুরু করল। ওদিকে ওর শাশুড়ি যখন দেখলেন উনি ওকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, উনি মরিয়া হয়ে উঠলেন যেন সে চাকরি ছেড়ে দেয়। আমরা সবাই ওকে পরামর্শ দিলাম ও যেন ভুলেও এই কথায় কান না দেয়। এদিকে ঝামেলা করে কোনো ফলাফল হযে না বুঝতে পারে উনি ছেলেকে চাপ দিতে শুরু করলেন, 'আমি বাসায় থাকতে বৌ নাতি নিয়ে চাকরিতে যাবে কেন?" সাত মাসের সময়ই রিমার ছেলে একটু একটু হাঁটতে, কথা বলতে শুরু করেছিল। নয় মাসের সময় উনি সফল হলেন। রিমা ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রেখে আসতে বাধ্য হল।

একদিন বাসায় ফিরে রিমা একটু অবাক হল। ওর ছেলে এত চঞ্চল প্রাণবন্ত, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়, বকবক করে– সে কেন চুপচাপ শুয়ে আছে? হাত পায়ের পর্যন্ত কোনো নড়াচড়া নেই! সেই ছেলে আর কোনোদিনই নড়াচড়া করল না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, বিদেশ নিয়ে গিয়েছে কিন্তু সবাই বলল ওর ব্রেনের ভেতরে কোনো গুরুতর আঘাতে ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। অনেক পরে সে জানতে পেরেছিল যে ওর একবছরের শিশু ওর শাশুড়ির সামনেই কাজের মেয়ের হাত থেকে লাফ দিতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে

www.islaminonesite.com

নিচে পড়ে গিয়েছিল। উনি যদি সাথে সাথে জানাতেন হয়তো কিছু করা গেলেও যেতে পারত। কিন্তু বাচ্চার জ্বর বা দুর্বলতা জাতীয় স্বাভাবিক কোনো অসুখ ভেবে প্রায় দু'মাস অপেক্ষা করার পর যখন ওরা ডাক্তারের কাছে যায় তখন বাচ্চা সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে।

রিমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হল। হয়তো অপরাধবোধ থেকেই ওর শাশুড়ি ওকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। ওকে আলাদা বাসা নিতে হল। তার কয়েকবছর পর উনি অসুস্থ হয়ে পড়লে অন্যান্য বৌরা শাশুড়িকে দেখাশোনা করতে অপারগতা প্রকাশ করল। ওনার ঠাঁই হল এই রিমার বাসায়। ওর শাশুড়ি আর ছেলে একই রুমে থাকত। ওনার 'পাওয়ার প্লে'র সর্বশ্রেষ্ঠ শিকারকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখতে ওনার কেমন লাগত জানি না। তবে রিমা এই দুই রোগীকে নিয়ে কি আমানুষিক পরিশ্রম করেছে আমরা দেখেছি। ছেলে ততদিনে অনেক বড় হয়েছে, রিমার মতই বড়সড় গোছের। একবার ছেলেকে খাওয়ায় খাবার গ্রাইন্ড করে পাইপ দিয়ে, আবার শাশুড়িকে খাওয়ার। একবার ছেলেকে কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যায়, আবার শাশুড়িকে আলগে বাথরুমে নিয়ে যার।

এভাবে কয়েকবছর যাবার পর ওর শাশুড়ি গ্রামে ঈদ করার শখ করলেন। এই অসুস্থ বাচ্চা শাশুড়ি সব নিয়ে সে গ্রামের বাড়ি গেল বেশ কয়েকবার বাস নৌকা পরিবর্তন করে। ঈদের পরদিন উনি কোরবানীর গরুর নেহারি খেতে চাইলেন। রান্নার মধ্যখানেই রিমা শুনল ওর শাশুড়ির শ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি ওনার শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নেহারির ঝোল অল্প চামচে করে এনে খাওয়ালো। সে ফিরে আসার পর যখন ওর সাথে দেখা করতে গেলাম ও বারবার বলতে লাগল, 'আহারে, নেহারিতে বাগাড় দেয়ার আগেই উনি মারা গেলেন। বাগাড় ছাড়া ঝোলই ওনাকে দিতে হল'। আমি ওর দিকে হা করে চেয়ে রইলাম। যে ওকে এতটা কষ্ট দিয়েছে যে এত বিশাল শক্তপোক্ত একটা মেয়ে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, ওর প্রথম সন্তানকে পঙ্গু করে দিয়েছে চিরতরে, তার জন্য সে দুঃখ করছে, 'বাগাড় ছাড়া ঝোল ওনাকে দিতে হল'!

ক্যানাডা আসার আগে গিয়েছিলাম ওর সাথে দেখা করতে। ওর ছেলেটাকে খাওয়ানোর পর ও একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল পরবর্তী সন্তানদের স্কুলে পাঠানো নিয়ে। ওদের পাঠিয়ে ছেলের রুমে গিয়ে দেখে ওর গাল বেয়ে যে লালা পড়েছে সেখানে অসংখ্য পিঁপড়া, পিঁপড়ের কামড়ে গাল লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে কিন্তু বেচারার হাত চলে না যে সে পিঁপড়েগুলোকে সরিয়ে দেবে, কথা বলতে পারে না যে মাকে ডেকে বলবে। ওর কথা শুনে দুঃখে আমার চোখ জ্বলতে লাগল। কি বলে সান্ত্বনা দেব খুঁজে পেলাম না তাই চুপ করে রইলাম।

কিন্তু রিমা নিজেই বলল, 'জানিস, আমার এই ছেলে নিয়ে আমার অনেক দুঃখ। কিন্তু এর বিনিময়ে আমি অনেক কিছু পেয়েছি যা কাউকে বলে বোঝানো সম্ভব না। আমি

www.islaminonesite.com

আগে কখনো নিয়মিত নামাজ পড়িনি। কিন্তু আমার ছেলের এই অবস্থার পর থেকে আমি নামাজ পড়া শুরু করেছি আর ছাড়িনি। আল্লাহকে খুব কাছে মনে হয়। ওনার কাছে যখনই যা চাই তা পাই। আমি একসময় খুব ফূর্তিবাজ ছিলাম। কিন্তু এখন আমি ভালো কোনটা খারাপ কোনটা বুঝি এবং খারাপের থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি। এক সময় পর্দার ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এখন আমি পর্দা করে চলি। আগে পথের ধারে যেই শিশুগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখতাম না তাদের জন্য এখন খুব মায়া লাগে, কিছু করতে ইচ্ছা করে। আমি নিজেই বুঝি যে আমি এখন কোনো ব্যাপারে কষ্ট পাইনা, কেউ আমাকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না যদি আল্লাহ আমার সাথে থাকেন'।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম রিমার দিকে। আমার এই বান্ধবী একসময় বিশাল আকারের শক্তিশালী দেহের অধিকারী হয়েও কথার আঘাত সইতে না পেরে নিজেকে ধ্বংস করে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আর আজ সে এত সহ্যাতীত দুঃখের ভেতরেও পাহাড়ের মতো শান্ত অটল! বিশ্বাস বুঝি একেই বলে! ওকে দেখে আমার মনে হল আমি এক বেহেস্তী নারীর দিকে তাকিয়ে আছি!

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ৯

'আপা আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আমি আপনাকে পাগলের মতো খুঁজছি!

পেছন ফিরে গলার অধিকারীকে দেখে চিনতে অনেক বেগ পেতে হল। শায়লা ভাবী না? শায়লা ভাবীই তো! এ কি অবস্থা ওনার? বিধ্বস্ত চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল, ওনার ট্রেডমার্ক হাসিটাও মিসিং।

দুষ্টুমি করে বললাম, 'কি ব্যাপার ভাবী? আপনি কি আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন নাকি? আপনাকে তো চিনতেই পারছি না! তা বলুন, আমি আপনার কি খেদমত করতে পারি?'

শায়লা ভাবীকে আমার খুব ভালো লাগে। বিশাল বড়লোকের বৌ হয়েও ওনার মধ্যে কখনো কোনো অহংকারের ছায়া পর্যন্ত দেখিনি, আমাদের চেয়েও সাধারণভাবে চলেন, নিজেই বাচ্চাদের রিক্সায় করে স্কুলে আনা নেওয়া করেন। আমার হাত খুবলে ধরে বললেন, 'আপা, আমাকে একটু সময় দেন, আমি আপনার বাসায় আসব'।

অ্যাঁ! বলে কি? এত বড়লোক মানুষকে আমি কি দিয়ে অপ্যায়ন করব? আমার তো রান্নাঘর পর্যন্ত নেই– নিজেই খাই শাশুড়ি আম্মার দয়ায়! যাই হোক। বললাম, 'ভাবী, আমি বাসায় থাকার সুযোগ পাই খুব কম, আজকে তিনটা থেকে চারটা এক ঘন্টা বাসায় থাকব। আপনি আসতে পারেন কিন্তু দেরি করলে আমি সময় দিতে পারব না'।

উনি বললেন, 'আমি আসব'।

ওনার কথাবার্তা, চেহারায় একধরনের desperation দেখলাম। কিন্তু স্কুল ছুটির সময়, বাচ্চা আর বাবা-মায়েদের গিজগিজে ভিড়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না।

ঠিক তিনটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে ভাবী এসে উপস্থিত। আমি তখনও আম্মার বাসায়, ভাত খাচ্ছি। হাতে সময় কম, তাই বাচ্চাকে ওর দাদুর বাসায় রেখে শায়লা ভাবীকে আমার দু'কামরার ফ্ল্যাটে নিয়ে বসলাম।

উনি কোনো ভনিতা না করেই কথা শুরু করলেন, 'আপা, আমি আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে না গিয়ে আপনার কাছে এসেছি, আপনি প্লিজ আমাকে ফেরাবেন না। আমি শুনেছি আপনি লোকজনকে পরামর্শ দেন।

www.islaminonesite.com

আমি কোনো রাখঢাক না করেই আপনাকে আমার সমস্যার কথা খুলে বলব, প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন'।

বলতে যাচ্ছিলাম, 'আমি কবে থেকে পরামর্শদাত্রী হলাম?'

কিন্তু উনি আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আপনি হয়তো জানেন আমি আর আমার স্বামী দু'জনই খুব সাধারণ পরিবার থেকে এসেছি। প্রথমদিকে আমরা তেমন একটা সচ্ছল ছিলাম না। পরে ও একটা ব্যবসার সন্ধান পায়। ব্যবসা শুরু করার মতো পুঁজি ছিল না। তখন আমি বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার উপদেশ উপেক্ষা করে আমার সমস্ত স্বর্ণ বিক্রি করে সেই টাকা ওর হাতে তুলে দেই। দিনে দিনে আমাদের ব্যবসা জমে উঠতে শুরু করে। সে চাকরি ছেড়ে দেয়, নিজের কোম্পানি খুলে। এক সময় আমরা ভালো বাড়ি তৈরি করে, ভালো গাড়ি কিনে এমন এক জীবন গড়ে তুলি যার স্বপ্ন আমরা দুজনে মিলে দেখেছিলাম। বাচ্চারা প্রাচুর্যের মাঝে বড় হতে থাকে। আমি আমার শেকড়ের কাছাকাছি থাকার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু আমার মনে হতে থাকে কোথায় যেন আমার স্বামী সাদাতের শেকড়টা আলগা হতে শুরু করে।'

শায়লা ভাবীর চোখে স্বপ্ন জেগে উঠেছিল, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কথা শুরু করলেন, 'কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছিলাম সে কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কখনো কখনো সারারাত বাসায় আসে না। যখন আসে তখন এত ক্লান্ত থাকে যে আমাকে সময় দেয়ার মতো মুড থাকে না। প্রথম প্রথম আমি একে কাজের চাপ মনে করলেও এক সময় ওর আচরণে আমার সন্দেহ হতে শুরু করে। পরে একদিন ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে কিরা-কসম কেটে শক্ত করে ধরার পর উনি বলেন, 'ভাবী, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না? যে আগুনে সুন্দরী যুবতি সেক্রেটারীকে আপনার স্বামী সর্বত্র নিয়ে যান, উনি তার প্রেমে পড়েছেন। সাহেব তাকে বিয়ে করতে চান। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। ওনাকে বুঝাতে গেলে চাকরি যাবার ভয় দেখান। আপনাকে বলেছি জানলে কি করবেন কে জানে! ভাবী, উনি ভালো মানুষ। কিন্তু এখন উনি মোহগ্রস্ত। আপনি তাঁকে ফেরান'।'

উথলে ওঠা কান্নাকে ঠোঁট চেপে দমন করেন শায়লা ভাবী। একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, 'আপা, আমার মনে হল আমার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গেছে, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। একবার ভাবলাম সংসারের মুখে লাথি দিয়ে বাচ্চা দুটো নিয়ে চলে যাই। কিন্তু আপা, আমার পরিবারের আমাকে দু'বাচ্চাসহ প্রতিপালন করার সামর্থ্য নেই। এত বছর আমি কোনো চাকরি-বাকরি করিনি, লেখাপড়া থেকেও বিচ্ছিন্ন– বিশ্বাস করুন আমি মনে হয় অ আ পর্যন্ত ভুলে গেছি! আমি বাচ্চা দুটোকে কিভাবে বড় করব? আমি তাদের আমার মতো সাধারণভাবে মানুষ করার চেষ্টা করেছি। ওরা হয়তো অনেক কষ্ট করতে পারবে। কিন্তু ওদের যে পরিমাণ কষ্ট করতে হবে তা চিন্তা করলে আমার বুক ফেটে যায়। আবার ভাবি, আমার এত বছরের সংসার আমি

www.islaminonesite.com

বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেব?! কিন্তু আপা, আমার যে কোনো যোগ্যতাই নেই! যৌবনও যায় যায়। কি দিয়ে লড়ব আমি?'

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে উনি হঠাৎ তন্ময় হয়ে পড়লেন। আম্মার বুয়া এসে নাস্তা দিয়ে গেল। অপদার্থ বৌদের শাশুড়িদের অনেক জ্বালা। আমি নাস্তার কথা বলতে ভুলে গেছি বলে তাঁকেই মনে করে পাঠাতে হল।

শায়লা ভাবী নাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত না করে বললেন, 'আপা, আমার নাওয়াখাওয়া উঠে গেছে। আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন'।

আমি চুপ করে রইলাম।

উনি আবার বললেন, 'আপা, আমি আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি, আপনি আমাকে পরামর্শ দিন'।

আমি বললাম, 'আপা, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না'।

ওনার মুখটা অজান্তেই হা হয়ে গেল, 'আপা, আপনি আমাকে এভাবে মুখের ওপর না করতে পারেন না!'

আমি উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে প্রচন্ড রোদ, আকাশে একখন্ড মেঘ তার মাঝে ছায়া সৃষ্টি করে আছে। সেই ছায়া গিয়ে পড়েছে ঘন সবুজ নারকেল বাগানের মাঝে মাঝে যেখানে মাঝেমধ্যে উঁকি দিচ্ছে আমগাছ বা কাঁঠালগাছের মাথা। আহা! আমি যদি ঐ মেঘখন্ডের মতো এই সবুজমনা নারীকে ছায়া দিতে পারতাম জীবনের খর বাস্তবতা হতে!

ফিরে এলাম ভাবীর সামনে। বললাম, 'ভাবী, আমি আসলেই আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। তবে যিনি পারবেন তার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিতে পারব। আপনার সমস্যার সমাধান আছে। কিন্তু তার জন্য সময় আর শ্রম দিতে হবে'।

বেচারীর চেহারাটা হঠাৎ আশার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উনি বললেন, 'আমি যার কাছে যেতে বলবেন যাব, যা করতে বলবেন করব, শুধু আপনি আমাকে পথ দেখান'।

আমি ভাবীর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'ঠিক তো?'

উনি বললেন, 'পাক্কা ওয়াদা। সাদাতের সাথে সংসার করা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যাথা নেই, কিন্তু আমি আমার সন্তানদের জন্য যা করতে হয় সব করব'।

শায়লা ভাবীর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'ভাবী, আপনি আপনার স্বপ্নের পথ ধরে বহুদুর এগিয়েছেন, স্বামীর জন্য সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছেন, সন্তানদের জন্য বাকিটাও উজাড় করে দিতে রাজি আছেন, কিন্তু পথের কোনো একখানে আপনি আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর হাত ছেড়ে দিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। আপনাকে সবার আগে সেই

www.islaminonesite.com

সম্পর্ক পুণর্গঠন করে তুলতে হবে কারণ সে ছাড়া আর কেউ আপনাকে উদ্ধার করতে পারবে না' ।

উনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'আপা, আমি তো লোকজনের সাথে যদ্দুর পারি যোগাযোগ রাখি । আপনি কার কথা বলছেন আমি তো বুঝতে পারছি না!'

আমি হেসে বললাম, 'আপনি তার সাথে যোগাযোগ না করতে করতে তার নামও ভুলে গেছেন! ভাবী, দায়িত্বের খাতিরে নয়, আল্লাহকে ভালোবেসে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে নামাজ পড়েছেন কবে মনে আছে? অর্থসহ কোরআন পড়ে আপনাকে কি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বসে পাঁচ মিনিট ভাবার চেষ্টা করেছেন কত বছর হল? কিছু চাইবার জন্য নয়, বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য আল্লাহর সামনে হাত তুলেছেন কবে মনে পড়ে? আপনি যদি তার ডাকে সাড়া না দেন, আপনার বিপদেও সে গড়িমসি করবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়? আমি আপনাকে এতদিন পর একঘন্টা সময় দিলাম আর আপনি পাঁচ মিনিট আগেই ছুটে এলেন । অথচ যে আপনার কথা শোনার জন্য, আপনাকে দেওয়ার জন্য উপহারের ডালি সাজিয়ে বসে আছে কে জানে কত বছর তার সাথে কথা বলার আপনার ফুরসতই মেলে না!'

ভাবী চোখ নামিয়ে নিলেন । বললাম, 'ভাবী, আমার কথায় কষ্ট নিবেন না । আপনি পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ রেগুলার করেন । সাতদিন তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে, কোরআন পড়ে, আল্লাহর সাথে পরামর্শ করুন । তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে জানান, আপনি কি করতে চান । সংসার করবেন, নাকি চলে যাবেন? আপনি যে পথ বেছে নেবেন সেভাবেই আমি আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ' ।

শায়লা ভাবী চলে গেলেন ।

সাতদিন পর উনি এসে বললেন, 'আপা, আমার মনে কেমন যেন একটা স্বস্তি আর সাহস এসেছে । আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা উটকো মহিলা এসে আমার সন্তানদের অধিকার কেড়ে নিয়ে যাবে আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব তা হবে না । আমি লড়ব । আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবেন । আপনি আমাকে বলুন কিভাবে কি করব' ।

বললাম, 'ভাবী, আপনাকে কিছু কড়া সত্য কথা বলব, আপনি সহ্য করতে পারবেন তো? নইলে আপনি এখনই চলে যেতে পারেন' ।

উনি বললেন, 'কি যে বলেন আপা! যে মহিলার স্বামী অন্য মহিলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার কি রাগ ঘেন্না বাকি আছে? আপনি তো আমার ভালোর জন্য ক'টা কড়া কথা হলেও বলছেন, সে তো সেটুকুও আমার জন্য করছে না!'

উচিত কথা বলা থেকে নিজেকে কখনই বিরত রাখতে পারিনি যদিও বুঝি তা আমার জন্য কতখানি অনুচিত । আজও প্রবৃত্তির কাছে হার মানলাম । ক'খানা কটু কথা বলারই সিদ্ধান্ত নিলাম, 'ভাবী । বিয়ের সময় একটা ছেলে আর একটা মেয়ের শিক্ষাগত এবং

www.islaminonesite.com

অন্যান্য যোগ্যতা আনুপাতিক কিনা দেখেই বিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে কি হয় জানেন? ছেলেটা উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে, তার পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে, তার জ্ঞান বাড়তে থাকে। আর মেয়েটা? সে সংসার করতে করতে জীবনের যে মূল লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করা সেটাই ভুলে যায়। তার পৃথিবী একসময় রান্না-বান্না, ধোয়াপালা, বাচ্চা সামলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় নতুবা আটকে যায় টেলিভিশনের পর্দায় যা তার মেধার বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না। আমি বলছি না মহিলাদের চাকরি করতে হবে বা তারা ঘরের কাজ করবে না। কিন্তু দৈনিক অন্তত একটি ঘণ্টা সময় তো নিজের জন্য ব্যয় করা যায়। হোক না সে দুপুরের ঘুম বাদ দিয়ে বা যে কোনো একটি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগামী দিনের জন্য বাকী রেখে। কার্যত দেখা যায় মহিলারা নামাজ পড়ার পর্যন্ত সময় পান না, লেখাপড়া না করতে করতে বাচ্চাদের সামান্য প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও বলেন, 'আব্বুকে জিজ্ঞেস কর'। সংসারের ব্যস্ততায় আমাদের মেজাজ হয়ে যায় খিটখিটে সুতরাং ঐদিক দিয়েও ভদ্রলোক কোনো সুবিধা করতে পারেন না। এই বৌয়ের সাথে কথা বলে তখন স্বামী আর মজা পান না, তার মন চলে যায় বাইরে, বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায়', ভাবী মাথা ঝাঁকিয়ে সার দিলেন।

'আমরা বাইরে যাবার সময় সেজেগুজে যাই অথচ বাসায় বুয়ার মতো হয়ে থাকি। সুতরাং, স্বামী ভদ্রলোক হলে অসন্তুষ্টির সাথে মেনে নেন আর তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব থাকলে দৃষ্টি হয়ে যায় বহির্মুখী। সেই লোক যদি বাইরে এমন কোনো মহিলার সন্ধান পান যে এই উভয়প্রকার চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম এবং আগ্রহী তখন তাকে বিয়ে নামক সম্পর্কের দলিল দিয়ে আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাবী, আমরা মানুষ। তাই খুব সহজেই ভুলে যাই সে সঙ্গীর কথা যে তার জীবন যৌবন আমাদের উন্নতির পেছনে ব্যায় করে নিজে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। আমরা সবসময় নিজের স্বার্থটাই চিন্তা করি আর স্বার্থ চিন্তায় বর্তমানে কি পাইনি তা ছাড়া অন্য কিছু আমাদের নজরের সামনে আসে না। যার আল্লাহর ভয় আছে সে না হয় জবাবদিহিতার ভয়ে নিজের প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু যার সে চিন্তা নেই সে কি দিয়ে নিজকে আটকাবে 'বলুন তো?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবী এই কথায়ও সম্মতি জানালেন।

'আরেকজনকে সংশোধন করা আমাদের সাধ্যের অতীত। আমরা কেবল নিজেকেই সংশোধন করতে পারি। সুতরাং, চলুন আগে নিজের যথাসম্ভব উন্নয়নের চেষ্টা করি। ভেবে দেখুন, আপনার কাছে যে গুণগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সাদাত ভাই নিজের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করলে আপন কত খুশি হবেন। একইভাবে চিন্তা করে দেখুন আপনার স্বামীর কাছে কোন জিনিসগুলো আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেসব ব্যাপারে আপনার দক্ষতা সৃষ্টির চেষ্টা করুন'। শায়লা ভাবী আমার পয়েন্টটা ধরতে পারলেন।

বললাম, 'আপনি আমার সাথে একদিন বের হবেন। আমি আপনাকে ইংরেজি কোর্সে ভর্তি করিয়ে দেব। আরেকদিন বের হব আপনার জন্য ভালো জামাকাপড় কিনতে- আপনি বাসায় সবসময় ফিটফাট হয়ে থাকবেন। প্রতিদিন অন্তত একঘন্টা আপনি বিভিন্ন সাধারন জ্ঞানবর্ধক বই পড়বেন এবং বাচ্চাদের সাথে এগুলো শেয়ার করবেন।

www.islaminonesite.com

আজ থেকে হিন্দি সিরিয়াল টাটা বাই বাই। Discovery, History বা National Geographic চ্যানেল দেখবেন। এতে ইংরেজিও শেখা হবে, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা সম্পর্কে জানারও সুযোগ হবে। সবচেয়ে বড় কথা আপনার হাতে প্রচুর পরিমাণ সময় আসবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য। কি, রাজি?' শায়লা ভাবীর চেহারাই বলে দিল তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা।

শায়লা ভাবী প্রচন্ড আগ্রহ আর উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। আমার পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগলেন দৃঢ়সংকল্প ও প্রবল মনোসংযোগ নিয়ে। কয়েক মাস পরই দেখা গেল তিনি বিবিধ বিষয়ে অনর্গল আলাপ করতে পারছেন। ইংরেজিতে কথা বলতে বা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না বিধায় স্বামী অপর মহিলার সাথে ব্যবসায়িক আলাপের ভান করে গোপন আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁর কথাবার্তা চেহারা পোশাক পরিচ্ছদে রুচি ও শালীনতার বহিঃপ্রকাশ তার স্বামীকে মোহিত করে তুলল। তিনি আগে যে কাজ সারাদিনে করতেন তা এখন কৌশল প্রয়োগ করে কয়েক ঘণ্টায় করতে পারছেন ফলে বাচ্চাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তিনি সময় দিতে পারছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা। সাদাত ভাই শায়লা ভাবীর আচরণে এমন এক আত্মবিশ্বাস দেখতে পেলেন যে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার চিন্তার পরিবর্তে শায়লা ভাবীই তাকে ছেড়ে যাবেন কিনা সেই চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্ত্রী এবং সেক্রেটারীর মধ্যে তুলনা করে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন দুজনের মধ্যে কে শ্রেয়। একসময় তিনি নিজেই সেক্রেটারীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।

ছয় মাস পর ভাবী একদিন বাসায় দাওয়াত দিলেন। ভদ্রলোকেরা ড্রইং রুমে কথা বলতে বলতে আমরা রান্না ঘরে দাঁড়িয়ে খাবার বাড়তে বাড়তে গল্প করতে লাগলাম। ভাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাবী, এখন কি অবস্থা?'

শায়লা ভাবী হাতে ভাতের চামচের অস্তিত্ব ভুলে গেলেন, তন্ময় হয়ে বলতে লাগলেন, 'আপা, একসময় মনে হত আমি সাদাতকে ছাড়া কি করে বাঁচব? আমার বাচ্চাদের কি হবে? এখন বুঝি আমাদের দেখাশোনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, সাদাত তো কেবল একটা মাধ্যম। সে যখন বুঝতে পারল আমি এখন আর ওর ওপর dependent নই তখন সে আমাকে আর বাচ্চাদের আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরল। ঐ মহিলা বিদায় হয়েছে তিনমাস আগে। সাদাত নিজেই তাকে বিদায় করেছে। এখন তো সে ঘর ছেড়ে এক পাও নড়তে চায় না। আমার পরামর্শ ছাড়া কিছুই করে না, বাচ্চাদের প্রচুর সময় দেয়– কিন্তু কি জানেন? আমি এখন যুদ্ধক্লান্ত। আল্লাহর অসীম সাহায্যে আমি জিতেছি, এই বোধ ছাড়া আর কোনো বোধ এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না'।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও হারিয়ে গেলাম সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘমালার মাঝে যা সৃষ্টিকর্তার অবারিত করুণার আনন্দবার্তা নিয়ে আসে।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ১০

'অমানুষ!'

হুংকার শুনে পেছনে তাকিয়ে নাইমা বুঝতে পারল কথাটা তাকেই বলা হয়েছে। ওখানে শ্বশুরমহাশয়, শাশুড়িমা আর ওর স্বামী বসা। কেউ ওর ননদকে জিজ্ঞেস করল না কি কারণে এতবড় একটা গালি তাকে দেওয়া হল। শ্বশুরমহাশয় শান্তিপ্রিয় ভালো মানুষ। তিনি নাইমার প্রতি স্ত্রী-কন্যাদের এসব ব্যবহার দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু নাক গলিয়ে তাদের বিরাগভাজন হতে নারাজ। স্বামী বেচারা সংসারের চাপে অস্থির। কিছু বলতে গেলে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হবে, ঝটকাটা যাবে নাইমার ওপর দিয়েই। তাই নাইমা নিজেই মুস্তাফাকে বলেছে, সে যেন কখনো কিছু না বলে। ফলে সবাই নির্বাক। নাইমার ফ্যালফ্যাল দৃষ্টির জবাবে নাজ কোনোপ্রকার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। মুখ বাঁকিয়ে বীরদর্পে ভেতরে চলে গেল। নাইমা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে সাথে তিনজন মহিলা আর ওর বাচ্চাটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাইমার বিয়ে হয়েছে দশ বছর। এখনো কেন সে এই ব্যাপারগুলোকে স্বাভাবিক ভাবতে শেখেনি? এতদিনে তো ওর অভ্যস্ত হওয়া উচিত ছিল! নাকি এই ব্যাপারগুলোই এমন যে কেউ অভ্যস্ত হতে পারে না?

ট্যাক্সিতে বসে ওর মন হারিয়ে যায় স্মৃতির সেলুলয়ডে। দশ বছর আগে যেদিন সে এ বাড়িতে প্রথম পা রাখে, মুস্তাফার বড় বোন ওকে বসিয়ে সুপরামর্শ দেন, 'দেখ, তুমি কখনো মনে কর না তুমি আমাদের একজন। তুমি যাই কিছু কর না কেন, আমরা তোমাকে আপন মনে করব না, বুঝলে? সুতরাং তুমি আপন হবার চেষ্টাও কর না। তুমি বৌ, বৌয়ের মতোই থেকো'। নাইমা হতভম্ব হয়ে ভাবে, বৌ কি কোনো আলাদা শ্রেণীর প্রাণী? একজন মানুষ যদি একটি পরিবারের জন্য তার বাবা-মা, ভাই-বোন, শৈশব কৈশোরের সোনালী দিন কাটানো সেই বাড়িঘর, সেই প্রাণের মেলার সাথী বন্ধু– সব, সব ছেড়ে আসতে পারে, তবে কেন সে এই পরিবারে বাকী জীবনটা এক আগন্তুক হয়েই কাটাতে বাধ্য হবে? সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, কথাটা যিনি বললেন তিনি নিজেই আরেক বাড়ির বৌ! তবু কেন তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন না, বললেন না, 'আজ থেকে এটাই তোমার বাড়ি, তুমি আমাদেরই পরিবারের একজন'? হোক না মিথ্যা! একজন মানুষকে

www.islaminonesite.com

মিথ্যামিথ্যিই যদি একটু ভালোবাসা দেওয়া হয়, হতেও তো পারে তা একসময় সত্যি! একটু দরদমাখা কথা, পারে তো বুকের ভেতর সব ছেড়ে আসার ক্ষতে সামান্য মলম হতে!

বিয়ের পরদিন থেকেই নাইমা ব্যস্ত হয়ে পড়ে রান্নাঘরে। মুস্তাফা বিরক্ত হয়, 'তুমি আসার আগেও পঁয়ত্রিশ বছর এ সংসারে খাওয়া-দাওয়া চলেছে তো! তোমাকে এখনই রান্নাঘরে যেতে হবে কেন?' নাইমা বুঝাতে পারে না, সে ঘরের সবাইকে খুশি করতে চায়, সবার ভালোবাসা পেতে চায়। মুস্তাফা বলবে, 'কেন, আমার ভালোবাসা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?' বেচারা! বয়স হয়েছে কিন্তু ম্যাচুরিটি আসেনি। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি না ওর মা নতুন বৌকে রান্নাঘরে যেতে বলতে পারে। ওর মায়ের মতো মানুষ কি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি হতে পারে? নাইমা এই ধারণা নষ্ট করে দিতে চায় না। সে জানে বিয়ের পর পর ওদের একসাথে সময় কাটানো প্রয়োজন। পরস্পরকে বোঝার জন্য, জানার জন্য। এই সময় আর কখনো ফিরে আসবে না। কিন্তু মুস্তাফাকে সে জন্ম দেয়নি, মানুষও করেনি। যিনি এই কষ্ট করে তাকে একজন ভালো স্বামী উপহার দিয়েছেন তার ব্যাপারে সে মুস্তাফাকে কোনো বিরূপ ধারণা দিতে চায় না।

নাইমা বোঝে, আমরা এমন এক সমাজে বাস করি যেখানে মায়েরা ভুলে যান তাঁরাও একসময় বৌ ছিলেন। নতুন মেয়েটিকে আপন করে নেওয়ার পরিবর্তে তারা তার কাছে এত বেশি আশা করতে শুরু করেন যা সুপারম্যানের পক্ষেও পূরণ করা অসম্ভব! বাসার বুয়ার প্রতি যতটুকু সহানুভূতি দেখানো হয়, বৌ ততটুকুরও দাবি রাখে না। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলতে কিছু থাকে না। কোনো দিন শরীরে বা মানসিকতায় না কুলালে বৌ হয়ে যায় 'কুঁড়ে', 'আলসে' বা ভাগ্য খারাপ হলে 'বেয়াদব' খেতাবের স্বত্ত্বাধিকারী। এই চাহিদার বিপরীতে এক হেরে যাওয়া রেস জেতার জন্য প্রাণপণে দৌড়ে চলেছে সে। সে জানত একসময় সে হেরে যাবে। তবে হারটা এত তাড়াতাড়ি আসবে সে ভাবেনি।

বিয়ের পর ছোট ননদটাকে সে বুকের ভেতরকার সব ভালোবাসা ঢেলে দেয়। নিজের ভাইবোনদের ছেড়ে আসার কষ্ট নাজকে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাজারে একটা সুন্দর জিনিস দেখলে নিজের জন্য না কিনে ওর জন্য নিয়ে আসে। অসুখ-বিসুখ হলে সব ছেড়ে দিয়ে সেবাযত্ন করে। কিন্তু শাশুড়িমা'র আস্কারায় নাজ ওর সাথে প্রচন্ড দুর্ব্যবহার করতে থাকে। যাকে এতখানি ভালোবাসে তার কাছ থেকে আঘাত পেতে পেতে সে আর সহ্য করতে পারছিল না। একদিন শাশুড়িমাকে একান্তে ডেকে বলল, 'মা, আজ তিনবছর আমি আপনাদের সাথে আছি। যদি আমি ভুল করি বা অন্যায় করি আপনি আমাকে দু'টো থাপ্পর দিয়েন, বুঝিয়ে দিয়েন, বকা দিয়েন, যা ইচ্ছে করেন। আপনি আমার মা, আমি কিছুই মনে করব না। কিন্তু নাজ আমার ছোটবোন। ও যখন আপনাদের সামনেই আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমার ভীষণ

www.islaminonesite.com

কষ্ট লাগে। সে ছোট মানুষ, বুঝে না। কিন্তু আপনি যদি ওকে বুঝিয়ে বলেন, ও নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সচেতন হবে'।

উনি জবাব দিলেন, 'শোন, তুমি নিজেকে এত ভালো মনে কর কেন? নিজেকে খারাপ মনে করতে শেখ। তুমি খারাপ বলেই নাজ তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। ও যা করে ঠিক করে'।

নাইমা স্তম্ভিত হয়ে গেল। একজন মানুষ শত আঘাত সহ্য করতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসেবে তার আত্মসম্মান নিয়ে টানাটানি করার চেয়ে কঠিন আঘাত আর কি হতে পারে? সে যাকে মা ডাকল তিনি তার আত্মসম্মানবোধই ধূলিস্যাৎ করে দিলেন! নাজ যদি আজ নাইমার সাথে দুর্ব্যবহার করে বাধা না পায়, কাল শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে সবার সাথে এই ব্যবহারই করবে। ওরা কি তা সহ্য করবে? শাশুড়িমা ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নাজকে ব্যবহার করতে গিয়ে যে নিজের মেয়ের জীবনটাই পক্ষান্তরে ধ্বংস করতে যাচ্ছেন তা কি তিনি বোঝেন না?

নাইমা একেবারে নেতিয়ে পড়ল। এতদিন যে প্রাণপণ চেষ্টা ছিল সবাইকে খুশি করার, শরীরের বাইরে গিয়ে সবার জন্য করার, নিজেকে দমন করে সবার চাহিদা মেটানোর- হঠাৎ সব কেমন অর্থহীন মনে হতে লাগল! সে নিজের ব্যাপারেই দ্বিধায় পড়ে গেল, 'আমি কি সত্যিই খারাপ? আমি তো জেনেশুনে কারো ক্ষতি করি না, কাউকে কষ্ট দেই না, সম্ভব হলে উপকার করার চেষ্টা করি, না পারলে ক্ষমা চেয়ে নিই। তাহলে আমি কি এমন খারাপ কাজ করলাম, যে যাকে মা মনে করলাম, তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন আমি খারাপ বলেই আমার সাথে পশুতুল্য আচরণ করা যায়?' ওর বুকটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। কিন্তু চোখে পানি আসে না। মুস্তাফাকে বললেও সে বিশ্বাস করবে না। আর বলার স্বভাব তো নাইমার নেই। বাবা-মাকে বলার প্রশ্নই আসে না, তাহলে ওঁরা চিন্তিত হবেন মেয়ে কষ্টে আছে ভেবে।

একমাস এই কষ্টের সাথে যুদ্ধ করে সে সিদ্ধান্তে আসে– কে কি বলল বা করল তার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। একজন মানুষ হিসেবে ওর দায়িত্ব পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সবার প্রতি আন্তরিকতার সাথে মানবিক দায়িত্ব পালন করা, সে তাই করবে। কে খুশি হল বা না হল তা কোনো মানুষের পক্ষে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং ওর পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সে করে যাবে। যা ওর পক্ষে করা সম্ভব নয় তা ছেড়ে দেবে। যে খুশি হতে চায় না তাকে তো মরে গিয়েও খুশি করা সম্ভব নয়!

বাচ্চা হওয়ার পর দেখা গেল আরেক ঝামেলা। শাশুড়িমা বড়মেয়েকে সাথে রাখেন যাতে উনি ওর বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারেন, সে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করতে পারে। কিন্তু নাইমাকে তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, 'দেখ, শাহীনের তিনটা বাচ্চা দেখার

www.islaminonesite.com

পর আমার পক্ষে তোমার বাচ্চা রাখা সম্ভব না। তুমি দরকার হলে লেখাপড়া বন্ধ করে দাও। আমি তোমার বাচ্চা দেখতে পারব না'।

নাইমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'মা, এই শিশুটি শুধু আমার নয়, শাহীনের মতো ওর বাবা মুস্তাফাও আপনার সন্তান। শাহীনের সন্তানদের মতো ওরও অধিকার আছে আপনার ওপর। আপনি যখন বৃদ্ধ হবেন তখন আমিই থাকব আপনার পাশে, শাহীন চলে যাবে ওর নিজের সংসারে। মাঝে মাঝে সে আপনাকে দেখে যাবে। কিন্তু দিনরাত সেবাযত্ন আপনি আমার কাছেই পাবেন'।

কথাগুলো সে বলছিল মনে মনে। বাবা-মা শিখিয়েছেন মুরুব্বিদের মুখে মুখে কথা বলতে হয় না। বড় হয়ে বুঝেছে ব্যাপারটা শোভন নয়। সুতরাং সে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চলে যায়।

নাইমার বাবা-মা থাকে আরেক জেলায়। সে ওখানে গিয়ে থাকলে এখানে ঘরের কাজ কে করবে? সুতরাং, উপায় একটাই, সে শিশুটিকে ইউনিভার্সিটিতে সাথে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। নাইমা কিছু না বললেও মুস্তাফা ততদিনে বুঝতে পারে কিছু কিছু। সে আর আপত্তি করে না। কোন মুখে সে আপত্তি করবে? ওর মা-বোনের আচরণ স্ত্রীর সামনে ওকে কত খাটো করে তা তো সে মুখ ফুটে বলতে পারে না! অথচ ওদের ফেলে শুধু বৌ নিয়ে চলে যাওয়াও তো মানুষের কাজ নয়! নাইমাও তাতে রাজি হবে না। মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুস্তাফা, 'নাইমা, তোমার দীর্ঘশ্বাস তো অন্তত আমি শুনতে পাই, কিন্তু আমার এ বুকে যে কত দীর্ঘশ্বাস জমে আছে তা তো আমি তোমাকেও বুক চিরে দেখাতে পারি না!'

বছরের পর বছর কেটে যায়। নাইমা লেখাপড়া শেষ করে ভালো চাকরি পায়। চাকরিতেও সে বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যায়। এখন সে চাইলেই আলাদা বাসা নিয়ে থাকতে পারে– সে সামর্থ্য তার আছে। কিন্তু ব্যাপারটা তার কাছে অমানবিক মনে হয়। বৃদ্ধ বাবামা, বোনকে ফেলে সে কি করে মুস্তাফাকে বলবে তাকে নিয়ে আলাদা থাকার জন্য? ওরা ওর সাথে কি আচরণ করলেন তা ওর বিবেচ্য নয়। ওর বিবেচ্য হল সে ওদের সাথে কেমন আচরণ করল। মানুষ হওয়ার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা তো এটাই যে সে সর্বাবস্থায় মানবিক আচরণ করবে। সে যদি প্রতিশোধস্পৃহার অন্তরালে নিজেকে হারিয়ে যেতে দেয় তবে সে কি করে একজন উন্নত মানুষ হবে? শুধু একটা জায়গায় সে বারবার ধরা খেয়ে যায়। সব বুঝেও কেন ও ওদের কথাবার্তা আচরণে কষ্ট পায়? কেন সে এর উর্ধ্বে যেতে পারে না? নিজের ওপর খুব রাগ হয় নাইমার। এখন শাশুড়িমা ওকে বেশ আদর করেন। কিন্তু কেন যেন সে কিছুই অনুভব করতে পারে না। যখন ক্ষুধা থাকে তখন পানিভাতও অমৃত মনে হয়, ক্ষিদে মরে গেলে বিরিয়ানিও মজা লাগে না। ওর মায়া, ভালোবাসাপ্রত্যাশী কোমল মনটা ঘাত-প্রতিঘাতে মারা গেছে আজ

www.islaminonesite.com

বহু বছর, সেজন্যই কি? নিজেকে খুব ছোটলোক মনে হয় নাইমার। কিন্তু সে শত চেষ্টা করেও কিছুই অনুভব করতে পারে না।

এই ক'বছরে নাইমা নিজের পৃথিবীর বিস্তৃতি ঘটিয়েছে অনেক। ক্ষুদ্র গন্ডীর বাইরে এসে সে আবিস্কার করেছে এক বিরাট পৃথিবী যেখানে ওর প্রয়োজন আছে, যেখানে সে খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা। পরের কারণে স্বার্থ বলি দিতে পারলেই মানুষের জীবন পরিতৃপ্ত হয়। সে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার এমন পথ খুঁজে পেয়েছে যা সে নিজে গাড়ি, বাড়ি, শানশওকত নিয়ে থাকলেও পেত না।

নাইমা গরীব দুঃস্থদের লেখাপড়া, বিয়ে, ব্যবসা ইত্যাদি কাজে সহায়তা করতে শুরু করে। সমাজের হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর সাথে কাজ করতে গিয়ে সে আবিস্কার করে, একজন দরিদ্র ব্যাক্তি সামান্য একটু উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারি বা কাপড় পেয়ে যখন দাঁত কেলিয়ে হাসে তাতে যে আন্তরিক উচ্ছ্বাস থাকে তা যেকোনো ধন্যবাদকে ম্লান করে দেয়। কোনো রোগী বা মরণাপন্ন ব্যাক্তির হাত ধরে যখন সে বসে থাকে তখন সে অনুভব করে কিচ্ছু না বলে কতকিছু বলা যায়। একজন অসুস্থ মানুষকে এতটুকু সান্ত্বনা দেয়ায় যে কি পরিতৃপ্তি সে কোনোদিন জানতে পারত না যদি সে এই জগতে জড়িত না হত। কেউ মারা গেলে সে বাড়িতে গিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করা, মেহমানদের সামলে মৃতের আত্মীয়স্বজনের বোঝা হালকা করা এক অবর্ণনীয় শান্তি বয়ে আনে নাইমার মনে।

সেদিন সন্ধ্যায় এক বাসা থেকে ফোন আসে হঠাৎ ওদের মা মারা গিয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার কল্যাণে আশেপাশে কেউ লাশ গোসল করাতে জানে না। নাইমা তৎক্ষণাৎ খবর পাঠায় ওর দরিদ্র বন্ধুদের যারা এই শিক্ষায় অগ্রসর। সে প্রস্তুত হতে হতে ঐ তিনজন মহিলা নাজের ঘরে বসেছিল যেহেতু ড্রয়িং রুমে শ্বশুর-শাশুড়ি আর মুস্তাফা আলাপ করছিল। তাড়াহুড়ায় সে জুতো পায়েই নাজের ঘরে ঢুকে পড়ে। এরই খেসারত দিতে হয় তাকে এতগুলো মানুষের সামনে গালি শুনে।

লাশ ধোয়া বন্ধুদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে রাত বারোটায় ঘরে ফেরে নাইমা। চরম ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। মৃতের বাড়িতে কান্নাকাটির রোল, খাবার পাবে কোথায়? বাচ্চাটাও তখন পর্যন্ত কিছু খায়নি। কলিং বেল টিপে বুঝতে পারে সবাই শুয়ে পড়েছে। মুস্তাফা এসে দরজা খুলে দেয়। নাইমা রান্নাঘরে গিয়ে দেখে খাবার কিছু নেই। ততক্ষণে মুস্তাফা দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে এসে পড়েছে, 'নাহিদকে আমার কাছে দাও। তুমি গিয়ে কাপড় বদলে নামাজ পড়ে এস'।

নাইমা নামাজ পড়ে এসে দেখে মুস্তাফা এর মধ্যেই ভাত ডাল রেঁধে ডিম ভেজে রেখেছে। নাহিদ খাচ্ছে।

www.islaminonesite.com

এত রাতে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তাই নাইমা আর মুস্তাফা দু'জনেই চুপ করে থাকে। কিন্তু নাইমার মনটা আনন্দে ভরে যায়। এই ছোট ছোট খুশিগুলোই তো জীবনকে অর্থবহ করে তোলে! এই খুশিগুলো আসে অন্যের জীবনে আনন্দ বয়ে আনার মাধ্যমে, অন্যের বোঝা হালকা করার উপহার হিসেবে। নাইমা মনে মনে হিসেব কষে, 'যে মানুষের জন্য আনন্দ নিয়ে আসে, তাদের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করে, সে কি অমানুষ হতে পারে?... না মনে হয়, খুব বেশি কিছু না হলেও, সে মনে হয় মানুষ!'

হিসেবটা শেষপর্যন্ত মিলাতে পেরে নাইমার চোখেমুখে তৃপ্তির ছটা ছড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীর হাসি মুস্তাফার মনেও দোলা দিয়ে যায়। সংসারের চাপে সে স্ত্রীকে অনেক কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু স্বাধীনতা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা দিয়ে ওর জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করে চলেছে। মুস্তাফা আর নাইমা পরস্পরের দিকে তাকায়। কোনো কথা না বলেও দুই সহযোগীর চোখে চোখে হয়ে যায় অনেক আন্তরিকতা, আশ্বাস আর আনন্দের কথোপকথন।

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ১১

১.

হঠাৎ করেই বিয়েবাড়ির হৈহট্টগোল, টানাহ্যাঁচড়া, ছুটোছুটি সব যেন ম্যাজিকের মতো থেমে গেল। চারিদিকে পিনপতন নিস্তব্ধতা। সবাই দাঁড়িয়ে আছে কোনো শিশুর সাজানো কাঠের পুতুলের মতো, যে যার জায়গায় অনড়, চলচ্ছক্তিহীন যেন। সবার দৃষ্টি আফসানার দিকে। আফসানার একটু অস্বস্তিই লাগতে শুরু করল। ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষের লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে এমনভাবে যেন সে বিরাট অপরাধ করে ফেলেছে। আসাদকে দেখে মনে হচ্ছে সে প্রচন্ড মর্মাহত। আফসানার সংকল্প একটু টলে উঠল। আরেকবার চিন্তা করল সে, কথাটা কি ফিরিয়ে নেবে?

পরক্ষণেই একটি দৃশ্য আফসানার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। একটি মেয়ে, এই কিছুক্ষণ আগে ওর বিয়ে হল। বরপক্ষ মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল, মেয়েটি কিছুতেই যাবে না। মা অসুস্থ। ওর মনটা কেমন যেন করছে। কিন্তু বরপক্ষ নাছোড়বান্দা। কনেকে বাড়ি নিয়ে যেতে উৎসুক বরপক্ষের সাথে মেয়েটির একপ্রকার ধবস্তাধবস্তি শুরু হয়ে গেল। শেষে একপ্রকার জোরপূর্বক পাঁজাকোলা করেই মেয়েটিকে গাড়িতে ওঠানো হল। প্রবল কান্নাকাটি উপেক্ষা করে ওকে নিয়ে যাওয়া হল শ্বশুরবাড়ি। সে রাতেই মেয়েটির মা হুট করেই মারা যান। এমন হালকা পাতলা অসুখে, যেখানে কেউ বিয়ে পেছানোর কথা ভাবেনি, সেখানে উনি কাউকে কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে চলে যাবেন কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু মেয়েটির আর মাকে বিদায় জানাবার সুযোগ হয়নি।

আফসানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সে দৃঢ়ভাবে বলল, 'বেয়াইসাহেব, মিলি তো এখন আমাদেরই বৌ। সে আমাদের বাসায় আজ গেলেও যা দু'দিন পরে গেলেও তাই। আপনার প্রেসার বেড়েছে বলে ও ভয় পাচ্ছে। থাকুক না সে কয়দিন আপনার সাথে। আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হলে আমি নিজে এসে ওকে নিয়ে যাব'। চারিদিকে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল। বিয়ে-শাদীর লক্ষ বছরের ইতিহাসে কেউ কোনোদিন এমন কথা শোনেনি। বৌ কিনা বিয়ের দিন শ্বশুরবাড়ি না গিয়ে বাপের বাড়ি রয়ে যাবে!

আফসানা আর কারো দিকে দৃষ্টিপাত করল না। তবে আসাদকে কানে কানে বোঝানোর চেষ্টা করল সেও যেন সদ্যশ্বশুর মাহফুজ সাহেবের দেখাশোনার জন্য মিলির সাথে থেকে যায়। কিন্তু ছেলের ইগোতে লাগল। সে কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজি হল না। মাহফুজ

www.islaminonesite.com

সাহেব কি বলবেন বুঝে পেলেন না। কিন্তু মেয়ের চোখে আফসানার প্রতি কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখে তিনি কিছুটা নরম হয়ে পড়লেন। সবার কৌতুহলী দৃষ্টি আর মুখ টিপে হাসি উপেক্ষা করে আফসানা মিলি আর মাহফুজ সাহেবকে তার গাড়িতে তুলে নিল। ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ নতুন বেয়াইবাড়িতে বসল। আসাদকে বোঝাবার চেষ্টা করল আরেকবার। কিন্তু সে তখনো নিজের আহত আত্মাকে প্রশ্রয় দিতেই ব্যস্ত। শেষমেশ আফসানা হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা দিল। যাবার আগে মিলিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ওর মুখপানে।

২.

'বাবা, আমি দেখেছি মায়ের চোখে কোনো নালিশ ছিল না। উনি খুশি হয়েই আমাকে তোমার সাথে থাকতে দিয়েছেন। এখন বড় মামা কি বলল বা ছোট ফুফি কতটা রাগ করল এটা নিয়ে চিন্তা করে প্রেসার বাড়ালে আমার শ্বশুরবাড়ি যেতে কি তাড়াতাড়ি হবে না আরো দেরি হবে সেটা তুমিই চিন্তা কর', বলে মাহফুজ সাহবের হা করা মুখের ভেতর ওষুধটা ঢুকিয়ে দিল মিলি।

বাবার হাত থেকে পানির গ্লাসটা নিয়ে মিলি ভাবনায় ডুবে গেল। মা নেই। ভাইটা এখনো বিয়ে করেনি। বিয়ের টেনশনে বাবার প্রেসারটা খুব বেড়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে বাবা গেলেন বিয়েবাড়িতে। ছুটোছুটি করে সবাইকে অপ্যায়ন করছেন, টুকটাক থেকে বড়সড় সব ব্যাপার সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন যেন কোথাও কোনো ত্রুটি না থাকে। কিন্তু মিলি কেবল দেখছে বাবা এই শীতেও দরদর করে ঘামছেন, একটু পর পর বসে পড়ছেন, আবার কোনোদিকে ডাক পড়লে রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে দৌড় দিচ্ছেন। কে দেখবে বাবাকে ও চলে গেলে? কিন্তু যেতে তো হবেই! বান্ধবী সুমাইয়াকে বলছিল এই চিন্তার কথা, হঠাৎ পেছনে চোখ পড়তে দেখতে পেল নতুন শাশুড়িকে। একটু দমে গেল সে।

অনুষ্ঠান শেষে যখন কনে বিদায়ের পালা ওর পা কিছুতেই মাটি থেকে উঠতে চাইছে না। কে দেখবে বাবাকে? আত্মীয়স্বজন অনেক আছে, কিন্তু কার সময় আছে নিজের সংসার ফেলে বাবার সাথে থাকার? ভাইটা তো নিজের যত্নই করতে জানে না, বাবাকে কি দেখবে? মনের অজান্তেই সে বারবার বাবার দিকে ফিরে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া নিষ্ঠুর মানুষগুলোর কাছ থেকে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল। একসময় ওরা ওকে জোর করেই গাড়িতে তোলার চেষ্টা করল। হঠাৎ শাশুড়ি বলে বসলেন, 'থাকুক না মিলি কয়েকদিন ওর বাবার সাথে, আজই যেতে হবে কথা নেই, কদিন পর বেয়াইসাহবে একটু সুস্থ হলে আমি এসে নিয়ে যাব'।

বিয়েবাড়ির লোকজনের চেহারা মনে করে মিলির হাসি পেল। যেন একেবারে বজ্রপাতে সবাই মারা পড়েছে একসাথে! কিন্তু ওর চোখ পড়ল সদ্য স্বামী হওয়া আসাদের চেহারায়। বেচারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না মা নতুন বৌকে রেখে বাবার কথা বলছেন! মিলিও জানে আজ যাওয়া আর কাল যাওয়া এক কথা নয়। কিন্তু যে ছোট

www.islaminonesite.com

ফুফি আজ রাগ করছেন যে মিলি বিয়ের পর তিনদিন পর্যন্ত বাপের বাড়ি বসে আছে তিনিও তো একবার এগিয়ে এসে বলেননি, 'ঠিক আছে, আমি নাহয় তিন দিন পরেই বাড়ি যাব, আমি আছি ভাইয়ার সাথে, তুই নিশ্চিন্তে শ্বশুরবাড়ি যা'। কাজ করার সময় কেউ নেই, দোষ ধরার সময় সব হাজির!

শাশুড়িমাকে নিয়ে মিলির চিন্তা নেই। সে তাঁর উদার্য্য আর সাহসের পরিচয় পেয়েছে বিয়ের দিনই। ছোট্ট ননদটা একটু পর পর ফোন করে খবর নেয় মিলি কি করছে, কি খাচ্ছে, ওকে মিস করছে কিনা। মিলি ঠিকই টের পায় লুনা জানার চেষ্টা করছে মিলি কবে ওদের বাড়ি যাবে। কিন্তু সে আশ্চর্য হচ্ছে আসাদের ব্যবহারে। সে একবারও ফোন করেনি, দেখতে আসেনি। আফসানা বার বার যোগাযোগ করে ব্যপারটা সামাল দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু মিলির চোখ এড়ায়না আসাদের অভিমান। ভেতরে ভেতরে ওরও অভিমান জাগে। জাগে খানিকটা চঞ্চলতা, কবে সে কথা বলে পরিস্থিতি ঠিক করতে পারবে।

৩.

চতুর্থ দিন থেকে মাহফুজ সাহেব যথেষ্ট ভালো বোধ করতে শুরু করলেন। পঞ্চম দিন তিনি মেয়েকে বললেন, 'আর না মা, এবার চল তোকে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসি। বেয়াইন আমাদের প্রতি যে চমৎকার ব্যবহার করলেন, তার মর্যাদা রাখার জন্য হলেও আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়'।

বাবার সুস্থতার সাথে সাথে মিলি আসাদের ব্যপারে ভাবার সময় পাচ্ছিল অনেক, তাতে ওর উৎকণ্ঠা বাড়ছিল বৈ কমছিল না। তাই ও কিছু বলল না। কিন্তু মাহফুজ সাহেব আফসানাকে যখন জানালেন উনি মেয়েকে নিয়ে রওয়ানা দিচ্ছেন, আফসানা তাকে ঘর থেকে বের হতে বারণ করে দিয়ে নিজেই এসে হাজির হলেন, সাথে লুনা। আসাদের অনুপস্থিতি মিলিকে আহত করল কিন্তু সে কিছুই বলল না।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মিলির একটু অদ্ভুত লাগছিল। নতুন বৌকে যখন ঘরে তোলা হয় তখন অনেক আয়োজন থাকে, ঘরের চারপাশে তার আলামত দেখা যাচ্ছিল কিন্তু সে কবে বাসি হয়ে গেছে! এখন মনে হচ্ছিল সে এ বাড়িতে মেহমান এসেছে। এসে দেখছে ক'দিন আগে এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এক্ষত্রে বৌ সে নিজেই! আফসানা ওকে বেশিক্ষণ এসব ভাবার সুযোগ দিল না। ওর ঘরে নিয়ে আলমারী খুলে দেখাল ওর জন্য প্রস্তুত করে রাখা জামা, জুতো, গহনা আর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। লুনা এসে ওকে বাসা থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্র বাক্স থেকে আলমারীতে তুলে রাখতে সাহায্য করতে হাত লাগাল। মাঝে হুট করে একবার আসাদ এল। মিলি অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম'। লুনা মুখ টিপে হেসে ফেলল। কিন্তু আসাদ কিচ্ছু না বলে বের হয়ে গেল।

রাতে খেতে বসে আসাদ একবারও মিলির দিকে তাকাল না। খাবার পর নিজের ঘরে ঢুকে মিলি দেখল আসাদ দেয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে

www.islaminonesite.com

মিলি খাটের এক কোণায় উঠে বসল।

'শুনুন'।

'শুনছি', না ফিরেই জবাব দেয় আসাদ, গলা ভীষণ ভারী।

'একটু কষ্ট করে এদিকে ফিরুন'।

'না ফিরেই শুনতে পাচ্ছি'।

'কিন্তু আমি আপনার চেহারা দেখতে পাচ্ছি না, প্লিজ একটু এদিকে ফিরুন'।

এবার আসাদ ওর দিকে ফিরে উঠে বসে।

'আপনি কি আমার ওপর রেগে আছেন?'

আসাদ কিচ্ছু না বলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আচ্ছা, ধরুন আমরা এমন এক দেশে বসবাস করি যেখানে বিয়ে হলে ছেলেরা বৌয়ের বাড়ি গিয়ে থাকে। আমাদের বিয়ে হল। আপনি আপনার পরিবার পরিজন, চেনা পরিচিত সবকিছু চিরতরে বিসর্জন দিয়ে আপনার বাকী জীবনটা আমার সাথে থাকার জন্য চলে আসতে যাচ্ছেন। এমন সময় আপনার মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ল। লুনা ছোট মানুষ। ও নিজেকেই দেখাশোনা করতে পারে না, মাকে দেখবে কী? নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই যে আপনার অনুপস্থিতিতে মাকে দেখাশোনা করতে পারে। আপনি কি চাইবেন না মায়ের সেবা করা জন্য ক'টা দিন আমার কাছ থেকে ধার নিতে?', আসাদের দৃষ্টি মিলির দিকে নিবদ্ধ হল।

'মা তো সেই ব্যাক্তি তাই না যে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন, দেখাশোনা করেছেন, এত্তবড় করার পেছনে যার অবদান? আপনি কি চাইবেন তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে আমাকে সময় দিতে নাকি মনে মনে আশা করবেন যে শুধু আপনি না বরং আমিও তাঁর পাশে থেকে আপনাকে সাহস জোগাই?' মিলির গলা রুদ্ধ হয়ে এল, 'আর আপনি...'।

আর কথা বলতে পারল না মিলি, দু'ফোঁটা অশ্রু ওর শাসন অবহেলা করেই চোখ থেকে বেরিয়ে এলো।

আসাদ ওর হাত ধরে ফেলল, 'আমাকে মাফ করে দাও মিলি। আমি অভিমানে মনুষ্যত্ব খুইয়ে বসেছিলাম। ভাবিনি তুমি তোমার সব ছেড়ে আমার কাছে আসছ, আমার তো উচিত ছিল তোমার বিপদে তোমার সাথে থাকা! ভাবিনি আমার মা এমন বুঝদার একজন মানুষ, আমার উচিত ছিল তার কথা মেনে নেওয়া। আমি ভীষণ লজ্জিত মিলি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যে মেয়েটা আমার জন্য সব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত তার জন্য আমি ক'টা দিন সময় পর্যন্ত দিতে কার্পণ্য করেছি। বল, কি করলে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?...'

www.islaminonesite.com

৪.

পরদিন সকালে নাস্তা খাওয়ার পর আসাদ মাকে গিয়ে সরি বলল। ছেলের রাগ অভিমান এতদিন তাকে শক্ত রেখেছিল, কিন্তু ছেলের মায়া সে সহ্য করতে পারল না। আফসানার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। সে তখন ছেলেকে জানাল, বহু বছর যাবত বুকের কোণে চেপে রাখা চিনচিনে ব্যাথাটার অস্তিত্বের কথা। জানাল কিভাবে তাকে টেনেহিঁচড়ে বিয়েবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে আসা হয়, কিভাবে মায়ের সাথে শেষ সাক্ষাতের সুযোগ তার আর হয়নি। আসাদ বুঝতে পারে মা কেন মিলিকে ওর বাবার অসুস্থতার সময় নিয়ে আসতে রাজি হননি। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে যায় সে। অধিকাংশ মানুষ ভাবে, 'আমি যা পাইনি তা অন্যকেও পেতে দেব না'। ওর মা ভাবেন, 'আমি যে কষ্ট পেয়েছি তা অন্যকে পেতে দেব না'। সে এমন এক মহতী রমণীর সন্তান। বুকটা ভরে ওঠে ওর।

আফসানা বলে, 'যা, একবার মিলিকে ওর বাবার সাথে দেখা করিয়ে নিয়ে আয়'।

ওদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে আফসানা প্রাণভরে নিশ্বাস নেয়। অনেকবছর পর সে টের পেল বুকের ভেতরকার সেই চিনচিনে ব্যাথাটা কবে যেন চলে গেছে!

www.islaminonesite.com

বিয়ে- ১২

'অ্যাই সুমি! এই ভরদুপুর রোদে রাস্তার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? চল, বাড়ি চল!'

লম্বা, সুঠামদেহী ছেলেটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ছেলে তিনটা ছিটকে দূরে সরে গেল। হতচকিত মেয়েটা হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। ছেলেটা কাছে এসে তাড়া দিল, 'আমার চেহারা দেখছিস কি? চল!'

মেয়েটা হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাওয়ার মতো করে চমকে উঠল। টলে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে ছেলেটার সাথে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল। মোড় ঘুরতেই মেয়েটার পা ছেড়ে দিল। ছেলেটা প্রথম যে বাড়ির গেট খোলা পেল সেদিকেই মেয়েটিকে আহ্বান করল। গেটের পাশে একটা বেঞ্চ পেয়ে বসে পড়ল মেয়েটা, তারপর ঢুকরে ঢুকরে কাঁদতে শুরু করল। মেয়েটা শক পেয়েছে। তাড়াতাড়ি ওর জন্য কিছু করা দরকার।

ছেলেটা দৌড়ে নিচতলার বাসায় বেল বাজাল। উফফ! দরজা খুলছে না কেন? মেয়েটাকে রেখে ওপরতলায় যেতে সাহস পাচ্ছে না। আরো দু'একটা বেল দেওয়ার পর এক মধ্যবয়সী খালাম্মা চোখ কচলাত কচলাতে দরজা খুললেন, পরনে ম্যাক্সি আর ওড়না, শুধু ভালো স্বাস্থ্য আর তেল চকচকে চেহারাই জানান দিচ্ছে যে তিনি এ বাসার বুয়া নন।

'খালাম্মা, আমাদের দুই গ্লাস পানি দেবেন?'

ছেলেটার কাতর চেহারা দেখে তিনি আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। ফ্রিজ থেকে দু'গ-াস পানি একটা ট্রেতে নিয়ে দ্রুত হাজির হলেন। ছেলেটা দরজা থেকেই ছোঁ মেরে গ্লাস দুটো নিয়ে দৌড় দিল। কোথায় গেল কৌতূহলি হয়ে দেখার জন্য বের হয়ে খালাম্মা দেখলেন উনিশ বিশ বছর বয়সী একটা হালকা পাতলা মেয়ে গেটের পাশে বেঞ্চের ওপর বসে ফোঁপাচ্ছে। ছেলেটা তাকে একটা পানির গ্লাস এগিয়ে দিতেই সে ঢক ঢক করে সবটুকু পানি খেয়ে ফেলল। ওকে হাঁপাতে দেখে ছেলেটা অন্য গ্লাসটাতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর দিকে নজর পড়ায় গ্লাসের প্রতি মেয়েটির উৎসুক দৃষ্টি দেখে সে নিজের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল। সে সাগ্রহে এই পানিটুকুও দ্রুত গলাধঃকরণ করল।

www.islaminonesite.com

খালাম্মার বড় মায়া লেগে গেল। তিনি ওদের বাসায় ডেকে নিয়ে গেলেন।

মেয়েটার অবস্থা দেখে তিনি ছেলেটাকে একটু আড়ালে ডেকে নিলেন। জানতে চাইলেন কি হয়েছে। ছেলেটার কথা শুনে তিনি বললেন, 'বাবা, তুমি একটুও চিন্তা কর না। আমি এক্ষুনি ড্রাইভারকে ডাকছি। আমি নিজে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। কি যে হচ্ছে আমাদের পাড়াটা!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন খালাম্মা।

মেয়েটাকে নিয়ে খালাম্মা গাড়িতে উঠতেই ছেলেটা চলে যাচ্ছিল। তিনি ডেকে বললেন, 'তুমি গাড়িতে ওঠ বাবা, আমি তোমাকে পথে নামিয়ে দেব'।

'আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই খালাম্মা, আপনি ওকে নামিয়ে দিলেই হবে', বলে ছেলেটা গেটের পাশে অপেক্ষমান রিক্সায় উঠে চলে গেল।

চলে যাবার পর খালাম্মার মনে হল, 'ওর নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি!'

চার বছর পর...

বাবার বন্ধু হায়দার চাচা এসেছেন। বেচারা এখনো ঠিকমত হাঁটতে পারছেন না, একটু একটু খোঁড়াচ্ছেন। মাস তিনেক আগে ওনার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হল। এতগুলো লোক রাস্তায় অথচ কেউ এগিয়ে এসে সাহায্য করছে না, সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে যেন সিনেমা দেখছে! এক লোক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অল্প বয়সী ঐ যুবক তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে সাথে সাথে নিজেই চিকিৎসা সেবা দিতে শুরু করল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন এই ছেলে ডাক্তার।

আর দেরি হলে হয়তো তাঁর পা বাঁচানো সম্ভব হত না। পরে যতদিন তিনি হাসপাতালে ছিলেন ঐ ডাক্তার প্রতিদিন অন্তত একবার তাকে দেখতে এসেছে। তিনি ভেবেছিলেন তিনি হয়তো কোনো কারণে স্পেশাল রোগীর মর্যাদা পাচ্ছেন। পরে দেখলেন সে সবার প্রতিই এমন দায়িত্বশীল। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর তিনি যে কতবার ওই যুবককে দাওয়াত করার চেষ্টা করেছেন! সে কেবল বলে, 'আমি তো শুধু আমার দায়িত্ব পালন করেছি!'

এই কাহিনী যে সুবাহ কতবার শুনেছে! শুনে শুনে ওর মনে হয়েছে ডাক্তারদের তো এমনই হওয়া উচিত! শুধু ডাক্তার কেন, প্রত্যেক মানুষেরই তো দায়িত্ব মানুষ হিসেবে অন্যের কথা ভাবা! আবার ভাবে সবাই যদি এমন হত তাহলে নিশ্চয়ই হায়দার চাচার কাছে ব্যাপারটা এমন অস্বাভাবিক কিছু মনে হত না, এই যুবকের কথা বার বার মনে হত না, এটাই স্বাভাবিক মনে হত!

হায়দার চাচা আরো একবার এই গল্প শুরু করলেন। বসে বসে গল্প শুনলে তো আর হবে না! অনার্সের আর দু'টো মাত্র পরীক্ষা বাকি। পরীক্ষায় ভালো করতেই হবে। সুবাহ পড়াশোনা করার জন্য উঠে নিজের রুমে চলে গেল।

www.islaminonesite.com

দু'সপ্তাহ পর...

আজ সুবাহদের বাসায় হায়দার চাচাদের দাওয়াত। চাচার সাথে তাঁর এক বন্ধুর পরিবারও আসবে। সুবাহর মন চাচার তিনবছর বয়সী তুলতুলে নাদুসনুদুস পিচ্চিটার সাথে খেলার আনন্দে থই থই করছে। পরীক্ষা শেষ। বহুদিন পর সময় পাওয়া যাবে সামিহার সাথে ইচ্ছামতো দুষ্টুমি করার।

মেহমান এসে গেছে। পুরুষরা ড্রয়িং রুমে বসে পড়েছেন, মহিলারা সবাই মায়ের বেডরুমে আস্তানা গাড়লেন। হায়দার চাচীর সাথে যে নতুন চাচি এসেছেন তিনি মায়ের চেয়ে খানিকটা বয়স্কা। তবে মহিলা বেশ লম্বাচওড়া, ফর্সা আর দেখলেই বোঝা যায় অল্প বয়সে মাথা খারাপ হবার মতো সুন্দরী ছিলেন। তাঁর বিশ বছর বয়সী মেয়ে মুমতাহিনাও দেখতে ভারী সুন্দর, অনার্স পড়ছে। একপাশে মায়েরা গল্প করছেন, পরিচিত হচ্ছেন; অন্যপাশে ছোট্ট সামিহা আর ওর আট বছর বয়সী সর্দার ভাবাপন্ন ভাই আলতাফকে ঘিরে জমে উঠেছে সুবাহ আর মুমতাহিনার গল্পসল্প।

একটু পর সুবাহ সামিহাকে ওর মায়ের কাছে জমা দিয়ে মায়ের সাথে রান্নাঘরে গেল খাবার দিতে। নতুন চাচী আর মুমতাহিনাও এল সঙ্গ দিতে। চাচি সুবাহর সাথে অনেক কথাবার্তা বললেন আর মুমতাহিনা ঘরের মানুষের মতো এক একটা তরকারি বাড়া হতেই ছোঁ মেয়ে ওর হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে আসতে লাগল। ওদের সহজ সাবলীল ব্যাবহার খুব ভালো লাগল সুবাহর। ওর মাও মনে হয় খুশি হলেন। তরকারি গরম করতে করতে তিনি একটু পর পর মিষ্টি হেসে ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেন। উফ! মায়ের মতো ভুবন ভুলানো হাসি যেন পৃথিবীতে আর কারো নেই!

প্রথমে মহিলারা বাচ্চাসহ খাবার নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন গল্পগুজব করতে করতে আয়েশ করে খাবেন বলে। পুরুষরা বসে গেলেন ডাইনিং রুমে। মুমতাহিনা আর সুবাহ গিয়ে বসল ওর রুমে। খাওয়ার পর্ব শেষ। মুমতাহিনা ড্রয়িং রুমে মিষ্টি দিতে গেল। সুবাহ মায়ের বেডরুমে মিষ্টির পাত্র দিয়ে ডাইনিং রুমে এল টেবিল চেয়ার ঠিক করে রাখতে।

মুমতাহিনাকে পর্দা সরিয়ে আসতে দেখে সে চেয়ার টেনে বসে পড়ল ওর সাথে গল্প করার জন্য। হঠাৎ দেখল মুমতাহিনার সাথে একজন যুবক প্রবেশ করছে। মুমতাহিনা বলল, 'ভাইয়া বুড়োদের মধ্যে বসে বোরড হচ্ছে তাই ওকে নিয়ে এলাম'।

এক নজর তাকিয়ে অস্বস্তি লাগলেও সুবাহ কিছু বলল না, টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাইয়াকে নিয়ে ওর সামানাসামনি দুটো চেয়ার টেনে বসে পড়ল মুমতাহিনা। ভাইয়া আর সুবাহ দুজনেই চুপ। কিছুক্ষণ একা একাই বকবক করে মাকে কিছু বলতে হবে বলে উঠে গেল মুমতাহিনা।

www.islaminonesite.com

'আপনি?', এতক্ষণ চেপে রাখা উত্তেজনা ছিটকে বেরিয়ে এল সুবাহর মুখ থেকে।

'আপনিই তাহলে সে, যার প্রশংসা আমার বোন থামাতেই পারছে না!'

'আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার সুযোগ হয়নি...'

'কিসের জন্য? সেদিন যদি আমার ছোটবোন মুমতাহিনা বিপদাপন্ন হত আমি চাইতাম কেউ যেন তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। আমি এর বেশি কিছু করিনি! কিন্তু আপনি যদি আমার সঙ্গে সাথে সাথে না আসতেন তাহলে আপনার তো সর্বনাশ হতই, আমিও মারা পড়তাম । আপনি ঐ ভরদুপুরে ওখানে গিয়েছিলেন কি করতে বলুন তো?'

'এক বান্ধবীর বাসা থেকে নোট আনতে গিয়েছিলাম। রিক্সা পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ যখন দেখলাম ছেলেগুলো আমার দিকে এগিয়ে আসছে, ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আমি কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না... আপনি যদি ঐ মূহূর্তে এসে না পড়তেন কি হত আমি ভাবতেও পারি না', শিউরে সারা শরীর কেঁপে ওঠে সুবাহর, 'কিন্তু আপনি কোথা থেকে এলেন আমি আজও বুঝতে পারিনি'।

'আমি শর্টকাট নেওয়ার জন্য ওদিকে রিক্সা ঘুরিয়ে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে যাচ্ছিলাম। দূর থেকে ছেলেগুলোকে দেখে ভালো মনে হয়নি, তার ওপর আপনার চেহারা দেখে বুঝতে পারলাম খুব খারাপ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। কি করব কিছু চিন্তা না করেই রিক্সা ছেড়ে দিলাম। নেমে বুঝতে পারলাম এতগুলো ছেলের সাথে আমি একা কিছুই করতে পারব না। তাই অভিনয় করলাম, ভাগ্য ভালো আপনি সাড়া দিলেন...'

'ঐ আন্টি আমাকে শুধু বাসার সামনেই নামিয়ে দিয়ে যাননি বরং ঘরে এসে মায়ের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। উনি খুব আফসোস করেছিলেন যে আপনার নাম জানা হয়নি।'

'আসাদ, আমার নাম আসাদ। খালাম্মা ভীষণ ভালো মানুষ ছিলেন...'

'আচ্ছা ঐদিনের কথা তো বুঝলাম। আজ আপনি আমাদের বাসায় এলেন কিভাবে?'

'আর বলেন না, হায়দার খালুকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে হাসপাতালে নিয়েছিলাম। উনি প্রথমে জেদ ধরলেন বাসায় দাওয়াত করে খাওয়াবেন। ওটা যখন এড়িয়ে গেলাম তখন খালুর মাথায় জেদ চেপে গেল আমার উপকার করবেনই করবেন...'

হেসে ফেলল সুবাহ, হায়দার চাচার স্বভাব এমনই বটে!

তারপর কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল 'সেদিনের জন্য আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না...'

www.islaminonesite.com

আসাদ একটু ইতস্তত করল, একবার শার্টের হাতার দিকে তাকাল, একবার টেবিলের দিকে, গলা খাঁকারি দিয়ে চারপাশে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'একটা উপায় আছে...'

সুবাহ ওর অদ্ভুত আচরণে খুব অবাক হল, প্রশ্নবোধক দৃষ্টি বলে দিল ওর ঔৎসুক্যের কথা।

'আমার বাবা-মা, বোন সবার আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে। ওদের ধারণা হায়দার খালু আপনাদের ব্যাপারে কমই বলেছিলেন। সুতরাং আপনার যদি আমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি বিয়ের ব্যাপারে হ্যাঁ বলতে পারেন'।

আসাদের ফর্সা চেহারাটা এখন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। সুবাহকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়ে সে বারান্দায় পালিয়ে গিয়ে বাঁচল!

www.islaminonesite.com